হেমলতা নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত।

কলিকাতা

নং ১৭ ভবানীচরণ দত্তের লেন,

রায় যন্ত্রে

শ্রীআশুতোষ ঘোষালের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮২।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিক্রমসিংহ	...	...	চিতোরের রাজা।
তেজসিংহ	...	...	উদয়পুরের রাজা।
সত্যসখা	...	...	চিতোরের সৈনিক পুরুষ।
দেবদাস	...	...	বিক্রমসিংহের মন্ত্রী।
নরহরি	...	...	উদয়পুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী।
মনোহর	...	...	বিক্রমসিংহের অনুগৃহীত ব্যক্তি।
বীরেন্দ্রসিংহ	...	...	বিক্রমসিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ।
জয়রামসিংহ	...	...	একজন সেনাপতি।
হরিহর	...	...	বিক্রমসিংহের রক্ষক।

পারিষদ, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

তারাদেবী	...	...	বিক্রমসিংহের পত্নী।
কমলাদেবী	...	...	উদয়পুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহের পত্নী।
হেমলতা	...	...	বিক্রমসিংহের কন্যা।
সুহাসিনী, প্রমদা	...	...	হেমলতার সখী।
লক্ষ্মী	...	...	বৃদ্ধা পরিচারিকা।

হেমলতা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজ-ভবনের পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমিব উপরে বৃক্ষশ্রেণী।

প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। পাখী সব নিস্তব্ধ—আমি কেন নীরব থাকি? একটী গান গাই। গ্রীষ্মের প্রভাবে তরুলতা সব অবসন্ন হয়ে পড়েছে—আমি গান দ্বারা বসন্তকে কল্পনার সম্মুখে আবির্ভূত করি, কারণ বাস্তবিক কষ্ট অপেক্ষা কাল্পনিক সুখ ভাল।

গীত

রাগিণী বসন্ত-বাহার—তাল আড়াঠেকা।

বসন্ত করিছে ভবে প্রেম সুখ বিতরণ,
মধুময় শোভাময় হল ভূতল গগণ।
কোমল পত্র-বসনে, উজ্জ্বল-ফুল-রতনে, সুশোভিত বিভূষিত
হল বন উপবন।
সুরঞ্জিত শাখাপরে, কিবা নৃত্য গীত করে, সুচিত্র বিহঙ্গগণ,
প্রফুল্ল করি ভুবন।

উদ্যান কাননান্তরে, সরসী নদী সাগরে, কিবা রঙ্গে খেলা
করে, সুখময় সমীরণ।

এখন যাই দেখিগে, হেমলতার ব্রতের উদ্যোগ হল কি না ?

[প্রস্থান।

হেমলতা ও সুহাসিনীর প্রবেশ ও বৃক্ষমূলে উপবেশন।

সুহা। চুল এসে কপালে পড়েছে, তুলে দি—হয়েছে। গ্রীষ্মেতে তোমার মুখখানী লাল হয়ে পড়েছে।

হেম। বাতাস আর তেমন গরম লাগ্‌ছে না। এখন রোদের দিকে চাওয়া যায়। সখি! দুপর বেলা আমরা ঘরের মধ্যে চারি দিকের দুয়োর দিয়ে থাকি, দাসীরা পাখার বাতাস দেয়, তবু যেন আপাদমস্তক পুড়ে যায়। কেমন করে লোকে তখন বাইরে বেরোয় ?

সুহা। যাদের না বেরুলে চলে না তারাই বেরোয়।

হেম। প্রমদা বল্‌ছিল, সে দিন একজন বিধবা স্ত্রী একটী ছেলে কোলে করে দুপর বেলা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল। স্ত্রীলোকটীর কথা ছেড়ে দেও, ছেলেটী কেমন করে এই দারুণ রোদ সহ্য করলে ? আমরা এত বড় হয়েছি আমরাই পারি নে, সে তো ছেলে মানুষ।

সুহা। দুঃখের অবস্থায় সবই সহ্য হয়। সংসারে যে কত দীন দুঃখী আছে, যাদের কষ্টের পার নাই।

হেম। টাকা কড়িতে কাজ কি যদি তার দ্বারা দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা না যায় ? আমি সে কথা মাকে বলেছিলাম, মা সম্মত হয়েছেন। ব্রত শেষ হবার পর দিন নগরের সমুদায় দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করে নূতন কাপড় পরিয়ে ভাল করে আহার করাব।

সুহা। বেশ বেশ!

হেম। আমি স্বহস্তে পরিবেশন করব।

সুহা। স্বয়ং অন্নপূর্ণা নিরন্নকে অন্ন দেবেন। রাজমহিষী আর মহারাজকে সেখানে থাক্‌তে বলও, দেখে তাঁদের আহ্লাদের সীমা থাক্‌বে না।

[উভয়ের দণ্ডায়মান হওয়া।

হেম। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া।) ঐ না সত্যসখা?

সুহা। সত্যসখাই বটে। সত্যসখা বাস্তবিক একটী বীর পুরুষ।

হেম। তার আর সন্দেহ কি? সে দিন এক ভাব আজ আর এক ভাব, সমুদ্র এখন স্থির হয়েছে, ঐ এক হাতে দশ হাতের বল প্রকাশ হয়েছিল।

সুহা। এক দল সৈন্য এক দিকে, আর একা এক দিকে, তবু ভাবে কি কাজে একটু ভয় প্রকাশ পায় নি।

হেম। সখি! মনে বড় আশঙ্কা হয়েছিল, এত বীরত্ব নিষ্ফল হবে আর ঐ শরীর শেষে মাটীতে লোটাবে। কিন্তু ভগবান্ আপনিই বীরের সহায়।

সুহা। দেখেছ একটী লোকও সাহায্য কর্‌তে এগুল না।

হেম। তবুও শত্রুগণ শেষে পরাস্ত হল। আমার মনে যে কি আনন্দ হল বল্‌তে পারি নে—আমিই যেন যুদ্ধ জিতলেম।

[সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি ও অজ্ঞাতসারে অঙ্গুরীয় খোলা।

সুহা। কে না বীরের পক্ষপাতী? তুমি যেন এইরূপ একটী স্বামী পাও, পরমেশ্বর তাই করুন।

হেম। বল না কেন 'আমি পাই'।

সুহা। তুমি পেলে আমি পাই—সুখ পাই। জান না কি

তোমার সুখে আমার সুখ? সখি, সত্যসখার মত সুন্দর পুরুষ কখনও দেখেছ?

হেম। আমি এমন বীরত্ব কখনও দেখিনি।

সুহা। কিন্তু রূপ গুণ একত্র হলে সোণায় সোহাগা। এ দিকে আস্‌ছে, বীরের আকৃতি, বীরের গতি, যেন মূর্ত্তিমান বীরত্ব।

সত্যসখার প্রবেশ। হেমলতা ও সত্যসখার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি এবং হেমলতার ত্রস্ততা প্রযুক্ত অঙ্গুরীয়ের সত্যসখার সম্মুখে পতন।

সুহা। আংটী পড়ে গেল।

হেম। এ যা! আপনিই পড়ে গেল।*

সত্য। (অঙ্গুরীয় হস্তে তুলিয়া।) রাজনন্দিনি! আংটী ধরুন। আপনাদের কাজেই আমার আনন্দ, সকল কাজেই আমি মহারাজের দাস।

সুহা। হেমলতা! নেও, হাত বাড়িয়ে নেও।

সত্য। এই হীন ব্যক্তি হাতে করে তুলে দিচ্ছে বলে কি আপনি বিরক্ত হলেন?

হেম। (সুহাসিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া।) না—না—তাও—কি হতে—পারে?

সত্য। আপনকার মহৎ অন্তঃকরণে তা সম্ভব নয়। নিন।

সুহা। নেও না, দোষ কি?

---

*পাছে সুহাসিনীর সন্দেহ হয় যে হেমলতা ইচ্ছা করিয়া আংটী ফেলিয়াছেন, সেই জন্য হেমলতা বলিলেন "আপনিই পড়ে গেল"। বস্তুতঃ হেমলতার মনে প্রণয়ের প্রথম সূত্রপাত হওয়াতে তিনি অন্যমনস্ক হন এবং এই কারণেই আংটী পড়িয়া যায়।

হেম। (হস্ত প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার ফিরাইয়া লইয়া।) বীরবর—* সখি! উনিই এটি নিন।

সত্য। আপনাদের এ হীনের প্রতি যে কৃপা আছে, তাহাই যথেষ্ট।

হেম। আংটীটে গ্রহণ করুন—সখি!

সুহা। রাজকন্যার মুখে তোমার প্রশংসা ধরে না; ইনি তোমার গুণের একান্ত পক্ষপাতী।

হেম। (আস্তে) ওকি?

সুহা। তারই চিহ্ন স্বরূপ তুমি এটী নেও।

সত্য। রাজকন্যার ইচ্ছে মান্য করতে হবে। (অঙ্গুরীয় লইয়া চিন্তায় নিমগ্নভাবে গমন।) সত্যসখা ও হেমলতার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি।

[সত্যসখার প্রস্থান।

হেম। সখি! চল যাই, ব্রতের সময় হয় নি? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ দৃষ্টি ও পতনোন্মুখ হওয়া।)

সুহা। পড়ে যাচ্ছিলে! এই যে প্রমদা।

প্রমদার পুনঃপ্রবেশ।

প্রম। তোমাদের এখানে কিসে ভুলিয়ে রেখেছে? ব্রতের উদ্যোগ কখন হয়ে গেছে। হেমলতাকে কেন চিন্তিত দেখ্‌ছি? ভাবনার কারণ তো কিছুই নাই।

---

* হেমলতা সত্যসখাকে বীরবর বলিয়া সম্বোধন করিয়াই থামিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে সরল ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন কিন্তু যখনই তাঁহার অঙ্কুরিত প্রণয়ের কথা মনে পড়িল তখনই থামিয়া গেলেন।

হেম। কই, আমি ভাবিত হব কেন? চল চল ব্রতের বিলম্ব হচ্ছে।

প্রেম। আমি এলেম তাই হুঁস হল।

চেতনেতে অচেতন,
প্রেমে টানে যার মন।

হেম। চল চল চল।

প্রেম। হেমলতা! মাথাটা একটু নিচু কর। (গলদেশে মালা দেওয়া।) আহা! কেমন দেখাচ্ছে। আমার সখী যেন একটি বিদ্যাধরী। (হেমলতার মুখের দিকে দৃষ্টি) আমায় দেখে লজ্জায় মাথা নোয়ালে কেন? আমি তো পুরুষ নই।

হেম। চল চল চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মনোহরের শয়নাগার।

মনোহর আসীন, হরিহরের প্রবেশ।

মনো। দ্বার বন্ধ করে এস।

হরি। মহাশয় এখনও নিদ্রা যান নাই। মনে করেছিলাম আমার বিলম্ব দেখে আপনি নিদ্রা গেছেন।

মনো। তুমি যখন আস্‌বে কথা আছে, তখন আস্‌বেই, আমি তোমার অপেক্ষায় জাগ্রত আছি। সকলে নিদ্রিত, আমিই জাগ্রত। এখন এই স্থান গোপনীয় কথা বল্‌বের উপযোগী, কেউ আমাদের কথা শুন্‌তে পাবে না, যদি সর্ব্ব-সংগোপনকারী অন্ধকারের শ্রবণ শক্তি না থাকে। মহারাজের পত্র পেয়েছি।

হরি। কি লিখেছেন?

মনো। এত দিনে বুঝি যত্ন সফল হয়। লিখেছেন বারই বৈশাখ রাজধানী হতে যাত্রা কর্‌বেন, কোথায় যাবেন কি জন্য যাবেন কেহই জানতে পারবে না, পরে হঠাৎ নগর আক্রমণ করবেন।

হরি। প্রকাশ্য যুদ্ধ অপেক্ষা হঠাৎ আক্রমণ অধিক ফল-দায়ক, যদিও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

মনো। হল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তায় ক্ষতি কি? ধর্ম্ম নাম মাত্র, মূর্খেরা তার বশবর্ত্তী হয়ে বিপদে পড়ে, চতুর লোকে তা উল্লঙ্ঘন করে সম্পদ লাভ করেন।

হরি। যথার্থ কথা।

মনো। নগর তো আক্রমণ হল। মহারাজ একটি আজ্ঞা করেছেন, সেটি কর্‌তে পার্‌লে সহজ কার্য্য আরও সহজ হয়। ঝড় আরম্ভ হবার পুর্ব্বে বৃক্ষের প্রধান মূলটী ছেদন করা চাই। বুঝ্‌তে পেরেছ?

হরি। আপনার বল্‌বের পুর্ব্বে বুঝেছি। আপনাকে বাঁচিয়ে সেটী করা কঠিন।

মনো। কঠিন বটে, অসম্ভব নয়। তোমার সেটী কর্‌তে হবে, কারণ তুমিই সেটী কর্‌তে পার।

হরি। সুযোগ পেলে মহানন্দের সহিত আমি তা কর্‌তে পারি।

মনো। সুযোগ ব্যতীত একাজ হতেই পারে না। বৃহৎ কার্য্য সুযোগ ব্যতীত কর্‌তে নাই। আমি সুযোগ করে দেব, তুমি স্বকার্য্য সাধন কর্‌বে। প্রস্তুত থাক।

হরি। এক মাত্র পুত্র বিদেশ হতে আস্‌ছে শুনে পিতা

যেমন তাকে আলিঙ্গন করবের জন্য প্রস্তুত থাকেন, আমিও সেইরূপ প্রস্তুত রইলেম—

মনো। হরিহর! তিন বৎসর পুর্ব্বে মহারাজ তেজসিংহ চিতোররাজের সঙ্গে সন্ধি করেন তার মর্ম্ম এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে?

হরি! পূর্ব্বে অনুদিত সূর্য্যের আলো দেখিতে পেয়েছিলেম, এখন স্পষ্ট করে তাঁর দর্শন পেলেম।

মনো। আমি তিন বৎসর বিক্রম সিংহের সরকারে রয়েছি, আমি চিতোরের পরম বন্ধু, একি কেউ সন্দেহ করে?

হরি। কোন চিতোরবাসী সন্দেহ করে না।

মনো। আমি তিন বৎসরে একটী দুটী করে তিন শত রণ-নিপুণ-যোদ্ধা চিতোর-সৈন্যভুক্ত করেছি, মহাবীর প্রভুভক্ত জয়-রাম সিংহ তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছে। আমিই এ সব করেছি, কেউ কি তা জান্‌তে পেরেছে?

হরি। কোন চিতোরবাসী তা জানে না। আমাকে মহা-রাজের রক্ষক করেছেন এটা উল্লেখ কর্‌লেন না কেন?

মনো। আমি, তুমি, জয়রাম সিংহ ও তিন শত যোদ্ধা বিক্রম সিংহের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, এতে কি কারও সংশয় আছে?

হরি। কোন চিতোরবাসীর সংশয় নাই।

মনো। নগর আক্রান্ত হলে এদের সাহায্যে মহারাজ কি জয়লাভ কর্‌তে পার্‌বেন না?

হরি। নিশ্চয়ই!

মনো। জয়লাভ হলে আমাদের উভয়ের লাভের সীমা কি? এখন, হরিহর! বৃক্ষের মুলোচ্ছেদন কর্‌তে পার্‌লে হয়।

হরি। আমি কুঠার হাতে করে দাঁড়িয়েছি, আপনি আজ্ঞা দিলেই হয়।

মনো। যাও, হরিহর! রাত্রি অনেক হয়েছে। আজ দ্বাদশী, চন্দ্র অস্ত গিয়েছেন। প্রভুভক্তি দেখাতে পিছপাও হইও না।

হরি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মনো। আমার নিজের কার্য্য দেখেই নিজেরই বিস্ময় জন্মে। আমি বিক্রম সিংহের প্রধান প্রিয়পাত্র হয়েছি। (ঈষৎ হাস্য) মন্ত্রীর তাইতে ঈর্ষা জন্মেছে। ভাল, কিন্তু তিনি অতল-স্পর্শ সাগরের তলস্পর্শ কর্‌তে পারেন নাই, পার্‌বেনও না। চারিদিক পরিষ্কার, কোন দিকে মেঘ নাই—হঠাৎ ঝড় আরম্ভ হবে আর বৃক্ষ ভুশায়ী হবে।

বলেতে অসাধ্য যাহা, সাধ্য শঠতায়—
শত শত নমস্কার শঠতা তোমায়।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজ-ভবন, অন্তঃপুর।

হেমলতা আসীন। লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ও নাতিন!

হেম। কি?

লক্ষ্মী। মিতিন, তোর দিব্বি, বড় এক আহ্লাদের কথা আছে, শুনে খুসী হবি।

হেম। কি কথা, বুড় দিদি?

লক্ষ্মী। আমি আর কিছুই চাইনে নাতিন, একবার বল্ তুই আমায় ভাল বাসিস্, তা হলে বলব এখন।

হেম। আমি তো তোকে ভালবাসি।

লক্ষ্মী। এ যে বাক্যি না মধু, আমায় কিনলি, চিরকালের তরে কিনলি।

হেম। বুড় দিদি, তোকে আমি মনের সঙ্গে ভালবাসি।

লক্ষ্মী। তা হবে না! কেমন মানুষের মেয়ে। তোর বাপ—আমারও বাপ, যখন কেবলি পাঁচ বছর, তখন আমার কাছে রাত দিন থাকত, আমায় যেন এক খান অঙ্গ হয়েছিল, ভুলেও এক-বার মায়ের নাম করত না। যাক্, কি বল্‌ছিলাম—মনে হয়েছে, সে বড় মিষ্টি কথা। শোন্, ঐ কার বাড়ী—কি মিশ্রি?

হেম। সনাতন মিশ্রি?

লক্ষ্মী। যাক, সেই মিশ্রির বাড়ী এক দৈবজ্ঞি এসেছিল। জানিস তো ভাই তোর ভাল হবে শুনতে আমার কতখানি ইচ্ছে।

হেম। তা বেশ জানি, বুড় দিদি।

লক্ষ্মী। আমি জিজ্ঞাসলেম—তোর কেমন বর হবে?

হেম। এই তোর কথা!

লক্ষ্মী। শোন্ না কি উত্তর দিলে, শুনলে তোর সর্ব্বাঙ্গ জুড়াবে এখন। বলব? না। রাগ করিলি বোন? না আশা দিয়ে নিরাশ করতে নেই। ও বললে কি? রাজকন্যা রাজ-পুত্র পাবে, সুন্দরী মহাবীর পাবে, ধনে পুত্রে সুখী হবে। জিজ্ঞা-সলেম—বিয়ের দেরি আছে? বললে সাত সাতে যদিন হয় তারই শেষ দিনে দুই হাত একত্র হবে। মনের মত কথা হয়েছে কি না?

হেম। বুড় দিদি, তুই আজ ব্রতের সময় কোথায় ছিলি?*

লক্ষ্মী। মিশ্রির বাড়ী ছিলাম। তুই সাত সাতে কদিন

* লক্ষ্মীর বাক্যে হেমলতার মনে সত্যসখার প্রতি প্রণয় জাগ্রত হইল এবং তাহা চাপিয়া রাখিবার জন্য হেমলতা অন্য কথা আনিয়া ফেলিলেন।

পরে এই স্বর্ণপুরী আঁধার করে যাবি। আমি কেমন করে থাক্‌ব? ধড়ে প্রাণ থাকবে না। ও নাতিন, বল্‌ আমায় সঙ্গে নে যাবি। ছেলে, পুলে নেই, তুই আমার সব। একবার বুল্‌—নে যাবি?

হেম। মিছে বকিস কেন?

লক্ষ্মী। তবে কি নে যাবি নে? হা কপাল! (কপালে করাঘাত) তুই ছাড়া আমার কেউ নাই নাতিন। (রোদন)

হেম। বুড় দিদি, কেঁদে ফেললি?

লক্ষ্মী। বল্‌ আমায় সঙ্গে নে যাবি?

হেম। হবে।

লক্ষ্মী। বেঁচে বর্ত্তে থাক নাতিন! তোমার মাথার সিন্দুর অক্ষয় হক, স্বোয়ামির সোহাগের পুতুল হয়ে থাক। আমি এখন যাই।

হেম। এস গে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) দৈবজ্ঞ বলেছে রাজপুত্র, এ যে সৈনিক পুরুষ—কপালে কি আছে?* মন ধায় এক দিকে, বিধি নে যান আর এক দিকে। আমার একি হল? মনের ইচ্ছে নিজে জানতেই লজ্জা হচ্ছে—(করতলে কপোল রাখিয়া বিমর্ষভাবে উপবেশন)

সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। সখি, এ ভাব কেন? সর্ব্বাঙ্গ স্থির, চোখ যেন মাটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে†। কি হয়েছে বোন?

---

* হেমলতা একাকী হইলে তাহার মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

† অর্থাৎ মাটীর দিকে স্থির দৃষ্টি রহিয়াছে। ঠিক যেন চক্ষু দুটী অদৃশ্য রজ্জু দ্বারা মাটীর সঙ্গে টানিয়া বাঁধা রহিয়াছে।

হেম। সুহাস, কিছু নয়।

সুহা। কিছু নয়!

হেম। না কিছু নয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

সুহা। তোমার কিছু নয়েতেই যে কিছু আছে *। আমার কাছে কত গোপন রাখবে? বল দেখি সত্যসখাকে দেখে তোমার হাতের আংটী পড়ে গেল, সে কি কিছু নয়?

হেম। (সলজ্জভাবে) আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি।

সুহা। তাইতেই তো জিজ্ঞাসা করছি, ওকি কিছু নয়? নিস্তব্ধ রইলে কেন? উত্তর দেও। সখি, এত কাল তোমার মন আমার ছিল, আমার মন তোমার ছিল। এ কি মিছে কথা? এখন এমন কেন? বল, ইচ্ছে করলেও কি মনের কথা আমার কাছে গোপন রাখতে পারবে? মন সকল সময়ে ভিতরে থাকে না। সময়ে সময়ে আপনিই বেরিয়ে পড়ে। তোমার মন যে এখন তোমার মুখে।

হেম। সখি, তোমার পায়ে ধরি ক্ষান্ত হও।

সুহা। বল সখি, তোমার মনের কথাটী বল। একি, চোক ছল ছল করে কেন?

হেম। সখি, তুমি যে মনে দাবানল জ্বেলে দিলে। কি বলব, বলতে জানিনে, বলতে পারিনে।

সুহা। প্রাণের হেমলতা, মনে মনে বলাও যা, আমার কাছে বলাও তা।

হেম। (সুহাসিনীর গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে) বলতে পারিনে বোন, বুক চিরে দেখ, সেখানে কি হচ্ছে।

---

* তুমি যে ভাবে "কিছু নয়" বলিলে তাহাতে তোমার মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

সুহা। (অঞ্চল দ্বারা হেমলতার চক্ষের জল মুছিয়া) স্থির হও, স্থির হও। মনের বেদনার ভাগ আমায় দেও না বোন, তার অর্দ্ধেকে আমার অধিকার আছে। তোমার কোমল হৃদয় সবখানি কেমন করে বহন করবে?

হেম। (সুহাসিনীর গলা ধরিয়া) তুমি আমার হৃদয়ে থাক্‌বার জিনিষ, তোমাকে বল্‌ব না আর কাকে বল্‌ব? বোন্, আমার মনের গতি যে আমি আপনিই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। মন যে কেমন করে, তাই এমন হয়েছে।

সুহা। বোঝা গেছে, আর বল্‌তে হবে না। আমিও তাই গোড়াগুড়ি মনে করেছিলাম। যখন তুমি সেই বীর পুরুষকে—আবার মাথা নোয়ালে কেন?

হেম। সখি, সুধুই দুর্ব্বলতা দিয়ে বিধাতা স্ত্রীলোকের মন গড়েছেন, ছেলের আগে স্ত্রীলোকের মন ভোলে।* সখি! এ কি হল?

সুহা। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বার আমার ক্ষমতা থাক্‌ত, সেই সুপুরুষকে তোমার করে দিতে পারতেম। সত্যসখা তোমার তুল্য গুণবতী রমণীর অনুরাগের যোগ্য। কিন্তু সখি! চাতক আকাশের জল পান করে, পৃথিবীর জল তার জন্য নয়। তুমি রাজকন্যা, সে এক জন সৈনিক পুরুষ।

হেম। সুহাস, আমার সামান্য ঘরে জন্ম হত।

সুহা। তুমি বীরকুলের অলঙ্কার, সে জন্য আক্ষেপ করা উচিত নয়—এ কি? তরবার এখানে কেন? এ সত্যসখার নয়? লুকুতে চেষ্টা কর্‌ছ কেন? এ সত্যসখারই তরবার।

সুহা। হেমলতা, সত্যসখাও তোমাতে অনুরক্ত, সন্দেহ নাই।

* Frailty, thy name is woman. *Shakespeare.*

হেম। তা কি—হবে?

সুহা। যার আকর্ষণে তোমার আংটী পড়েছিল, তারই আকর্ষণে তরবারও পড়ে ছিল।

হেম। পুরুষের মন অবলার মনের মত দুর্ব্বল নয়।

সুহা। তরবার রেখে যাওয়া না হৃদয় রেখে যাওয়া। সখি, এতো এখানে রাখা উচিত নয়, সত্যসখার ইহা এখনই প্রয়োজন হবে। আমাকে দেও, দিয়ে আসি।

হেম। তুমি যাবে? যেও না।

সুহা। যেতে হবে বই কি, তরবার দিয়ে আশা চাই, নিশ্চয়ই সত্যসখা অস্ত্রের জন্য অস্থির হয়েছে। অস্ত্র দিয়ে তাকে নিরুদ্বেগ করে আসি।

হেম। যাচ্ছ? যাও, আমার কথা তাকে কিছু বলও না।

সুহা। বলব না?

হেম। না—না—না, আমার মাথা খাও, তোমার হাতে ধরি, পায়ে ধরি, বলও না। বল, বল্‌বে না।

সুহা। তুমি নিষেধ কর্‌ছ, তখন বলব না।

হেম। বলবে না?

সুহা। না।

হেম। না?

সুহা। না। তিন সত্যি না করালে বুঝি হয় না? দেও।

হেম। নে যাবে সখি, নে যাবে? (সজল নয়নে তরবারির প্রতি দৃষ্টি)।

সুহা। সখি, দেও।

হেম। সখি, নে যাবে? (কান্দিতে-কান্দিতে) নে যাবে, নে যাবে? (তরবারি হৃদয়ে স্থাপন)।

সুহা। সখি, এ বীর পুরুষের বীর তরবার, তোমার হৃদয়ে থাকবার উপযুক্ত। এখন দেও, তোমার চক্ষের জল শুদ্ধ এই তরবার নে যাই। এই বীর তরবারে তোমার চক্ষের জল এর অপেক্ষা তোমার সুহাসের কাছে আর কি প্রিয়তর হতে পারে? (তরবারি গ্রহণ) আমি তরবার দিয়ে আসি।

[সুহাসিনীর প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) আমার কি দশা হয়েছে? কেন নিষেধ কর্‌লেম? মনে যা হয় মুখে তা আসে না। ফিরে ডেকে বলি। (প্রকাশে) সুহাস, সুহাস, শোন।

সুহাসিনীর পুনঃপ্রবেশ।

সুহা। কি বল?

হেম। এমন কিছু নয়। তুমি আমার কথা তাকে কিছু বল না।

সুহা। তাতো বলেছি।

[প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) বল্‌তে যাই এক কথা বলে ফেলি আর এক কথা। আর একবার ডাকি, এবার বেহায়া হয়ে বল্‌ব। সুহাস, সুহাস, চলে গেছে। হা! তিন সত্যি কেন করালেম, তা নইলে আপনিই বল্‌ত।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী সুরটমোল্লার, তাল আড়াঠেকা।

সুমন্দ হিল্লোলে আজি প্রেম-সমীর বহিল।
খেলিছে মালতী সনে দেখি হৃদয় মোহিল।
বিধাতা হইও সহায়, যেন হেন লতিকায়, ছিন্ন ভিন্ন নাহি করে,
অনিল হয়ে প্রবল।

হেম। আহা কি মধুর! কিন্তু আমার মনের দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল। আমারও কি এই দশা হবে? না হয়েছে? তারও কি মনে এমন হয়েছে? সে অনুরাগী বিশ্বাস্য হয় না। সুহাস প্রবোধ দিলে শুধু। সে পুরুষ, সে বীর, সে আমার মত অজ্ঞান নয়। সে তরবার ফেলে গেছে, তাতে বড় কিছু প্রকাশ পায় না।

প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। কি প্রকাশ পায় না?

হেম। প্র—ম—দা?

প্রম। বুঝেছি। আমি তোমার প্রেমের কাহিনী সব শুনেছি। কাল বৈকালে বুঝি ব্রত ফেলে এই করছিলে?

হেম। শুনেছ বোন, কাউকে বলও না। তোমায় বলতে তো হত। প্রমদা, তুমি বড় খোলাখালা লোক, তুমি জানলে আর সুহাসিনী জানলে, আমার মাথার দিব্যি আর কাউকে বল না।

প্রম। রাজমহিষীকে বলতে হবে, আর কাউকে বলব না।

হেম। মাকে বলবে, ছি! মা কি মনে করবেন? বলও না, প্রমদা। বলও না।

প্রম। না বললে তোমার কি দশা হবে? বললে পরে শীঘ্র তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

হেম। হবে না বোন, হবে না, মা কি সম্মত হবেন?

প্রম। তোমার এ অবস্থা জানলে সম্মত হতে পারেন।

হেম। তিনি সম্মত হলে কি হবে? বাবা বংশের মানের অনুরোধে—

প্রম। তোমাকে চিরদুঃখিনী করবেন? তিনি তোমায় স্নেহ করেন না?

হেম। তা বল্‌তে, তবে মান রক্ষা? কেন মাকে মিছে কষ্ট দেবে? বিধাতা আমার অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে। সখি, কাউকে কিছু বলও না।

প্রম। মাইরি, আমি বলব না, কিন্তু আমি না প্রকাশ করি, প্রকাশ হয়ে পড়বে।

হেম। সুহাসিনী প্রকাশ কর্‌বে?

প্রম। তোমার ভাব গতিকে প্রকাশ হবে। ঘৃণা গোপন করা যায়, ভালবাসা গোপন করা যায় না। এক দিনে এই, দুদিনে দ্বিগুণ, তিন দিনে তিন গুণ, ক্রমেই বাড়বে। রোদ জল পেলে অঙ্কুর গাছ হতে দেরি হয়? প্রেমের কি অদ্ভুত আচরণ!

দমফেটে মরে প্রেমী তবু কথা কয় না।
যা না পেলে প্রাণে মরে দিলে তা নেয় না।

[যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, সত্যসখার গৃহ। সত্যসখা উপস্থিত।

সত্য। (স্বগত) আমি একাকী হলেই এই চিন্তাগুলি আমার মনকে আক্রমণ করে। কিন্তু ইহাদের আঘাতে আরাম, আশ্চর্য্য! কি অপূর্ব্ব দৃষ্টি, কেমন মনোহর, পবিত্র! আমি চেয়ে দেখলেম, অমনি রাজনন্দিনী অধোমুখী, কিন্তু মুখ নিচু কর্‌বার সময় আমার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ হল। (নিস্তব্ধ) আংটী নিতে

এসে নেবার ক্ষমতা হল না। একি রাজকুমারীর অনুগ্রহ ? না, অনুগ্রহ অনুরাগের ভাব ধর্‌তে পারে না। এ অনুরাগ, অনুরাগ সহজেই অনুগ্রহের বেশ ধারণ কর্‌তে পারে। রাজনন্দিনী অনুরাগিনী ? আর কিছুই হতে পারে না। যদি অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকে, তা যাক। সে ফুল উচ্চ পর্ব্বত শিখরে, আমি পঙ্গু, (দীর্ঘনিশ্বাস) তবু পেতে ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছা দমন করব। (নিস্তব্ধ) আবার ইচ্ছা হয়, আশা নাই তবু ইচ্ছা হয়। এ ইচ্ছা নিবারণ কর্‌ব, হেমলতা আমার জন্য নয় (দীর্ঘনিশ্বাস)। পূর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছা আরও প্রবল হল। কোথায় বীরত্ব রইল ? ধিক পুরুষের দৃঢ়তা! মন যে হেমলতায় ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে না। পাই আর না পাই, পাবই না; তবু ভাল বাসব, যতক্ষণ শুন্‌তে না পাব আমার প্রতি হেমলতার অনুরাগ নাই। হেমলতায় ভাল বাসব—পাবার আশা নাই, কিন্তু হেমলতার হিতসাধনের পথে তো কোন কণ্টক নাই। হেমলতার জন্য, হেমলতার পিতা বিক্রম সিংহের জন্য, হেমলতার জন্মভুমি চিতোরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও দেব! আজ অবধি যা হেমলতার তাই আমার কাছে প্রিয় হল। (অঙ্গুরীয়েব প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এ হেমলতার আংটী, আমার কাছে নির্জীব সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। হেমলতার আঙ্গুলে ছিল, আহা! কি অমূল্য! একটী তৃণ, শুষ্ক পাতা হলেও হেমলতার স্পর্শে আমার নিকট মণিমাণিক্য অপেক্ষা প্রিয়তর হত। এর কাছে রাজ্য তুচ্ছ, রাজ-সিংহাসন তুচ্ছ। এখন যে হেমলতার আত্মীয় সে আমার আত্মীয়।

[নেপথ্যে] দয়াবতি! দয়াবতি! দয়াবতী বাড়ী ?

সত্য। কে ? কে ডাকে ?

সুহা। (নেপথ্যে) আমি সুহাস।

সুহাসিনীর প্রবেশ।

সুহা। (সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, স্বগত) চিন্তার চিহ্ন বিলক্ষণ দেখ্‌ছি।

সত্য। সুহাস, অনেক দিনের পর দেখা হল।

সুহা। স্ত্রীলোকের হাতে তরবার দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছ? আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আসিনি, আমি হেমলতার সখি, চিতোরের শত্রু নই, তোমারও শত্রু নই। তরবার খান কার, চিন্‌তে পার?

সত্য। আমার।

সুহা। তুমি ফেলে এসেছিলে? কি আশ্চর্য্য! বীর যে সে অস্ত্র হারায়? এত বড় বীর হয়ে তুমি অস্ত্র ফেলে এলে! বীরবর! কেমন করে অস্ত্র ফেলে এসেছিলে?

সত্য। আর আমাকে বীরবর বলও না। (দীর্ঘনিশ্বাস)

সুহা। (স্বগত) আগুনের শিখা। (প্রকাশে) কোথায় ফেলে এসেছিলে?

সত্য। রাজবাটীর দক্ষিণদিকের বৃক্ষতলে।

সুহা। কখন?

সত্য। কাল।

সুহা। সেখানে আর কেউ ছিল?

সত্য। তুমি আর রাজ—কু—মা—রী।

সুহা। (স্বগত) যাতে বাধ্‌ছে বোঝা গেল। (প্রকাশে) বীরবর! অস্ত্র হারায়ে কেমন করে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলে?

সত্য। নিশ্চিন্ত! বুকের পাঁজড়া গেলে এত যন্ত্রণা হয় না।

সুহা। বটে! পুনর্ব্বার আন্‌তে গিয়েছিলে?

সত্য। গিয়েছিলাম, পাইনি।

সুহা। কতক্ষণ ছিলে?

সত্য। অনেক—না—বড় অনেক্ষণ নয়।

সুহা। (স্বগত) আর একটা ঢেউ। (প্রকাশে) তখন মনে ভয় হয় নি?

সত্য। অ্যাঁ, অ্যাঁ, হয়েছিল। সামান্য লোকের অমন স্থানে—

সুহা। বীরপুরুষের ভয়?

সত্য। সুহাস, আমি কাপুরুষ, বীরপুরুষ নই।

সুহা। (স্বগত) আর না, শিলা বৃষ্টি শুধু লতায় নয়, বড় গাছকেও আহত করেছে। (প্রকাশে) যাই বল তুমি বড় বীর। হেমলতা তোমাকে এরূপ মনে করেন। তরবার নেও।

সত্য। (তরবারি গ্রহণ করিয়া) বাক্যেতে মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না—এমন উপকার কেউ করে না।

সুহা। আমি না হেমলতা? তিনি যত্ন করে আমার হাতে দিলেন আমি এনেছি মাত্র।

সত্য। রাজকন্যা! এত উচ্চ জনের—এত অনুগ্রহ—এত হীনের প্রতি। সুহাস! রাজকন্যার মঙ্গল, মহারাজের মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই হস্তকে, এই শরীরকে, এই জীবনকে নিযুক্ত করলেম। সুহাস! আমি যাই। বিশেষ প্রয়োজন। মা এলেন বলে।

[প্রস্থান।

সুহা। হেমলতা সত্যসখা উভয়েরই মন একই পথে! এখন চেষ্টা দেখি, হেমলতাকে পারিজাত বৃক্ষে তুলে দিতে পারি কি। কিন্তু পথে অনেক কণ্টক আছে। ঐ ঘরে গিয়ে বসি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজসভা।

উপস্থিত বিক্রম সিংহ, দেবদাস, ও মনোহর।

দেব। দুর্জ্জনের সঙ্গে মিত্রতা হলেও নির্ভয় হওয়া যায় না, কারণ স্বার্থই তাহার পূজনীয়, ধর্ম্ম নয়। তিন বৎসর অতীত হল তেজসিংহের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে, এত দিন যে তিনি তা ভঙ্গ করেন নাই এই আশ্চর্য্য। সন্ধি, বুঝি, আর অধিক দিন থাকে না।

মনো। (স্বগত) বেটা বলে কি?

বিক্র। কেন মন্ত্রিবর?

দেব। সংবাদ পেলেম যে তেজসিংহ সসৈন্যে চিতোরাভিমুখে আস্‌ছে?

বিক্র। কি, সসৈন্য চিতোরে আস্‌ছে?

দেব। চিতোরে কি না বল্‌তে পারিনে, চিতোরের দিকে বটে।

বিক্র। উদ্দেশ্য কি, জান?

দেব। প্রকাশ করেন নাই—তাইতেই সন্দেহ হচ্ছে। মহারাজ, রাজধর্ম্মে পদার্পণ করে হঠাৎ চিতোর আক্রমণ করা তেজসিংহের পক্ষে অসম্ভব নয়।

মনো। (স্বগত) বেটা কি চতুর, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। (প্রকাশে) মন্ত্রী মহাশয় কি বিচক্ষণ! যেখানে অন্যের দৃষ্টি চলে না সে স্থানে ইনি অনায়াসে বিচরণ কর্‌তে পারেন। আমিও ঐ কথা মহারাজকে বল্‌ব মনে করেছিলাম। তেজসিংহ চিতোরে আসেন তো পূর্ব্বের মত তাঁর কালামুখ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে।

দেব। মহারাজ, আজ্ঞা করুন—

মনো। আজ্ঞা করুন সেনাপতি মহাশয় সৈন্যগণ সঙ্গে শীঘ্র তেজসিংহের অহঙ্কার চূর্ণ করেন।

বিক্র। মনোহর, তুমি উচিত পরামর্শ দিয়েছ। কাপুরুষ তেজসিংহ যদি সন্ধি ভঙ্গ করে তাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, যে জীবন থাকতে কখনও ভুল্‌বে না।

দেব। (মনোহরের প্রতি বিরক্তির সহিত দৃষ্টি করিয়া) মহারাজ দাসের নিবেদন শুনুন। তেজসিংহের দম্ভ চূর্ণ করা পশ্চাতের কথা, আজ্ঞা করুন যে আমাদের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে, যুদ্ধের বেশে আহার করে, নিদ্রা যায়। আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে. আর প্রয়োজন হলে চিতোরে সৈন্যের অভাব নাই। যে রাজ্যে যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোক বলে আক্ষেপ করে, সেখানে সৈন্য দুর্লভ নয়। প্রস্তুত থাক্‌লে দেখা যাবে দুরাত্মা কি কর্‌তে পারে?

মনো। (স্বগত) মন্ত্রীর বুদ্ধির দৌড় এই পর্য্যন্ত। প্রস্তুত থাকৃলেও অপ্রস্তুত হতে হবে। (প্রকাশে) আমি সেনাপতিকে ডাকিয়ে আনি। প্রহরি, প্রহরি, প্রহরি, শীঘ্র এস।

বিক্র। আমার রাজ্য রক্ষার জন্য তুমি আমা অপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হয়েছ।

মনো। মহারাজ ভুমিকম্পের সময় পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বাঘাসও কম্পিত হয়।

দেব। বীরেন্দ্র সিংহকে ডাকবার প্রয়োজন নাই। আমি স্বয়ং দুর্গে যাচ্ছি, তেজ সিংহের দুরভিসন্ধি বিফল কর্‌তে হবেই।

মনো। (স্বগত) পার্‌বে না, পার্‌বে না।

[দেবদাসের প্রস্থান।

প্রহ। কি আজ্ঞা মহারাজ?

বিক্র। যাও, পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যে যাও।

গ্রহ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বিক্র। মনোহর, শরীরটে বড় অবসন্ন হয়েছে, চল উদ্যানে কিছু ক্ষণের জন্য বায়ু সেবন করি।

মনো। (আহ্লাদের সহিত) চলুন। মহারাজের স্বাস্থ্য আর রাজ্যের হিত এ দুই একত্র তৌল করিলে কার অধিক ভার হয় বলা যায় না।

বিক্র। আমি আস্‌ছি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

মনো। এমন সুযোগ ছাড়তে নাই। (উচ্চৈস্বরে) রক্ষক! রক্ষক! রক্ষক!

[নেপথ্যে] আজ্ঞা আস্‌ছি।

হরিহরের প্রবেশ।

হরি। কি আজ্ঞা হয়?

মনো। হরিহর! সুযোগ আপনিই হয়েছে। উদ্যানে মহারাজের সঙ্গে চল। সময়ে প্রভুভক্তি দেখাবে। কৃতকার্য্য হলে আমরা প্রভুর ডান হাত বাঁ হাত হব।

হরি। এখন কি কর্‌তে হবে বলুন।

মনো। পূর্ব্বেই তো তা তোমাকে বলে দিয়েছি।

হরি। আমি পিছপাও নই, সময় আর স্থান তা হলেই হয়েছে।

মনো। মহারাজের সঙ্গে উদ্যানে চল। উদ্যান, সন্ধ্যাকাল। সময়, স্থান আর কি চাই? সাবধানে কাজ কর্‌বে, কাজে হাত দিলে সিদ্ধি, এটি যেন বেশ মনে থাকে।

বিক্রম সিংহের পুনঃপ্রবেশ।

বিক্র। চল।

মনো। যে আজ্ঞা। রক্ষক, সঙ্গে চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, উদ্যান।

(সত্যসখার প্রবেশ।)

সত্য। (স্বগত) পাখীগণ বিশ্রাম জন্য আনন্দ-কোলাহলে দলে দলে এসে বৃক্ষ শাখায় বসছে। কিন্তু কি গৃহে, কি সঙ্গিগণ সহবাসে, কি সুরম্য উদ্যানে আমার কোথাও বিশ্রাম নাই। কেমন সুশীতল বায়ু ধীরে ধীরে বচ্ছে, কিন্তু ইহাতে আমার শরীর জুড়ায় না। ঐ সুবিস্তৃত বৃক্ষের তলে অন্ধকার সর্ব্বাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছে—আমি ঐ স্থানে গিয়ে মনকে চিন্তাতরঙ্গে ভাসাই।

[প্রস্থান।

বিক্রমসিংহ, মনোহর ও হরিহরের প্রবেশ।

মনো। মহারাজ তেজসিংহের তুল্য নরাধম আর কি দুটী আছে ?

বিক্র। আমার পরম মিত্র প্রতাপসিংহের—আহা! অমন মানুষ আর হতে নাই—প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে তেজসিংহ রাজ্য অধিকার কর্‌লে। অন্যায় করে রাজ্য অধিকার কর্‌লে। আহা! প্রতাপসিংহের শিশুসন্তানকে নষ্ট কর্‌লে—মানুষে এমন কায কর্‌তে পারে ?

মনো। (স্বগত) মরে নি, একথা চন্দ্রসূর্য্যও জানেন না। (প্রকাশে) তেজসিংহ একটা নর-প্রেত। লোভ কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? নিষ্ঠুরতা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? শত্রুর শিশুসন্তানও স্নেহের পাত্র। লোভে সবই করায় কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তেজসিংহকে কে ক্ষত্রিয় বলে?

বিক্র। ক্ষত্রিয় নির্লোভী, নির্ভয়, নিঃস্বার্থ, দয়ালু, সরল, ক্ষমাশীল।

মনো। তেজসিংহ লোভী, ভীরু, স্বার্থদাস, নির্দ্দয়, শঠ, কপট—সে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার, ক্ষত্রিয় কলঙ্ক, পশু, প্রেত, রাক্ষস।

বিক্র। যাক এ বিষয় আলোচনায় প্রয়োজন নাই। তেজসিংহ চিতোর আক্রমণ করে করুক। আমরা বাপের বেটা, স্বদেশ রক্ষা কর্‌তে জানি। দেখ মনোহর, চামেলি গাছে অনেকগুলি ফুল ফুটেছে: অতি সুমধুর গন্ধ। (তুলিতে উদ্যত)

মনো। ফুল ফুটেছে, সময় হয়েছে। (রক্ষকের প্রতি ইঙ্গিত)

রক্ষ। (স্বগত) সময় হয়েছে। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন, ও বিক্রমসিংহের প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত)

[নেপথ্যে, স্ত্রীলোকের স্বরে] কি সর্ব্বনাশ হল!

বৃক্ষের পার্শ্ব হইতে সত্যসখার প্রবেশ।

সত্য। নর-পিশাচ! এই তোর উচিত পুরস্কার। (রক্ষকের দক্ষিণ হস্তে আঘাত)

মনো। সর্ব্বনাশ হল, সর্ব্বনাশ হল। শত্রুর চর মহারাজকে খুন কর্‌লে; রক্ষককে মেরে ফেলেছে। ওরে, শীঘ্‌ঘির আয়, শীঘ্‌ঘির আয়।

বিক্র। (তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সত্যসখার প্রতি) কে তুই?

সত্য। (উল্লাসের সহিত) মহারাজকে বাঁচিয়েছি। (রক্ষকের প্রতি) নেমক হারাম, তোর এই কাজ? প্রভু পিতা, দেবতা। তারই প্রাণ নিতে উদ্যত! কে তুই বল।

মনো। (সত্যসখাকে লক্ষ্য করিয়া) মহারাজ! এই দুরাত্মা আপনার প্রাণ নষ্ট কর্‌তে এসেছে। রক্ষক বড় বাঁচিয়েছে। কিন্তু নিজে মারা পড়েছে।

সত্য। (মনোহরের প্রতি) কি বলিস্ নেমক হারাম মিথ্যাবাদী? তুই যদি নিরস্ত্র না হতিস তোকে এখনই যমালয়ে পাঠাতেম।

মনো। আমার হাতে অস্ত্র থাকৃলে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাতেম।

রক্ষ। (কাতর স্বরে) মহারাজ, যাই। মহারাজকে বাঁচিয়েছি—আমার ভাগ্যি।

বিক্র। (সত্যসখার প্রতি) সত্যসখা, তুই আমার সৈনিক, আমার অন্নে প্রতিপালিত, তোর এই কাজ।

মনো। কি ভয়ঙ্কর, মহারাজের সৈনিক, তার এই কাজ! এর মত কৃতঘ্ন ব্যক্তি আর ত্রিসংসারে নাই। এক আঘাতে যমালয়ে পাঠান, না হয় আমাকে তরবার খান দিন আমি ওকে বিনাশ কর্‌ছি। কি বলব আমার হাতে অস্ত্র নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস, শীঘ্র আয়।

বিক্র। মনে কর্‌লে আমি এতক্ষণে ইহাকে বিনষ্ট করতে পার্‌তেম, বিচার করে পাষণ্ডকে যথোচিত দণ্ড দেওয়া যাবে।

মনো। কে আছিস, শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়, দুরাত্মাকে ধর।

সত্য। আমি পালাচ্ছিনে, আমি মৃত্যুকে ভয় করিনে, এখন আমি সুখে মরতে পারি; মহারাজের অমূল্য জীবন রক্ষা করেছি।

মনো। মনে নরক মুখে স্বর্গ! কাজে মহারাজের শত্রু, মুখে দাসানুদাস। এমন অধার্ম্মিক কপটাচারী ত্রিভুবনে খুজে পাওয়া ভার।

সত্য। আমি ক্ষত্রিয়, কপটাচারী নই, তুই মিথ্যাবাদী। আমি মহারাজের শত্রুর শত্রু, তুই মহারাজের শত্রুর মিত্র, তোর জিব টেনে ছেঁড়া উচিত। তুই এসেছিস চিতোর রাজ্য নষ্ট কর্‌তে।

মনো। মহারাজ, বুকের পাটা কত বড় দেখুন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মহারাজকে মার্‌তে আস্‌ছিল। (সত্যসখার প্রতি) নরাধম এখন আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বল্‌ছিস?

রক্ষ। মহারাজ ঠেকাতে গিয়ে এই চোটটা লাগল। আমি যাই, চারিদিক আঁধার দেখ্‌ছি।

সত্য। এরা কি! (মনোহরের প্রতি) জীবন তো সামান্য জিনিষের মত দিতে পারি।

মনো। তবে দোষ স্বীকার কর, পরকালের যন্ত্রণা কম হবে।

দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ, দ্ব। কি! কি! কি হয়েছে; মহারাজের মঙ্গল তো?

মনো। ধর, ধর, এই, নরাধমকে ধর, এ মহারাজের প্রাণ নষ্ট কর্‌তে এসেছে।

রক্ষ। আমাকে খুন করেছে। (সৈনিকদ্বয়ের সত্যসখাকে কৌশলে ধরিবার চেষ্টা)

সত্য। ওরূপ কর্‌ছ কেন? মহারাজের দাসকে ধরতে অত

চেষ্টা কেন? (অস্ত্র ভুমিতে নিক্ষেপ) আমাকে ধর, বাঁধ, বধ কর। আমার আর আক্ষেপ নাই, মহারাজকে বাঁচিয়েছি, জীবন স্বার্থক হল। সৈনিকগণ! মহারাজকে রক্ষা করও, শত্রুর হস্ত হতে মহারাজকে রক্ষা করও।

(সত্যসখা সৈনিক দ্বারা ধৃত।)

মনো। এমন মানুষতো দেখা যায় না, মিথ্যা কথায় তৎপর, আরো বলে মহারাজকে শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করও, যেন মহারাজের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, রক্ষক না থাকলে চিতোর নগরে এতক্ষণে হাহাকার ধ্বনি উঠত। সেনাগণ তোমরা চিতোরবাসী সর্ব্বদাই মহারাজের সঙ্গে থেকও, বিদেশীয়দিগকে নিকটে আসতে দিও না যদিও বিদেশীয়ের দ্বারা স্বদেশীয়ের হাত হতে মহারাজ রক্ষা পেলেন।

বিক্র। যে সত্যসখা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত তার এই কাজ?

মনো। এখন সে সত্যসখা নেমকহারামির জন্য বিখ্যাত।

রক্ষ। গেলুম, গেলুম।

বিক্র। সৈনিক, রক্ষককে দেখ গে।

১ম সৈ। যে আজ্ঞা।

বিক্র। গত যুদ্ধে সত্যসখা বড় বীরত্ব প্রকাশ করেছিল না?

২য় সৈ। আজ্ঞা, জন দুই সৈন্যের সঙ্গে লড়েছিল এই মাত্র।

বিক্র। চিতোরবাসী হয়ে সত্যসখার এই কাজ?

১ম সৈ। মহারাজ, চিতোরবাসী বটে, কিন্তু ওর মা বাপকে কেউ জানে না।

মনো। মহারাজ, শুন্‌লেন ?

২য় সৈ। মহারাজ, আজ সত্যসখাকে দুর্গে দেখিনি।

মনো। মহারাজ, শুন্‌লেন ? গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ কর্‌বার চেষ্টায় ছিল।

বিক্র। সত্যসখা এই কি তোর বীরত্ব ? এই কি তোর ক্ষত্রিয়ের কাজ ?

সত্য। মহারাজ, এ জীবনে ক্ষত্রিয়ের অনুপযুক্ত কাজ করিনি।

মনো। শুধু এই একবার। না এও তোর ক্ষত্রিয়ের কাজ, নরাধম!

বিক্র। সত্যসখা, কি জন্য এই গর্হিত কাজ কর্‌তে এসেছিলি ?

সত্য। আমি গর্হিত কাজ কর্‌তে আসিনি।

মনো। এ কাজও তোমার গর্হিত বোধ হয় না!

বিক্র। আমিতো তোর মন্দ করিনি, বরঞ্চ তোর যাতে ভাল হয় তাই কর্‌তেম।

সত্য। মহারাজ, আপনার চিরকালই এ দাসের প্রতি অনুগ্রহ।

মনো। তাইতে তাঁর প্রাণ নিতে এসেছিলে ?

বিক্র। সত্যসখা, কে তোকে এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত করালে ?

সত্য। কেউ না।

মনো। আপনা আপনিই প্রবৃত্ত হয়েছ।

বিক্র। তোর জীবন দণ্ড কর্‌ব না, সত্য কথা বল।

সত্য। জীবন দণ্ড কর্‌লেও মিথ্যা কথা বল্‌ব না।

মনো। মহারাজ অতি দয়ালু, সত্য কথা বল্‌লে বেঁচে যাবি এখন।

সত্য। তোর কথায় যদি আমি আর উত্তর দি, আমি ক্ষত্রিয় নই।

মনো। মহারাজ, স্পর্দ্ধা দেখুন। শোন্‌ পাষণ্ড, এখনও সত্য কথা বল্‌, মহারাজ তোকে ক্ষমা কর্‌বেন। দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে, মর্‌বি নিশ্চয়ই—মহারাজ বৃথা চেষ্টা করা, সত্য-কথা বল্‌বে না, মর্‌বার সময় যদি বলে।

বিক্র। একে কারাগারে নে যাও। কাল বিচার হবে।

সৈ। যে আজ্ঞা।

সত্য। মহারাজ! আপনার জীবন অমূল্য, সাবধান থাক্‌-বেন। আপনার মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল।

মনো। মিষ্ট কথা বলে আর বাঁচ্‌তে পার্‌বি নে।

বিক্র। রক্ষককে চিকিৎসার জন্য নে যাও।

[প্রস্থান।

মনো। রক্ষক, তুমি যথার্থ প্রভুভক্তির কাজ করেছ। যদি বেঁচে থাক, নিজেই তোমার কার্য্যের পুরস্কার ভোগ কর্‌বে। যদি জীবন যায়, তোমার স্ত্রী পুত্র সকলে ভোগ কর্‌বে, এর অন্যথা হবে না।

সত্য। বল্‌ কে তোদের প্রভু? তোরা, মহারাজের কোন শত্রুর চর।

মনো। কি বল্‌লি? (প্রহার)

সত্য। নিশ্চয় তোরা মহারাজের শত্রুর চর। (সেনার প্রতি) ভাই, এরাই রাজ্যের সর্ব্বনাশ কর্‌বে।

মনো। (মুখ চেপে ধরে) বেটা আর ওকথা মুখে আনবি

তো নাথি মেরে তোর মুখ ভাঙ্গব। আমরা মহারাজের শত্রুর চর! তুই তেজসিংহের চর। (প্রহার)

দেবদাসের ব্যস্ততার সহিত প্রবেশ।

সত্য। হা বিধাতা!

দেব। কোথায় মহারাজ? মহারাজ? মহারাজ কোথায়?

মনো। মহারাজ রাজভবনে গেছেন! মহারাজের বড় বিপদ গেছে।

সত্য। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজকে রক্ষা কর্‌বেন, মিত্রবেশী শত্রুর হাত হতে রক্ষা করবেন। (দেবদাসের প্রস্থান) চিতোরের রাজ-লক্ষ্মী, তুমি একেবারে অন্তর্হিত হলে! রাজ্যের আর মঙ্গল দেখিনে, শত্রুর প্রাদুর্ভাব। হা! কি হল? বিধাতা! তুমি মহারাজকে, নির্ম্মল হেমলতাকে রক্ষা করও।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, উদ্যান।

বিক্রমসিংহ ও তারাদেবীর প্রবেশ,

পশ্চাতে লক্ষ্মী পুষ্পকরণ্ড হস্তে।

বিক্র। আজ প্রাতেই বিচার হবে।

তারা। এ ঘটনা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। অমৃত গরল, গলার হার কাল সাপ! তবু মহারাজ একটু দয়া কর্‌বেন, দয়াবতীর কেউ নাই।

বিক্র। রাজা প্রজার প্রভু, কিন্তু রাজার প্রভু ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও রাজ্যের মঙ্গল একই। রাজার কখনও চক্ষের জলের সহিত

নিষ্ঠুর হতে হয়। ধর্ম্মাধীন হয়ে যতদূর দয়া করতে পারা যায় তা অবশ্যই কর্‌ব, এই রাজার ধর্ম্ম। আহা! উদ্যান কি সুশীতল, অগ্নিকুণ্ড হতে উঠে যেন ভাগিরথীতে স্নান কর্‌লেম।

তারা। মহারাজ, এই ফুলগাছ গুলি আমার হেমলতার অতি যত্নের সামগ্রী। মা ছেলেকে যে না যত্নের সঙ্গে স্তনপান করায়, আমার হেমলতা সেই যত্নের সঙ্গে এদের উপর জল সেচন করেন। এই যে মা আমার বকুল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে।

বিক্র। মা এদিকে এস।

তারা। মহারাজ ডাকৃছেন, মা এদিকে এস।

বিক্র। এত প্রাতে উদ্যানে কেন?

হেম। ঘরে বড় গ্রীষ্ম হচ্ছিল, তাই এসেছি।

তারা। মা, কাল তোমার এই ছেলেদের খেতে দেওনি?

হেম। (অধোবদন হইয়া) কাল জল দিতে পারিনি।

তারা। এরাও তোমার ছেলে, আমরাও তোমার সন্তান। বলমা কাদের অধিক ভাল বাস?

হেম। কি বল্‌ব? তামাসা কর্‌ছ।

তারা। (কোলে লইয়া শিরচুম্বন) আমার মা, তুমি সাক্ষাৎ কমলা।

লক্ষ্মী। রাণী মা, তুমি আমার মা, হেমলতা তোমার মা, কাজেই আমি হলেম হেমলতার নাতিন, বুড় নাতিন (হাস্য) আর সমুদায় প্রজা মহারাজের সন্তান, তারা সবাই হেমলতার নাতি পুতি। ও আমার নূতন আই, তোমার এত ছেলেপিলে নাতিপুতি নিয়ে ঘরকন্না (হাস্য)।

বিক্র। লক্ষ্মী ঠিক বলেছে, না মা হেমলতা?

লক্ষ্মী। না আমার নূতন আই?

হেম। (লক্ষ্মীর প্রতি) যা।

লক্ষ্মী। না আমার বুড় আই? তোর বালাই নিয়ে যাই।

অন্যদিকে জলপাত্র হস্তে সুহাসিনীর ও প্রমদার প্রবেশ।

তারা। যাও মা! ঐ তোমার সখীরা, ফুল গাছে জল দেও গিয়ে, দেখও যেন গায়ে জল লাগে না। মহারাজ, হেমলতা ষোলতে পা দিয়েছে, একটী সুপাত্র দেখে বিয়ে দিলে চিরদিনের মনের সাধটা মেটে।

লক্ষ্মী। (স্বগত) আশ্চর্য্য গুণেছে। আমি জানি হেম-লতার বর হবে রাজার ছেলে, বীর, বড় সুন্দর।

বিক্র। দেবি, আমি প্রায় বৃদ্ধ হয়েছি—

লক্ষ্মী। বালাই, তিন কুড়ী তিন বছর বইত নয়, আমি কোলে পিটে করে মানুষ করিছি।

বিক্র। লক্ষ্মি! তোমার কাছে আমি চিরকাল ছেলে মানুষ। দেবি, হেমলতার বিয়ে দিয়ে জামাতা বাবাজীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই, এই আমার মনোগত ইচ্ছে। একটী সুপাত্রের চেষ্টা দেখ্‌ছি। সূর্য্যদেব উদয় হয়েছেন, আমি সভায় যাই, বিচারের সময় আগত।

[বিক্রমসিংহ ও তারা দেবীর নিষ্ক্রমণ।

লক্ষ্মী। (পুষ্প চয়ন করিতে করিতে) হারে প্রমদা, বল দেখি, যত রকমের লতা দেখছিস এর মধ্যে সব চাইতে শ্রীমান কি?

প্রেম। মাধবীলতা।

লক্ষ্মী। তুই দিনকাণা। সুহাস দিদি, বল দেখি?

সুহা। যার চাইতে আর শ্রীমান নাই।

লক্ষ্মী। সুহাসকে যে পারবে সে আজো হয় নি। তোমার

মাধবীলতা, মালতীলতা, রাধালতা, আর কুঞ্জলতা, যাই বল আমার হেমলতার কাছে কোন্ ছার। হেমলতা, এই যে সব যাতী যূথী মল্লিকে মালতী ফুল ফুটে রয়েছে, তোমার হাসিখুসী মুখখানীর কাছে কোথায় লাগে? ও আমার অমিল ফুল, তেমাকে যে বুকে রাখবে সে সাত জন্ম সাগরে নেমে কামনা করেছে।

হেম। লক্ষ্মী, করলি কি? গাছটাকে মারলি, আমার মাধবীলতার ফুল অমন করে তুলিস নে—এমনি করে—আর কুঁড়ি ছিড়িস নে।

প্রম। পাত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, আকাঁন পটের মত।

সুহা। প্রমদা, জল তুমিই দেও। হেমলতা, আমাকে ঐ পাত্রটী দেও, আমার জল ফুরিয়েছে।

হেম। না, না, আমিই দিচ্ছি। (জল দিতে উদ্যত ও হস্ত হইতে পাত্রের পতন) পড়ে গেল।

প্রম। মন ঢিলে তো হাত পা ঢিলে।

সুহা। প্রমদা, ক্ষান্ত দেও। রাজকন্যা অসুখী আছেন, যদি এঁকে স্নেহ কর তো তামাসা করও না।

লক্ষ্মী। কি? হেমলতার কি অসুখ হয়েছে?

হেম। কি অসুখ হবে? সুহাসের যেমন কথা।

লক্ষ্মী। তোমার শত্রুর হক, শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। অমন অলক্ষণে কথা কি মুখে আনতে হয়। বিস্তরক্ষণ এখানে থেকও না। কপালটা ঘেমেছে (ঘাম মুছিয়া দেওয়া)। সূর্য্য উঠেছে, এখন ঘরে যাও।

হেম। যাই।

লক্ষ্মী। ঘরে যাও।

হেম। যাই। বাতাসটা বেস লাগছে।

লক্ষ্মী। আচ্ছা একটু থাক, আমার মাথা খাও, আর একটু পরে ঘরে যেও। • রাজ্যির ভালবাসার ধন তুমি, তোমাকে বড় ছোট সকলেই ভালবাসে।

হেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যাই বলে।

[নেপথ্যে] লক্ষ্মি, ফুল তোলা হয়েছে ?

লক্ষ্মী। ফুল তোলা হয়েছে, যাই। (মন্ত্রোচ্চারণ ও হেমলতার মস্তকে তিনবার ফুৎকার•) কোন দোষ দৃষ্টি লাগবে না। কোন্ দিক দিয়ে কি বেড়ায়, নরলোক কি তা জানতে পারে ? এত ভোরে একা এসেছিলে, আর একা দোকা বেরিও না।

[প্রস্থান।

প্রম। সখি, এতগুলি ফুলে এক গাছা মালা হবে না ?

হেম। হবে। মালা গাথা কেন ?

প্রম। যার গলায় শোভা পায় তাকে দেব এখন। সখি, তোমার গলায় যখন মালা দি তখন কি শোভা হয়। সোণার আংটীতে যেন হীরে, তোমার গলায় মালা দিয়ে সুখী হব এওকি তুমি ভাল বাস না। আমি সুতো নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

সুহা। সখি, তোমার মনে যা হচ্ছে তা দেখছি, অনুভব করছি। কিন্তু অধীর হইও না, আশা ফলবতী হতে সময় লাগে, কত যত্নে কত দিনের পরে তোমার মাধবীলতায় ফুল ধরেছে। মানুষেরও এইরূপ। তুমিতো স্বচক্ষে দেখেছ, সত্যসখা মহারাজের জীবন রক্ষা করেছেন। এতেই কি দেখছ না পরমেশ্বর তোমার প্রতি অনুকূল ? আচ্ছা বল, জীবন যে দেয়,

সে জীবনের তুল্য প্রিয় হয় কি না? মহারাজের কাছে সত্যসখা আর কি সামান্য সৈনিক?

হেম। পুষ্পবৃষ্টি হতে গিয়ে অগ্নিবৃষ্টি হল।

সুহা। সে কি?

হেম। তোমাকে বলতে কি? কাল রাত্রে আহ্লাদে নিদ্রা হয়নি। বাবা বেঁচেছেন এর হাতে! আজ শুনলেম তারই বিচার হবে। সৎকর্ম্মের জন্য বিচার! রাজার প্রাণ রক্ষা না রাজ্য রক্ষা, তারই জন্য বিচার! উপকারীর বিচার, আশ্চর্য্য!

সুহা। তুমি বলছ কি সত্যসখার বিচার হবে? তুমি কি পাগল হয়েছ!

হেম। পাগল হয়ে বললে ভাল ছিল। যেমন স্বচক্ষে তার মহৎ কার্য্য দেখেছি, তেমনি স্বকর্ণে তার বিচারের কথা শুনেছি, বাবার নিজ মুখে।

সুহা। তুমি শুনতে ভুলেছ, রক্ষকের বিচার হবে।

হেম। আহা! আমারই ভুল হতো, কিন্তু তা নয়।

সুহা। তা কি হতে পারে?

হেম। তার সন্দেহ নাই।

সুহা। সেখানে কে কে ছিল?

হেম। একজন রক্ষক, কি সর্ব্বনেশে লোক! আর মনোহর।

সুহা। কিছু ক্ষেই পাওয়া যাচ্ছে। রক্ষক আহত হয়েছে না?

হেম। হাঁ।

সুহা। সত্যসখা আড়াল হতে বেরিয়ে এসে আঘাৎ করলে, বটেতো?

হেম। আমি তো তোমায় বলেছি।

সুহা। সত্যসখার সেখানে যাবার কোন কারণ ছিল না,

এতে সন্দেহ হতে পারে। আর ঐ রক্ষক কোন মিথ্যা কথা বলে থাকবে।

হেম। তাই বুঝি ঘটেছে। এখন, সখি, কি হবে!

সুহা। অধর্ম্মের জয় হয় না, মনোহর সঙ্গে ছিল, সে মিথ্যা কথা বলবে না।

হেম। সে যদি দেখে না থাকে—তা হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! আমি রাজসভায় গিয়ে বলে আসি।

সুহা। স্ত্রীলোকের রাজসভায় যাওয়া ভাল দেখাবে না।

হেম। ভাল দেখাবে না কিন্তু ভালতো বটে। আমি রাজসভায় যাব। লোকে নিন্দা করে করুক, ধর্ম্ম তিনি দেখবেন। মহারাজের দ্বারা নির্দ্দোষীর দণ্ড হবে!

সুহা। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। তুমি না গেলেও তো সুফল ফলতে পারে।

হেম। অপেক্ষা করে পাছে—

সুহা। শোনা যাক বিচারের কিরূপ গতি, তখন যথোচিত কাজ করলে ভাল হয়।

হেম। সখি, নিষেধ করও না, এতক্ষণে কি হল!

সুহা। এই গাছের পাতা মাটীতে পড়তে যত দেরি না হয়, এরই মধ্যে আমি জেনে আসছি বিচার কতদূর হয়েছে।

হেম। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ত্রস্ততার সহিত প্রমদার প্রবেশ।

প্রম। ও হেমলতা, ও সুহাস, আমার মাথা মুণ্ড কি বলব? সত্যসখার নাকি প্রাণদণ্ড হবে!

হেম। কি? কি? আমি মহারাজের কাছে যাই, তিনি এই করলেন! ধর্ম্ম নেই? কি হল, কি হল? (বেগে প্রস্থান)।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর রাজ-সভা।

বিক্রমসিংহ, দেবদাস, মনোহর, সত্যসখা ও
রক্ষক ইত্যাদি উপস্থিত।

বিক্র। এখন, সত্যসখা, তোমার অপরাধ সাব্যস্ত হল। প্রমাণ হল এই, তুমি আমার প্রাণ নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলে—

সত্য। মহারাজ ও কথা বলবেন না। প্রাণদণ্ড করুন, মস্তক ছেদন করুন, শরীর তুষানলে দগ্ধ করুন, কিন্তু ওরূপ নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। আমি জীবনে কখনও এরূপ মনদুঃখ পাইনি।

বিক্র। তবে তুমি কি আমার প্রাণ নষ্ট করবার চেষ্টা কর নি?

সত্য। না, মহারাজ!

বিক্র। তবে অসময়ে অকারণ আমার নিকট গিয়েছিলে কেন?

সত্য। কর্ত্তব্য বোধে।

মনো। কর্ত্তব্য বোধে! এই তোমার কর্ত্তব্য, চিতোরের এক মাত্র প্রদীপকে নির্ব্বাণ করা।

সত্য। ওরে পাপ! তুই চুপ কর্।

মনো। আমি তোমায় মার্জ্জনা করলেম, যে জন্যই হক তোমার দণ্ড হতে যাচ্ছে।

সত্য। হা ধর্ম্ম! তুমি পৃথিবী ত্যাগ করেছ?

বিক্র। যাক, আর বাদানুবাদে প্রয়োজন নাই। তুমি আমার প্রাণনাশের জন্য হস্ত তুলিতেছিলে—

সত্য। এ দাসের তরবার মহারাজের হিতের জন্য ব্যতীত কখনই ব্যবহার হয় নি।

বিক্র। বাক্যের দ্বারা কার্য্যের কালী ঢাকা পড়ে না। যাক—এই রক্ষক বাধা দেওয়াতে একে আহত করেছ। তোমার এই দুই অপরাধ, আমার প্রাণ নষ্ট করবার চেষ্টা আর এই রক্ষককে আঘাত করা।

সত্য। যদি অপরাধ হয় এই দুই, মহারাজকে রক্ষা করা ও সেই জন্য এই নরাধমকে আঘাত করা।

বিক্র। তোমার দোষের পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল, ঘটনার অবস্থা হতে ও বিশ্বাসী স্বাক্ষী হতে। তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীর ন্যায় কথা বার্ত্তা বলছ, কিন্তু দোষীরাও অনেক সময় আত্মরক্ষার জন্য এরূপ করে থাকে। অতএব তোমার কথার উপর নির্ভর করে পরিষ্কার প্রমাণকে অগ্রাহ্য করতে পারি নে। (মনোহরের তুল্য সত্যবাদী এ রাজ্যে আর দুটী নাই।)

সত্য। হা হতভাগ্য চিতোর!

বিক্র। তোমার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হল। অতএব, সত্যসখা, ধর্ম্মের অনুরোধে তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া গেল।

সত্য। (অন্যমনস্কভাবে) চিতোর রাজ্য, তোমার শত্রুর আনন্দের দিন হয়েছে।

বিক্র। সত্যসখা, তুমি আমার সৈনিক সুতরাং আমার সন্তান তুল্য। তুমি বীর, সে জন্য তুমি প্রশংসাভাজন। কিন্তু ধর্ম্মকে অতিক্রম করা যায় না। অতএব বাধ্য হয়ে তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেম।

সত্য। মহারাজের মঙ্গল হক।

হেমলতা, সুহাসিনী ও প্রমদার প্রবেশ।

বিক্র। আমার লজ্জার প্রতিমা হেমলতা রাজসভায় কি

জন্য? মা, তুমি কি আমার নিষ্ঠুরতা দেখতে এসেছ? এ স্থান, এ সব ব্যাপার তোমার দর্শনের যোগ্য নয়।

সত্য। (স্বগত) বিধাতা, এমন সরলা রাজকন্যাকে হতভাগের দুঃখে দুঃখী কর'ও না। হা! এ পৃথিবী হতে যাবার পূর্ব্বে পৃথিবীর সার রত্নকে দেখতে পেলেম।

হেম। বাবা—বাবা—(সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অবনত মস্তকে দীর্ঘ নিশ্বাস)।

বিক্র। মা, কি বলবে বল।

হেম। বাবা—বাবা——(রোদন)।

বিক্র। বল মা, তোমার চক্ষের জল দেখতে পারিনে।

হেম। একটী ভি—ক্ষা চাই।

বিক্র। আমার হেমলতা চাইলে আমি কি না দিতে পারি?

হেম। বাবা, নির্দ্দোষীর—নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড করবেন না। উঁহু! প্রাণদণ্ড! (কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা, প্রাণদণ্ড করবেন না।

মনো। (স্বগত) যা মনে ডেকেছিল।

বিক্র। হেমলতা, দোষীর প্রাণদণ্ড করাই রাজার পক্ষে দণ্ডস্বরূপ, আর নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড করা আপন হৃদয়ে ছুরি মারা।

হেম। বাবা, নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড করবেন না।

মনো। মহারাজ, প্রাণদণ্ডের কথা শুনে রাজকন্যার কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা লেগেছে। ইনি মহারাজের কুললক্ষ্মী, ইঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করবেন না। মহারাজ, দোষী ব্যক্তি দণ্ড হতে অব্যাহতি পায় সেও ভাল, তবু যেন নির্দ্দোষী দণ্ডনীয় না হয়। দয়া ন্যায়কে মাধুর্য্য দিক।

বিক্র। আমি দোষীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছি।

হেম। দোষী নয় নির্দ্দোষী। বীরবর আপনার প্রাণদাতা। বাবা, প্রাণদণ্ড করবেন না। (বিক্রমসিংহের চরণ ধরিয়া) আপনি আমাকে বড় ভাল বাসেন। আপনার হেমলতার কথায়, স্নেহের অনুরোধে——(অধোমুখী)

মনো। সাতপাঁচ ভাববেন না। ভগবতী আপনকার কন্যা-রূপে একে বাঁচাতে অবতীর্ণা হয়েছেন।

বিক্র। মা হেমলতা, উঠ, উঠ।

হেম। বাবা, আমি আপনার চরণতলে প্রাণত্যাগ করব যদি নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হয়।

বিক্র। মা, উঠ, প্রাণদণ্ড করব না।

হেম। বাবা, আপনি এমন করবেন না তো কে করবে? (সত্যসখার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

সত্য। (স্বগত) আমার যদি দশ হৃদয় থাকত, আমি দশ হৃদয়ে এই করুণাময়ীকে ভাল বাসতেম। (প্রকাশে) ধন্য রাজকন্যে!

মনো। ধন্য রাজকন্যে।

বিক্র। সত্যসখা, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দেওয়া গেল।

সত্য। নির্ব্বাসন! আমার প্রাণদণ্ড করুন। মহারাজ, যাবজ্জীবন অপমান সহ্য করতে পারব না। নির্ব্বাসন হৃদয়ের মৃত্যু, দয়া করে আমার প্রাণদণ্ড করুন।

হেম। বাবা, যদি নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড রহিত করলেন, আবার কেন দণ্ড দেন? মহারাজ, বালিকার কথা কি বিশ্বাস করবেন?

বিক্র। তোমাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে।

হেম। শুনুন, আমি যা স্বচক্ষে দেখিছি। মহারাজের জীবন এই বীরবর দ্বারা রক্ষা হয়েছে।

বিক্র। তুমি এমন কথা বল, হেমলতা!

হেম। কাল সন্ধ্যার পুর্ব্বে আমি গবাক্ষ দ্বারে দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজ, আপনি উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন, এই রক্ষক—ও মুখ দেখলে রক্ত শুকিয়ে যায়,—এই চণ্ডাল মহারাজের উপর অস্ত্রাঘাত করতে চেষ্টা পায়, এখনও তা মনে করলে আপাদমস্তক শিহরে উঠে। এমন সময় ইনি আপনাকে রক্ষা করলেন।

বিক্র। তোমার কথা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু নিশ্চয় তোমার ভ্রম হয়েছিল, এক জনকে অন্য জন বলে ভ্রম জন্মেছিল। তা সহজেই হতে পারে, তুমি বালিকা, তাতে ভয়বিহ্বল। তুমি তো এদের ভাল করে চেন না। ভাল করে চেন কি?

হেম। আ—জ্ঞা, তা—কেমন করে হতে পারে?

বিক্র। তুমি দূরে ছিলে, আবার তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অন্তরে বাহিরে ভ্রমের কারণ, কাজেই তোমার ভ্রম হয়েছিল, ভ্রম না হওয়াই আশ্চর্য্য!

হেম। মহারাজ, যে মরতে ভয় করে না, সে মারতে ভয় পায়। বীরপুরুষ কখনও কাপুরুষ হয় না। এমন বীরপুরুষের মনে কি নরকানল জ্বলতে পারে?

বিক্র। মানুষের মন কে জানতে পারে, হেমলতা? সত্যসখার দোষ সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সত্যসখা নিশ্চয়ই আমার প্রাণ নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল। তুমি তাকে বাঁচালে—এই যথেষ্ট। কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত তার এ রাজ্য ত্যাগ করতে হবে। মা! আর সত্যসখার জন্য কোনও অনুরোধ করও না।

মনো। রাজকন্যার বিশ্বাস যে সত্যসখা নির্দ্দোষী। ওকে নির্ব্বাসিত করবেন না। তা হলে হেমলতা মনে বড় আঘাত পাবেন।

বিক্র। মনোহর, তুমি আর দোষীর পক্ষ হয়ে কোন কথা বলও না।

মনো। রাজনন্দিনীর যা বিশ্বাস তাই বলছেন, সত্যসখার দিকে টানবার তাঁর তো কোন কারণ নাই (রক্ষকের প্রতি দৃষ্টি)। মিনতি করি, মহারাজ, সত্যসখাকে নির্ব্বাসিত করবেন না, রাজনন্দিনীর সত্যসখার দিকে টানবার তো কোন কারণ নাই।

রক্ষ। মহারাজ, রাজকন্যা আমার উপর এত নির্দ্দয়, সত্যসখার উপর এত সদয়, কি জন্য তা বলতে পারিনে। মহারাজ, সব শুনেছেন, মহারাজের ধর্ম্মে যা নেয় তাই করুন।

মনো। রক্ষক, সামান্য মানুষ হয়ে এত বড় কথা! রাজকন্যা তোর উপর নির্দ্দয়, সত্যসখার প্রতি সদয়? আর বলিস "মহারাজের ধর্ম্মে যা নেয় তাই করুন"। বেটা, তুই বলিস কি মহারাজ ন্যায়পরায়ণ নন?

রক্ষ। (কান্দিতে কান্দিতে) আমি ত মরে আছি। মহারাজ, আমাকে মেরে সন্তুষ্ট হন তাই করুন। (উচ্চৈঃস্বরে) হে ধর্ম্ম, তুমি সাক্ষী।

বিক্র (মনোহরের প্রতি) তুমি আর রাজকন্যার হয়ে অনুরোধ করও না।

মনো। সত্যসখাকে নির্ব্বাসিত করলে রাজকন্যা বড় মনোবেদনা পাবেন।

বিক্র। কি করি ধর্ম্মের অনুরোধ। হেমলতা, তোমার আর কোন কথা বলবার প্রয়োজন নাই। সত্যসখা নির্ব্বাসিত হবে।

সত্য। মহারাজ, আপনকার চরণ হয়ত এই আমার শেষ দেখা। একটী কথা নিবেদন করি, বিশ্বাস করুন আর না করুন—সত্যসখা মহারাজের চিরদাস, সুখে দুঃখে জীবনে মরণে মহারাজের দাস। মহারাজ, এ দাসের এখন এই মাত্র সান্ত্বনা যে মহারাজের প্রাণ রক্ষা করে নির্ব্বাসিত হলেম।

দেব। মহারাজ, ভালরূপ অনুসন্ধান করে যে উচিত আজ্ঞা হয় দেবেন।

বিক্র। যা হয়েছে অন্যায় হয় নাই। এ বিষয়ের এই শেষ।

সত্য। মহারাজ, সভাসদ্বর্গ, করুণাময়ী রাজকন্যে! আপনারা প্রসন্ন হয়ে আমাকে বিদায় দিন।

বিক্র। পরমেশ্বর তোমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

সত্য। মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে একটী কথা বলব। মহারাজ, অনুমতি দেন ত দাস কৃতার্থ হয়।

বিক্র। ভাল, যা বলবার তা বল। দেবদাস, শোন কিন্তু ইহার কথায় ভুলে ইহাকে দণ্ড হতে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা করও না।

দেব। মহারাজ, বিচারের সময় এ দাস নিস্তব্ধ হয়েছিল, এখনও এ বিষয়ে কোন কথা বলবে না। (স্বগত) এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, অতি ভয়ঙ্কর কিছু। মনে বড় আশঙ্কা হচ্ছে।

সত্য। (জনান্তিকে) মন্ত্রীবর, আপনি দেখে শুনে নীরব হয়েছেন। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলো তবু মহারাজ কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

দেব। (জনান্তিকে) তুমি আমারই মনের কথা বলেছ। সত্যসখা, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। রাজকন্যা—

সত্য। (জনান্তিকে) বলুন।

দেব। (জনান্তিকে) রাজকন্যা যা বলেন তা কি সত্য ?

সত্য। (জনান্তিকে) মহারাজ ত বিশ্বাস করলেন না।

দেব। (জনান্তিকে) বিশ্বাসের যোগ্য নয় ?

সত্য। (জনান্তিকে) বিশ্বাসের যোগ্য নয় !

দেব। (জনান্তিকে) তবে তুমি নির্দোষী ?

সত্য। (জনান্তিকে) ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। আপনকার নিকট আমার শেষ নিবেদন এই, নরাধম মনোহর চিতোর-রাজ্যের কাল হয়ে এসেছে, ইহাকে শীঘ্র রাজ্য হতে দূর করুন। রাজ্যের অন্তরে ক্ষত হয়েছে, আপনিই যদি আরাম করতে পারেন।

দেব। (জনান্তিকে) সম্মুখে উন্মত্ত সাগর। কেমন করে সাঁৎরে পার হই ? তথাপি চেষ্টা করে ডুবে মরাও শ্রেয়।

হেম। (স্বগত) আহা ! একবার দেবদাসের মত মন খুলে দুটো কথা বলতে পারতেম (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

সত্য। (প্রকাশে) আর একটী কথা বললেই হয়, আমার দুঃখিনী মায়ের কেহ নাই, তাকে দেখবেন।

দেব। (প্রকাশে) দয়াবতীর দুঃখে বুক ফেটে যায়, পরের সন্তানে সে পুত্রবতী হয়েছিল, বিধাতা তাও নিলেন। সত্যসখা, দয়াবতীর প্রতি দৃষ্টি রাখব, তার জন্য ভাবিত হইও না।

সত্য। মহারাজ, পরমেশ্বর আপনাকে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করুন, চিতোর রাজ্যের মঙ্গল করুন।

বিক্র। আশ্চর্য্য অপরাধী !

সত্য। (হেমলতাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) যেন অতি দীন দুঃখিনী আমারই জন্য। আমি কি জন্মেছিলাম অন্যকে দুঃখী করতে ?

হেম। নির্দ্দোষীর নির্ব্বাসন! চিরদিনের নির্ব্বাসন! নির্দ্দোষীর চিরদিনের নির্ব্বাসন! (অস্ফুট রোদন)।

বিক্র। মা, অন্তঃপুরে যাও, তোমার চক্ষের জলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়।

সত্য। (স্বগত) এ দেখাবার পূর্ব্বে কেন আমার মৃত্যু হল না? (প্রকাশে) রাজকন্যা রোদন করছেন—এ হতভাগ্যের জন্য রোদন করবেন না।

হেম। (স্পষ্ট করিয়া রোদন) ভাল করতে গিয়ে এই হল।

বিক্র। মা, মা অন্তঃপুরে যাও, ভাগ্যে সকলই ঘটে। সুহাস, প্রমদা, তোমাদের সখীকে অন্তঃপুরে নে যাও।

প্রম। সখি, অন্তঃপুরে চল। যার কপালের ভোগ সেই ভোগে। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

হেম। আহা! এমন বীর কি এ রাজ্যে আর আছে? মহারাজের এমন হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ কি আছে? সে নির্ব্বাসিত হবে! কাঁদছে, চল্‌ল নিরপরাধী কলঙ্কের ভার মাথায় নিয়ে চল্‌ল! চিতোর এমন বীর আর দেখবে না, দেখবে না। (রোদন)

বিক্র। একি? একি? সুহাস, প্রমদা হেমলতাকে এখানে কেন আসতে দিলে?

মনো। মরি! সুকুমারী বালিকা, পরদুঃখে এত কাতর, তোমার চক্ষের জল দেখে কে চক্ষের জল নিবারণ করতে পারে (কাল্পনিক ক্রন্দন)।

বিক্র। মনোহর, তুমিও কাঁদতে আরম্ভ করেলে। রক্ষক শীঘ্র অপরাধীকে বাহিরে নে যাও। আমি আর এ দেখতে পারিনে। হা, রাজার কপালে এত থাকে!

সত্য। চির-অন্ধকারে চল্‌লেম, কবে যে মৃত্যু হবে।

[নিষ্ক্রমণ।

হেম। (অর্দ্ধস্ফুট ভাষে) গেল, চিতোরের মস্তক ছেদন হল। নির্দ্দোষী, তবুও দেশান্তরী হয়ে গেল—গেলে—গেলে, ও হ-হ! (অচেতন হইয়া ভুতলে পতন)।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, দুর্গ।

দেবদাস ও বীরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

দেব। ভীষণ বিপদ উপস্থিত। তেজসিংহ আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, চিতোর নিশ্চয়ই আক্রণ করবে। পরাস্ত হয়ে সন্ধি করে পুনরায় সে সন্ধি ভাঙ্গছে, এককালীন চিতোরাভিমুখে আসছে। এত সাহসের অবশ্যই কারণ আছে। তেজসিংহের বল বৃদ্ধি হয় নাই, শঠতাই সুপরিপক্ক হয়েছে। বীরেন্দ্র, রাজ্যের মধ্যে শত্রু প্রবেশ করেছে।

বীরে। বলেন কি?

দেব। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতি সাবধানে চিতোর রক্ষা করতে হবে। চিতোরবাসী, বিশ্বাসী, রণদক্ষ সেনাগণের উপর চিতোরের দ্বার রক্ষার ভার দেও আর তোমরা সকলেই সজ্জিত হয়ে থাক।

বীরে। যে আজ্ঞা। রণবীর সিং, দেবীবর সিং, মহেশ্বর সিং—এ দিকে এস।

তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

রণবীর সিং যাও তোমার ব্যূহ নিয়ে উত্তর দ্বার রক্ষা করগে।

প্র, সৈ। যে আজ্ঞা।

বীরে। দেবীবর, তুমি ব্যূহ সঙ্গে করে পশ্চিম দ্বার রক্ষা করগে। মহেশ্বর, সব্যূহ পুর্ব্ব দ্বারে যাও।

দ্বি, ও তৃ, সৈ। যে আজ্ঞা।

বীরে। দেখ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ কোন কারণে স্থানান্তরে যাবে না।

প্র, সৈ। যদিও পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাই, তবুও নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করব না।

দ্বি, সৈ। সেনাপতির আজ্ঞা প্রাণগেলেও অবহেলা করতে নাই।

তৃ, সৈ। শত্রুর তরবার আমার হৃদয় ভেদ করবে তবুও আমি স্থানান্তরে যাব না।

বীরে। যাও, সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন কর। (উচ্চৈঃস্বরে) সমুদায় সৈন্যদলকে রণ-প্রাঙ্গণে আহ্বান কর। (সৈন্যাধ্যক্ষত্রয়ের প্রস্থান)।

[নেপথ্যে ভেরী নিনাদ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে চিতোর বীরমদে উন্মত্ত হক। মন্ত্রীবর, রণ-প্রাঙ্গণে চলুন।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোরের নিকটস্থ প্রান্তর।

তেজসিংহ ও তাঁহার পারিষদ পটগৃহ মধ্যে উপবিষ্ট।

তেজ। চিতোরের আজ দম্ভ চূর্ণ করতে পারি তবে মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হয়। যুদ্ধের জন্য চিতোর সৈন্য প্রস্তুত রয়েছে—আশ্চর্য্য! কিন্তু প্রস্তুত থেকেই বা কি হবে? আজ বিক্রম সিংহের নিস্তার নাই। যুদ্ধ-কৌশলের উপর আর এক কৌশল আছে, তা কেবল ফলে প্রকাশ পায়। জয় আজ নিশ্চয় তেজসিংহের। চিতোরের রাজ-অট্টালিকা অবধি কুটীর পর্য্যন্ত কিছুরই চিহ্ন রাখব না, আর বৃদ্ধ পিতামহ অবধি কোলের ছেলেকেও পর্য্যন্ত তরবারের ক্ষমতা অনুভব করাব। কিন্তু বিক্রমসিংহকে জীবিত রাখতে হবে, মৃত্যু উহার যথেষ্ট শাস্তি নয়, মৃত্যু অপেক্ষা আরও কিছু উহার ভাগ্যে আছে।

পারি। মহারাজ স্বয়ং রুদ্র অবতার, মনে করলে ত্রিজগৎ ছারখার করতে পারেন।

[নেপথ্যে রণবাদ্য।]

তেজ। যমের খেলা আরম্ভ হবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

[নেপথ্যে] মহারাজ তেজসিংহের জয়!

পারি। মহারাজ তেজসিংহের জয়! এই বীরনাদে আকাশ ভেদ হক। [জয়।

[নেপথ্যে] যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ! মহারাজ বিক্রমসিংহের

তেজ। ঐ শব্দ আমার কাণে বিষের মত লাগছে। নির্ব্বোধ বেটারা জানে না যে যতো অধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। তার সাক্ষী এই তেজসিংহ।

পারি। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে স্ত্রীলোকে আর বালকে।

তেজ। আর স্ত্রীলোকের অধম পুরুষে, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত বালকে। (ধর্ম্ম মানুষকে হাত পা বেঁধে সর্ব্বনাশের কুপে ফেলে দেয়। শ্রীবৃদ্ধি আর ধর্ম্ম ঠিক শিশির আর রৌদ্র। পারত্রিক মঙ্গল মরুভূমির মরীচিকা। পরকাল যে বলে আছে তার ঘটে কিছু নাই ; যে মনে করে আছে, তার ইহকাল গেছে। বায়ুর অট্টালিকা বায়ুগ্রস্ত লোকেরই নির্ম্মিত !)

পারি। হাৎড়ে খুজে পাওয়া দায়।

তেজ। এবার দেখব কেমন করে ধর্ম্ম বিক্রমসিংহকে রাখে। ধর্ম্ম বল নষ্ট করে, অধর্ম্ম বল বৃদ্ধি করে। অধর্ম্ম আর বল দুয়ই আমার সহায়। উভয়ে একত্র হলে কি জয়ের আর সন্দেহ থাকে ? মনোহর সুখে থাক, যে জাল পেতেছে। মনোহর চিতোরের প্রভু, আর মনোহর আমার চর, এখন কি না হতে পারে ? মনোহর ত চিতোরের সিংহাসন পরিষ্কার করেছিল আর কি, কেবল ঐ সত্যসখার জন্য। আমি তাকে পাই তো নখ দিয়ে মুণ্ড ছিড়ি।

নেপথ্যে পুনর্ব্বার রণবাদ্য ও কোলাহল। কিঞ্চিৎ
পরে একজন দূতের প্রবেশ।

তেজ। দূত, সংবাদ কি ?

দূত। মহারাজ, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, আরম্ভেতেই বিষম হয়ে উঠেছে, ঝড়ের সময় মরুভূমি এ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হয় না।

তেজ। জয়রাম সিংহের ব্যূহ দেখলে ? তাদের পতাকার চিহ্ন বলে দিয়েছি ত।

দূত। সে পতাকা সকলের পশ্চাতে উড়ছে, অগ্রসর হচ্ছে না।

তেজ। কে চিতোরের সৈন্যাধ্যক্ষ ?

দূত। বীরেন্দ্র সিংহ।

তেজ। বিক্রমসিংহকে দেখলে না ?

দূত। না, যতদূর দৃষ্টি চলে তার মধ্যে দেখলেম না।

তেজ। আর কিছু সংবাদ আছে ?

দূত। না মহারাজ ! যা জানি শ্রীচরণে নিবেদন করেছি।

তেজ। যাও কি হচ্ছে দেখে এস। (দূতের প্রস্থান) বিক্রম-সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত বোধ হচ্ছে, হক। নিশ্চয়ই আমাদের জয় হবে, আমাদের একদল সৈন্য বিপক্ষদিগের মধ্যে আছে, আগুন লেগেছে, জ্বলে উঠলে হয়।

[নেপথ্যে] মহারাজ, বিক্রমসিংহের জয় ! মার, মার, মার।

তেজ। আমাদের সৈন্যেরা নিস্তব্ধ। কুকুরের কাছে তারা মেষের ন্যায় হয়ে পড়েছে। ধিক্ ভীরুগণ ! (দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ) তোকে কি বাঘে ধরতে আসছে ? কাপুরুষ ! হাঁস ফাঁস করছিস কেন ?

দ্বি, দূ। মহারাজ, বলব কি !

তেজ। দূর হ কাপুরুষ। কথা বলতে কেঁপে গেলি। বল স্বয়ং মহাদেব ত্রিশূল হাতে করে আমাকে ধরতে আসছেন। শীঘ্র বল্, আমি বালক নই, শুনে মূর্চ্ছা যাব না। বল্ ফের যদি ভয়ে কাঁপবি, এক আঘাতে তোর কাঁপনি শেষ করে দেব।

দ্বি, দূ। মহারাজ, আপনি মারলে পারেন, রাখলে পারেন। মহারাজ, চিতোরের সৈন্যদল মরুভূমির ঝড়ের ন্যায় এগিয়ে আসছে।

তেজ। আর আমার কাপুরুষেরা বালির মত উড়ে পালাচ্ছে। আজ যদি হারি তবে তিন দিনের মধ্যে আমি তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার সমুদায় টুকুর টুকুর করে কাটব, তা নইলে আমি তেজসিংহ নই।

দ্বি, দূ। চিতোর সৈন্যের সর্ব্বাগ্রে বীরেন্দ্র সিংহ, যেন দশমুণ্ড দশানন।

[নেপথ্যে] সর্ব্বনাশ হল।

[নেপথ্যে] বীরেন্দ্র সিংহ পড়েছে, ধর্ ধর্ ধর্, মহারাজ তেজসিংহের জয়।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

তেজ। শত্রুর হাহাকার শুনতে কি মধুর! বীরেন্দ্র সিংহের পতন হয়েছে। কতক আনন্দের বিষয় বটে। চিতোর সৈন্য পরাস্ত হলে পর বিক্রম সিংহ আর বীরেন্দ্র সিংহ এই দুজনেই আমাদের হাতে পড়ত তা হলে মনের সাধ মিটত।

প্রথম দূতের প্রবেশ।

প্র, দূ। মহারাজ, বাজ পড়তে অমৃত বর্ষণ হল। ফাল্গুনদীর স্রোতের ন্যায় শত্রুদলের তেজ একেবারে শুকিয়ে গেছে।

তেজ। যথার্থ?

প্র, দূ। মহারাজ, আমি যেমন এখানে তেমনি যথার্থ।

পারি। মহারাজ তেজ সিংহের জয়!

প্র, দূ। মহারাজ, মহাবেগে চিতোরের সেনাদল অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় কোন্ দিক হতে একটী তীর বীরেন্দ্র সিংহের পিটে লাগল, যেমন লাগা তেমনই পড়া, পর্ব্বতের যেন চূড়ো ভেঙ্গে পড়ল।

প্র, দূ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া।) এই যে জীবিত বীরেন্দ্রসিংহকে ধরে আনছে।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

তেজ। সত্যই বীরেন্দ্র সিংহ,—জীবিত, জীবিত, জীবিত!

প্যারি। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

তেজ। বড় আহ্লাদের বিষয় যে বীরেন্দ্র সিংহ জীবিত আছে। এখন উদয়পুরে নেয়েতে পারলে হয়, তোমাকে একখান সোনার খাচার মধ্যে যত্নে রেখে দেব, তারই মধ্যে যত পার বীরত্ব প্রকাশ করও।

বীরে। চুপ রও নরাধম, পরমেশ্বর তোর সে আশা— (মূর্চ্ছিত)

তেজ। (তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া) আমি এই তরোয়ার দ্বারা এর অহঙ্কার গুঁড় করতে যাচ্ছিলেম। জীবন আছে, সন্ধ্যার আলোর মত একটু দেখা যাচ্ছে। বাঁচাতে পারি ত দেখব বীরের কতটা সহ্য গুণ। ওহে একটু জল দেও ত। বঁাচাবার চেষ্টা দেখা যাক।

(বীরেন্দ্র সিংহের চেতনা প্রাপ্তি।)

পারি। একটু জলপান কর।

বীরে। যথেষ্ট দয়া দেখালে। কিন্তু আমি এ জলপান করব না। বিক্রম সিংহের জল যা খেয়েছি আর কারও জল পান করব না। বিক্রম সিংহের কর্ম্মে জীবন গেল আর আমার মনে কোন কষ্ট নাই। মহারাজ বিক্রম সিংহের জয়! (মৃত্যু)

তেজ। দম্ভের সহিত মরে গেলি। (পদাঘাত করিয়া) এই রূপ দশটা পদাঘাতের পর মৃত্যু হত। যম তোর বড় সহায়তা করেছে।

পারি। আর দশ গণ্ডা নাথি মারুন।

[নেপথ্যে] মহারাজ বিক্রম সিংহের জয়!

তেজ। এ জয়নাদের মর্ম্ম কি? চিতোরের লোকে উন্মাদ হল নাকি? বীরেন্দ্র সিংহ পতিত হয়েছে, আর কি তাদের জয়ের আশা আছে?

পারি। ওরা একবার মরণ ডাক ডেকে নিচ্ছে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

দ্বি, দূ। পুনর্ব্বার মেঘ জড় হচ্ছে। বিক্রম সিংহ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।

তেজ। আমি তো ওই চাই। এবার বুঝি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। জয়রাম সিংহের ব্যূহ কোথায়?

দ্বি, দূ। বিক্রম সিংহকে ঘেরে আছে?

তেজ। বটে, অভিমন্যুর অবস্থা!

(নেপথ্যে নিকটে) মহারাজ তেজ সিংহের জয়!

(নেপথ্যে দূরে) মহারাজ তেজ সিংহের জয়!

তেজ। (লম্ফ প্রদান করিয়া) এবার নিশ্চয়ই বড় হাতি পড়েছে, বড় হাতি পড়েছে।

পারি। মহারাজ তেজ সিংহের জয়! বারম্বার বলিয়া নৃত্য।

নেপথ্যে রণবাদ্য, গোলমাল ও চীৎকার।

প্রথম দূতের প্রবেশ।

প্র, দূত। মহারাজ আমাদের জয়, শত্রুরা চারিদিকে পালাচ্চে। জয়রাম সিংহ বিক্রম সিংহকে নিজে ধরে আন্‌ছেন।

তেজ। আর আমাকে কে পায়? এখন, চিতোর, দেখব আপন সন্তানের রক্ত কত পান করতে পার। (বিক্রম সিংহ জয়রাম সিংহ দ্বারা ধৃত হইয়া প্রবিষ্ট) আসতে আজ্ঞা হক, মহারাজ! পরম ভাগ্য যে আপনাকে এই স্থানে দেখতে পেলেম। রাজ্যের কুশল তো?

বিক্র। এত বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষত্রিয়ের দ্বারা! দুরাত্মা তেজ সিংহ, তুই কি ক্ষত্রিয়? জয়রাম সিংহ তোর এই কাজ! তোরা নরকের কীট অপেক্ষাও অধম। আয় তোরা এক শ কাপুরুষ,

আমি একাকী তোদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, আয় একখান তরবার হাতে দে, দেখি তোদের কতদূর বীরত্ব।

তেজ। মহারাজ, আপনার আর সে কষ্ট পেতে হবে না।

বিক্র। তোর যেমন মন তেমনি কাজ, তেমনি বাক্য। তোর প্রতি লোমকূপ দিয়ে পাপ বেরুচ্ছে—দুরাত্মা, ভীরু, নীচাশয়!

তেজ। বিক্রম সিংহ, পদাঘাতে তোর মুখ ভেঙ্গে দিতে পারি।

বিক্র। তোর ক্ষমতায় যা থাকে কর। তুই ক্ষত্রিয়কে অক্ষত্রিয় করলি। তুই কি পৃথিবী শুদ্ধ লোককে দুরাচারী করবি? সহস্র সহস্র লোক তোর অনুচর হয়ে তোর মত হল। পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি আর এ দেখতে পারিনে। চিতোর রাজ্য কাপুরুষের শঠতাতে নষ্ট হল, এ সয় না, সয় না, সয় না (সজোরে পদাঘাত)। জয়রাম সিংহ! এত প্রবঞ্চনা, এত কৃতঘ্নতা! তোর মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে আর একটী থাকলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।

তেজ। তুমি পরম ক্ষত্রিয়, তুমি থাকলেই রক্ষা পাবে।

মনোহর জনৈক ব্যক্তি দ্বারা ধৃত হইয়া প্রবিষ্ট।

বিক্র। মনোহর, তোমারও এই দুর্দ্দশা! তুমি আমার আশ্রয়ে ছিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারলেম না।

তেজ। পরম ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে থাকলে এইরূপ ঘটে।

মনো। (কৃত্রিম ক্রোধের সহিত) একি জয়রাম সিংহ, মহারাজ বিক্রম সিংহকে তুই ধরে এনেছিস? জয়রাম সিংহ, তুই এমন বিশ্বাস-ঘাতক? আমাকে ছেড়ে দেও, আমি বিশ্বাস-ঘাতকের মস্তক ছেদন করি। মহাজের এত দুর্দ্দশা তোর দ্বারা?

বিক্র। মনোহর, তুমি যে কত মহৎ তা বলতে পারিনে।

তেজ। তার আর সন্দেহ কি? (সকলের হাস্য) মনোহর তুমি কার অনুচর?

মনো। পরম ক্ষত্রিয় বিক্রম সিংহের। (সকলের হাস্য)।

তেজ। তুমি পরম ক্ষত্রিয় বিক্রম সিংহের কি কার্য্য করেছ?

মনো। এ অনুগত দাস কি করতে পারে? তবে আমি পরম ক্ষত্রিয় বিক্রম সিংহের প্রাণ রক্ষা করেছি।

তেজ। কি প্রকারে?

মনো। মহারাজ পরম ক্ষত্রিয়, যুদ্ধে মারা যেতেনই। (সকলের হাস্য) কেবল এই অধীন বাঁচিয়ে দিয়েছে—বুদ্ধি থাকে ত বুঝে নিন। (সকলের হাস্য)

বিক্র। একি প্রেত-ভূমি? মনোহর তুমিও এমন। কলি, তুমি আর ভীষণ হতে পার না।

মনো। মহারাজ, আপনি পরম ক্ষত্রিয়, আমি আপনার চিরানুগত দাস। আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আপনি বলেন "ক্ষত্রিয়কে বিশ্বাস করলে সে প্রাণ দিতে পারে।" মহারাজ আজ্ঞা করুন আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত (সকলের হাস্য)।

বিক্র। আমি বঞ্চকের হাতে পড়ে নষ্ট হলেম! হা দেবদাস! হা সত্যসখা! হা হেমলতা! আত্মীয়গণকে তুচ্ছ করে যে অপরিচিতকে বিশ্বাস করে তার এইরূপ সর্ব্বনাশ হয়। আমি কি নির্ব্বোধ! কি সর্ব্বনাশ করেছি! আমারই দোষে চিতোরের এত প্রমাদ ঘটল।

(মনোহরের হাত ছাড়িয়া দেওয়া।)

মনো। (বিক্রমসিংহের প্রতি) মহারাজের প্রসাদে আমি স্বাধীনতা পেলেম। (সকলের হাস্য)

বিক্র। আমি কি অদূরদর্শী বুদ্ধিহীন! আমিই যত অনর্থের মূল। ওহ! কি সর্ব্বনাশ করেছি! চিতোর, আমিই তোমাকে ছারখার করলেম। পৃথিবী শুদ্ধ লোক এখন বিক্রম সিংহকে ধিক্কার দেও। ("বুকে করাঘাত") হা চিতোর—চিতোর—চিতোর!

তেজ। চিতোরের কি হয়েছে? নিয়ে যাও, বিক্রম সিংহকে উদয়পুরে নিয়ে যাও। এখন কারাগারে রাজত্ব করুন গিয়ে।

[বিক্রম সিংহকে লইয়া জয়রাম প্রভৃতির প্রস্থান।

তেজ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) চল চল, চিতোর নগরে সেনাগণ! কারও প্রতি দয়া করবে না। স্তন্যপায়ী শিশুকেও মায়ের কোল হতে নিয়ে ভূতলে চূর্ণ করবে। যত প্রকারে যন্ত্রণা দিতে পার। অর্থ সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমাদের।

[নেপথ্যে] তেজসিংহের জয়! (রণবাদ্য)

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর, রাজ-পথ।

সত্যসখা একপার্শ্বে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট।

সত্য। (স্বগত) এত রৌদ্রে পাখী পক্ষীও বাসা ছাড়ে না, কিন্তু আমি এই রৌদ্রে বসে থাকি। একা সূর্য্য তুমি আমাকে দগ্ধ করতে পার না, দ্বাদশ সূর্য্যও না। এ অন্তরে যে তাপ তার কাছে তোমার তাপ কোথায় থাকে? ধবলগিরির শৃঙ্গে উঠতে চাই—পতন, পতন, কি ভয়ানক পতন! দেখতে পাব না! মন তুমি তার ধ্যান কর, যতদিন তুমি শরীর হতে বিচ্ছিন্ন না হও, যতদিন তোমাতে জ্ঞান থাকে, যত দিন না তুমি পাষাণের মত

অসাড় হয়ে যাও—পাষাণ হয়ে গেলেও যেন তোমাতে ঐ মূর্ত্তি আঁকা থাকে। হেমলতা! জীর্ণ তরীতে যে আরোহণ করে সে তরীর সঙ্গে সঙ্গে জলমগ্ন হয়। কেন এ অভাগার প্রতি তোমার অনুরাগ হল? চিরদুঃখিনী হবার জন্য? হেমলতা! তুমি আমার নির্ব্বাসনের কথা শুনে মূর্চ্ছা গেলে। আমি একটী আক্ষেপের কথাও বললেম না, চলে এলেম। আমার পা সেখানে কেন ভেঙ্গে পড়ল না? চেতনা পেয়ে তুমি কি মনে করেছ? মনে করেছ আমি অতি নিষ্ঠুর—চৈতন্য কি হয়েছে? কোমল শরীর, দুঃখ বহন করতে পারলে না। এক বার, দুবার, কতবার চাইলে, কাতর ভাবে চাইলে, সজল নয়নে চাইলে। হেমলতা, অমন করে আর চেওনা, চেওনা, চেওনা—কাঁদছ, কেঁদনা। আহা! স্বপ্ন! হেমলতা, জন্মের মতন তোমায় দেখিছি। হা হেমলতা! হা চিতোর! সত্যসখা তোমাদের ভাল বাসে তাই তোমরাও দুর্ভাগ্য হলে! মধ্যাহ্নের আলো সত্বেও চারিদিক অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার! হেমলতা, তুমি যেখানে নও সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই।

কমলার প্রবেশ।

কম। বাছা, কে তুমি এত রৌদ্রে বিমর্ষ ভাবে বসে আছ? মুখ খানি শুকিয়ে গেছে। কে তুমি? কথা কও না যে? বাছা কে তুমি? তোমার মুখ খানি দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে। বাছা কে তুমি?

সত্য। মা, আমী দুঃখী।

কম। বাছা, মা বলে কেউ আমায় অনেক কাল ডাকি নি, আমায় মা বলবের কেউ নাই। আমায় মা বলে ডাকবে বলে কি বিধাতা তোমাকে দুঃখী করেছেন? বাছা, এখানে বসে কেন?

সত্য। মরতে। বৃক্ষের ন্যায় আমি এই এক স্থানে থাকব, যতক্ষণ না শরীর প্রাণশূন্য হয়ে গলিত হবে। একেবারে পঞ্চভূত এখান হতে স্থানান্তরিত হবে।

কম। দুঃখিণীকে মা বলে তার সাক্ষাতে এমন কথা বলতে আছে? তুমি কোথা হতে আসছ?

সত্য। চিতোর রাজ্য হতে।

কম। গত-জীবন-স্বপ্নের কথা মনে হল। এখানে এসেছ কেন?

সত্য। আমার সেখানে স্থান হল না।

কম। চিতোর ত বীরভূমি আর তুমি একজন বীর পুরুষ।

সত্য। চিতোর আমার মত হতভাগ্যের উপযুক্ত নয়।

কম। বাছা, পরিষ্কার করে বল তুমি কেন স্বদেশ ত্যাগ করলে?

সত্য। নির্ব্বাসিত হয়েছি।

কম। তুমি নির্ব্বাসিত! কি দোষে বাছা? অমন আকৃতি যার সেকি কোন দুষ্কর্ম্ম করতে পারে?

সত্য। মহারাজ বিক্রম সিংহের প্রাণ রক্ষা করাই দোষ।

কম। দোষ! দোষ! শুনে অবাক হলেম, এমন ত কখনও শুনি নি। কালে কালে কি না হল? উপকারীর সর্ব্বনাশ করা এখনকার কালের রীতি। কিন্তু বিক্রম সিংহ ত অধর্ম্মাচারী নন।

সত্য। অমন প্রভু আর হবে না। মরবার সময় যেন তাঁর নাম নিতে পারি, তা হলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ হবে। কিন্তু মা, মন্ত্রী দোষে রাজা নষ্ট।

কম। আমি মন্ত্রী দেবদাসকে জানি, যে ব্যক্তি আমার নরহরির মত ধর্ম্মশীল।

সত্য। দেবদাস নামে মন্ত্রী, কাজে মন্ত্রী একজন বিদেশী।

কম। বটে একজন বিদেশী, তারই কথায় তোমায় নির্ব্বাসিত করলেন?

সত্য। হাঁ মা। একজন রক্ষক, বোধ হয় সে ওই বিদেশীর লোক, সে মহারাজকে মারতে যায়। আমি সেই সময় তাকে আঘাত করি। সেখানে সেই বিদেশী ছাড়া আর কেউ ছিল না, সে সাক্ষী দিলে আমি মহারাজকে মারতে গিয়েছিলাম, রক্ষক বাধা দেওয়ায় আহত হয়।

কম। মহারাজ তাই বিশ্বাস করলেন?

সত্য। মহারাজ মনে করেন ঐ বিদেশী মিথ্যা কথা বলতে জানেই না।

কম। আর কেউ কি দেখে নাই?

সত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস) মা ও কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, ও—হ।

কম। বাছা, তোমার মা আছেন?

সত্য। আমার জ্ঞান হয়ে মাকে দেখিনি। তবে যিনি আমাকে পালন করেছেন তিনি আমায় মায়ের মত ভাল বাসেন।

কম। মায়ে জানে সন্তানের ব্যথা খোলা পোড়ে যার, অন্যের কি তেমন হয়? তবু বাছা আসবের সময় তাঁকে দেখে এসেছিলে ত?

সত্য। হা মা, তখন মায়ের চখের জলে বুক ভেসে গেল, আমার দিকে এমনি করে চেয়ে রইলেন, যে চোখ দিয়ে যেন হৃদয় বেরিয়ে এল।

কম। (চক্ষু অঞ্চল দিয়া মুছিয়া) আর বলও না, বাছা। আমার বাছাকে যখন নিয়ে গেল, আমার হৃদয় যেন ছিড়ে নেগেল।

আর আমার বাছাকে দেখব না। (ক্রন্দন) দুরাত্মা তেজসিংহ তোর সর্ব্বনাশ হবে, তোর রাজ্য ছারেখার হবে। বাছা, তোমার বয়স কত ?

সত্য। পঁচিশ বৎসর।

কম। আমার বাছা বেঁচে থাকলে ঠিক তোমারই মত হত। আমার বাছার মত তোমার বাঁ চোখের কোণে একটী তিল আছে, তেমনই জোড়া ভুরু। একবার মনে নেয় তুমি আমার প্রাণের রতন, তখনই আবার মনে পড়ে আমার বাছা ত নাই। আহা! স্মরণ শক্তি এখনই লোপ পায়, তা হলে তোমাতেই দুঃখিনীর বাছাকে ফিরে পাই। বাছা! তুমি আমার সেই রতন মণির মত হয়ে থাক, এস বাছা অভাগিনীর ঘরে এস।

সত্য। আপনার স্নেহ দেখে মনে হয় আপনি আমার মা। নিশ্চয় আপনি পূর্ব্বজন্মে আমার মা ছিলেন।

কম। এই অভাগিনীর ঘরে এস। তোমার মুখে অমৃত মা বুলি শুনে এত দিনের জ্বালা মিটাব।

সত্য। মা অমন অনুরোধ করবেন না। আমি অনাহারে এইখানে প্রাণত্যাগ করব।

কম। বাছা, আমি বড় দুঃখিনী, আমার প্রতি কি তোমার দয়া হয় না? বাছা! আমি ছিলেম রাজরাণী, হতেম রাজমাতা, বিধাতা বাদ সাধলে, আমি ছিলেম উদয়পুরের রাজরাণী, এখন হয়েছি পথের ভিখারিণী।

সত্য। (সবিস্ময়ে) আপনি কি স্বর্গীয় প্রতাপ সিংহের রাজমহিষী ?

কম। বাছা সে কথা আর বলে কি হবে? কোথায় গেলে রাজ-রাজেশ্বর, কোথায় গেলে আমার প্রাণের গোপাল? শান্ত

করে মা বলতে শেখেনি তখনই মায়ের কোল হতে ছিঁড়ে নে গেল। ওরে আমাকে খুন করলি নে কেন? (ক্রন্দন করিতে করিতে) আরে কি করলি রে দুরাত্মা তেজসিংহ? মায়ের চখের জলের সঙ্গে বলছি তুই নির্ব্বংশ হবি। তোর বংশে কেউ বাতি দিতে থাকবে না রে থাকবে না। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) ওরে দুঃখিনীর সন্তান, তুই কোথায় গেলি রে বাপরে আমার! কবে এ প্রাণ বেরোবে, বাপরে আমার ওরে যম, তুই কি অভাগিনীর কাছে আসতে ভয় করিস? বাপরে আমার (বুকে করাঘাত করিয়া) এ কঠিন বুক, এ পাষাণ বুক ফাটে না রে, বাপরে আমার এ বুক ফাটে না ফাটে না, ফাটে না (বারম্বার বুকে করাঘাত) বাপরে আমার!

সত্য। (গাত্রোত্থান করিয়া ও হস্ত ধরিয়া) মা, মা, করেন কি?

কম। এ সংসার কারাগারে আর থাকতে পারিনে, বাপরে আমার! প্রাণ বেরিয়ে গেছে, এ ছার শরীরে কি হবে রে, বাপরে আমার!

সত্য। মা স্থির হন। আমার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্য বেড়ায়। মা, আপনি আমাকে স্নেহ দেখালেন তাই আপনার নিদ্রিত শোক জেগে উঠল।

কম। বাপরে আমার!

সত্য। মা স্থির হন। আপনাকে স্থির দেখে আমি এ স্থান হতে যাই। আমি নিকটে থাকলে আপনি অস্থির হবেন।

কম। বাছা, যাসনে, তুই পরের সন্তান না, আমার সন্তান!

সত্য। আপনি আমার মা। যাব না, মা, যাব না।

কম। এখন ঘরে চল।

সত্য। মা চলুন। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর, কারাগার।

বিক্রমসিংহ গরাদিয়াবিশিষ্ট জানালার পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

বিক্র। (স্বগত) এই কারাগারে আসা অবধি পৃথিবীর লোক তিনবার জাগ্রত হয়েছে, তিনবার নিদ্রা গেছে, চতুর্থবার নিদ্রা যেতে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু আহার নিদ্রায় আমার প্রযোজন কি? পাখীও পিঞ্জরবদ্ধ হলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। আমি মনুষ্য, আমার বীরবংশে জন্ম, প্রাণের অর্দ্ধাংশ স্বাধীনতা যখন হারিয়েছি তখন আহার নিদ্রায় আর কাজ কি? পানাহারে পদাঘাত করি (প্রদত্ত আহার ও জলে পদাঘাত)। অধীনতা মিশ্রিত রাজভোগ ত তীব্রতম কালকূট, অধীনতা মিশ্রিত সুখ বিড়ম্বনা মাত্র, অধীনতা মিশ্রিত জীবন শুষ্ক তুষ মাত্র। আর আমার জীবনে কিছু নাই। আমি এখন কি? অসার, অপদার্থ। জীবনে আর কিছুই নাই যার জন্য জীবন রাখতে ইচ্ছা হয়। জীবনের পঙ্কমাত্র অবশিষ্ট আছে, যত শীঘ্র শুকিয়ে যায় ততই ভাল। পদশব্দ শোনা যাচ্ছে—কে এদিকে আসছে? যম? না। যম নিঃশব্দে আসে। যম, শীঘ্র এস, তুমিই এখন আমার একমাত্র সুহৃদ, শীঘ্র এস—আর জীবনের ভার বহন করতে পারি নে

তেজসিংহ ও মনোহরের প্রবেশ।

মনো। মহারাজ, চিনতে পারেন?

বিক্র। দূর হ সৃষ্টির অপকৃষ্ট পদার্থ।

তেজ। বিষ নাই তবু গর্জ্জন দেখ।

মনো। মহারাজ, অত ক্রুদ্ধ হবেন না। রাগ আপনার তুল্য ব্যক্তির থাকা উচিত নয়। আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, আপনকার ত অধিক অনিষ্ট করিনি।

বিক্র। বাকী কিছুই রাখিস নি। তুই এক জন মানুষ নস, তুই বাহিরে একজন, ভিতরে আর একজন। হা মন্ত্রী দেবদাস, সত্যই বিদেশীকে বিশ্বাস করতে নাই, এই দুরাচারকে বিশ্বাস করে সোণার রাজ্য নষ্ট করলেম। তোর হৃদয় শঠতার সমুদ্র। বিধাতা আমাকে অন্ধ করলেন না কেন? তা হলে তোর মুখ দেখতে হত না। দূর হ পাষণ্ড!

মনো। তাও কি পারি? মহারাজের চরণ ছাড়তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

তেজ। (হাস্য) মহারাজ, আপনি পরম ক্ষত্রিয় আর ইনি আপনার চিরানুগত দাস।

বিক্র। নরক কি দুটো আছে? আমি দুটোই সম্মুখে বর্ত্তমান দেখছি।

মনো। আমাদের সম্মুখে স্বর্গ বর্ত্তমান। (হাস্য)

বিক্র। আরও কি কপালে আছে?

মনো। মহারাজ, এই দাস কর্ত্তৃক অতি সামান্য কার্য্যই সম্পন্ন হয়েছে। সত্যসখা নির্ব্বাসিত হয়েছে, সে মহারাজের বুদ্ধি প্রভাবে। যোধপুরের জয়রাম সিংহের সেনাদল আপনকার সৈন্য ভুক্ত হয়, সেও মহারাজের বুদ্ধি প্রভাবে। যুদ্ধের সময় বীরেন্দ্র সিংহ প্রাণত্যাগ করেন, এ দাসের সময়ে সময়ে তীর ছোড়াও আসে। আর মহারাজ এই উদয়পুরের শ্রীঘরে। (ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত)

সত্যসখার উন্মাদের ছদ্মবেশে কারাগারে প্রবেশ।

সত্য। ঘর না গাঁথা হতে হতেই ভেঙ্গে গেল, গেল যাক, আবার গাঁথব। আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই। গাঁথ্ না গাঁথ্, দেখিস মাটিতে ঠেকে না যেন।

তেজ। এ বেটা বড় মজার পাগল, রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে আর আকাশে বাড়ী বানাচ্ছে। বেটা খাঁটী পাগল, ভিক্ষে মেগে খায় তবু আকাশে বাড়ী বানাচ্ছে।

সত্য। এ রাজ মিস্ত্রী, শালারা বসে থাকবেন আর আমি মাঙ্গনা পয়সা দেব। খাট খাট খাট, ঠিক করে দরজা বসিয়েছিস? আচ্ছা, দেখি তোরা কেমন কাজ করিস। (উপবেশন)

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষ। বেরও বেটা পাগল।

তেজ। থাক, বড় বৃষ্টি হচ্ছে, ও থাকাতে কোন ক্ষতি নাই।

রক্ষ। মহারাজ, কাল রাত্রে ওকে এই ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম। রাত দুপরের সময় উঠে দেখি যে বিক্রম সিংহের বুকে চড়ে বসেছে, বিক্রম সিংহের প্রাণ যায়, বলছে 'মাল মসলা চুরি'।

সত্য। (গাত্রোত্থান করিয়া) বেশ কাজ হচ্ছে, বকসিস চাস? (পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া দিতে উদ্যত)

রক্ষ। করিস কি বেটা? কাপড় পর।

সত্য। (রক্ষকের প্রতি) তুই বকসিস চাস, ভাল করে কাজ কর্। আচ্ছা দেখি কেমন কাজ করিস। (নিস্তব্ধ হইয়া উপবেশন)

রক্ষ। বললে 'মাল মসলা চুরি' আর মার, অমন মার ত কখনও দেখিনি। আমি ছাড়িয়ে নিয়ে রাজাকে বাঁচালেম।

তেজ। আজকে যদি থাকে উঠনে রেখে দিও, বিক্রম সিংহকে মারা হবে না।

রক্ষ। যে আজ্ঞা।

মনো। মহারাজ, অত কাতর হয়েছেন কেন, সংসার অনিত্য, সুখ দুঃখ স্থায়ী নয়।

তেজ। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"।

মনো। এ জীবন দুদিনের, পরকালের মঙ্গলই মঙ্গল।

তেজ। মহারাজ তা ধুয়ে খান। (উভয়ের হাস্য)

মনো। (গম্ভীর ভাবে) মহারাজ, তেজসিংহ আপনাকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত আছেন, যদি আপনি একটী কাজ করেন।

বিক্র। তেজসিংহের যথাসাধ্য করুক। আমি তার নিকট স্বাধীনতা চাইনে।

মনো। আমি আপনকার সঙ্গে উপহাস করছি না। তেজ সিংহ আপনাকে স্বাধীনতা দেবেন যদি মহারাজ চিতোর-রাজ্য তেজ সিংহকে দেন। আর আমায় মহারাজের হেমলতাকে দান করেন।

সত্য। কি বল্‌লি*—প্রত্যহ বার দণ্ড খাটবিনে? (বজ্রাঘাত) বাড়ীর আর এক কোণ ভাঙ্গল।

[প্রস্থান।

তেজ। মহারাজ, মনোহরের প্রস্তাবে সম্মত আছেন?

বিক্র। নরাধম, যে মুখে এ প্রস্তাব করলি সে মুখ পদাঘাতে চূর্ণ করা উচিত।

তেজ। এতক্ষণ চিতোর আমার হস্তগত হত, যদি আমার সৈন্যেরা অতিশয় ক্লান্ত হয়ে না পড়ত।

বিক্র। ধন্য দেবদাস, বোধ করি তোমারই বুদ্ধিকৌশলে চিতোর রক্ষা হয়েছে।

তেজ। এখন তোমার মন্ত্রী সন্ধি প্রার্থনা করেছে। বিশ লক্ষ মুদ্রা দিতে চায়। আমি অর্থ লোলুপ নই। বিক্রমসিংহ,

---

* সত্যসখা মনোহরের কথায় বাস্তবিকই রাগিয়া উঠিয়া "কি বললি" এই কথা গুলি বলিলেন কিন্তু তখনই আবার সামলাইয়া লইলেন।

চিতোররাজ্য আমাকে দিতে সম্মত হও আর তুমি আমার শত্রু থাকবে না।

মনো। আমাকে আপনার হেমলতাকে দান করুন। তা হলেই মহারাজ স্বাধীন হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারবেন।

বিক্র। আমি কি দুরবস্থায় পড়ে ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়েছি যে তোদের এই প্রস্তাবে সম্মত হব?

তেজ। বিবেচনা করে দেখ, চিতোর আমার হস্তগত এমনেও হবে, অমনেও হবে। তখন কারাবাস আর রাজ্যচ্যুত হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনতা লাভ ও রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া শ্রেয়স্কর।

বিক্র। অপমানের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভ, আমি তা চাই না।

তেজ। আর যখন চিতোর আমার হস্তগত হবে তখন তোমার হেমলতায় মনোহরকে কেন, যাকে তাকে দিতে পারব। বিক্রম সিংহ, পরিণাম বিবেচনা করে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

বিক্র। জীবন থাকতে এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না।

তেজ। সম্মত হতে হবে। আর তিন দিন কারাগারে বাস কর, তখন রাজ্য দিতে পথ পাবে না।

মনো। তখন হেমলতায় ছেড়ে তারাদেবীকে দিতে পথ পাবেন না।

বিক্র। হা জগদীশ্বর, তোমার মনে এই ছিল!

[মনোহরের ও তেজসিংহের প্রস্থান।

(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) রাজমিস্ত্রীর এত বড় আস্পর্দ্ধা, কাজ করবি নে? তোর বাপ করবে। এত বড় কথা, মার বেটাকে মার, মার, মার বেদম মার—বস্ দুরন্ত। তোরা বেটারা কেমন কাজ করিস? কদিনে শেষ করতে পারবি? খাট

খাট খাটে, বকসিস পাবি—আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই। কাজ কর, কাজ কর, দেখি কেমন কাজ করিস।

বিক্র। (স্বগত) চিতোর নিতে পারিনি। কেমন করে পারবে? প্রবঞ্চনার দ্বারা কত হয়? আমার মূর্খতার কি বিষম ফল হল? যা হক চিতোর এখনও স্বাধীন আছে। ধন্য মন্ত্রী দেবদাস। ধন্য চিতোরের বীরগণ! আমারই দোষে তোমরা পরাস্ত হলে।

সত্যসখার পুনঃ প্রবেশ।

সত্য। মার বেটাকে মার মার, বেদম মার, এত চূণ গায়ে মেখে নষ্ট। তোরা, শালারা কি করছিলিরে? তোদেরও এর মধ্যে যোগ সাজোস আছে। এত চূণ গায়ে মেখে নষ্ট? মার বেটাকে মার মার মার মার, মরে মরুক, মার মার মার, বেটা গা চূণ কাম করেছে। বস্ তুরন্ত। বকসিস, বকসিস, যে যেমন কাজ করবে। আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই। আস্তে মহারাজ, ঝড় বৃষ্টি বেড়ে আসছে। চুপ, এখন না। কাজ কর্ বেটারা, কাজ কর্। (বজ্রাঘাত) আবার ভাঙ্গল, হুড় হুড়, হুড় হুড়, হুড় হুড়। সকলে ঘরে গেছে, দেখে আসি। (চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ) বেশ কাজ হচ্ছে, আকাশে বাড়ী রাজা বেটারও নাই। মাটীতে ঠেকে না যেন।

বিক্র। (স্বগত) এ ছদ্মবেশী পাগল সন্দেহ নাই, বলে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কি করবে? আমার মঙ্গল নাই। (প্রকাশে) হেমলতার কথা বিশ্বাস করে যদি মনোহরকে পরিত্যাগ করতেম সমুদায়ই মঙ্গল হত। তা হলে নির্দ্দোষী সত্যসখাকে নির্ব্বাসিত করতেম না।

সত্য। (নিকটে আসিয়া) সত্যসখা যদি জীবিত থাকে তবে মহারাজের হিত চেষ্টা করবে সন্দেহ নাই।

বিক্র। তুমি সত্যসখাকে জান?

সত্য। জানি।

বিক্র। তুমি কখনও কি চিতোরে ছিলে?

সত্য। ছিলাম, সত্যসখার নির্ব্বাসন হলেই চিতোর ত্যাগ করেছি।

বিক্র। তোমার নাম কি

সত্য। জানবার প্রয়োজন নাই। এ আলাপ পরিচয়ের স্থান নয়। ভাল করে কাজ কর, আর এক মাসের মধ্যে বাড়ী করে দিতে হবে। আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই। (চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ) বকসিস, মনের মত বকসিস। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল, তোরা বাড়ীর নীচে দাঁড়া। (বজ্রাঘাত) আর এক কোণ ভাঙ্গল, হুড় হুড়। সব বেটারা ঘুমিয়েছে। মহারাজ, সময় উপস্থিত। কোন কথা বলবেন না, যা বলব তাই করবেন, যদি স্বাধীন হতে চান।

বিক্র। কি করতে হবে বল?

সত্য। আমার এই বেশ আপনি নিন। আমি এই ঘরের দোর খুলে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চলুন, বাহিরের দরজা খুলে দিচ্ছি রাস্তায় পড়ে ক্রমাগত পশ্চিমে যাবেন, মানুষ দেখলেই আমি যা বলছিলাম বলবেন, এক ক্রোশ আন্দাজ গেলেই আর কোন ভাবনা নাই। যেখানে দেখবেন একটী বটগাছ ও একটী তালগাছ কাছাকাছি সেইখানে পশ্চিমদিকে বাঁকবেন, এই রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত যাবেন, ঝড় হক্ বৃষ্টি হক থামবেন না, পরে আপনকার নগর চিনে নিতে পারবেন।

বিক্র। (সত্যসখার বেশ পরিধান করিয়া) তুমি যেরূপ বলছ সেই রূপই করব। তুমি কে? কেমন করেই বা কারাগারের চাবি পেলে?

সত্য। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

বিক্র। আমার উপকারীর নাম কি? কৃতজ্ঞতার মালায় সে নামটী গেঁথে গলায় ধারণ করব।

সত্য। নাম পরে জানতে পারবেন। বিলম্ব করবেন না।

বিক্র। কখনও কি তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব?

সত্য। আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই। বাড়ী পড়ল, ধর ধর ধর।

বিক্র। একি?

সত্য। আপনাকে না। আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই—মনে থাকবে ত? ঈশ্বর সহায়, কিছু ভয় নাই। কোলের ছেলে দেখা যায় না। চলে যান, মনে থাকে যেন—আকাশে বাড়ী, রাজা বেটারও নাই। (বজ্রাঘাত)

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজ-ভবন। দেবদাস সচিন্তিত ভাবে দণ্ডায়মান।

দেব। (স্বগত) একবার চিতোর রক্ষা পেয়েছে। শিরশ্ছেদন হয়েও চিতোর জীবিত আছে। কিন্তু পরিণাম ভেবে দেখতে সাহস হয় না। আশু প্রতীকার বটে কিন্তু রোগ সাংঘাতিক। তেজসিংহের পত্র তেজসিংহ অপেক্ষা নিদারুণ, দেখলে

আশা নির্ব্বাণ হয়ে যায়। (পত্রপাঠ) "মন্ত্রী, তোমার ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা স্পর্শ করিতে চাহি না। আমার সন্ধি করিবার বাসনা আছে কিন্তু যত দিন চিতোর মরুভুমি না হইবে তত দিন চিতোরের অহঙ্কার বিস্মৃত হইতে পারিব না। দেবদাস, বিক্রমসিংহ জীবিত আছেন, আরও কিছুদিন জীবিত থাকিবেন। চিতোর জনশূন্য ও শৃগাল কুক্কুরের আবাস ভুমি হইয়াছে এ শুভ সংবাদ মহারাজ মৃত্যুর পুর্ব্বেই পাইবেনই পাইবেন। অনন্তর যে পর্য্যন্ত মহারাজের দেহ রক্তমাংসশূন্য না হইবে মহারাজের আত্মা তাহাতে অবস্থিতি করিবে।" মনুষ্যের মনে কি এরূপ ইচ্ছা আসতে পারে? (সক্রোধে পত্র ভুতলে ফেলিয়া তাহার উপর পদাঘাত) বিশ লক্ষ মুদ্রায় লোভের শান্তি হল না। চিতোর ধ্বংস, মহারাজকে যন্ত্রণা দিয়ে মারা ইহার উদ্দেশ্য! কিন্তু ইহা শুদ্ধ ভয় প্রদর্শন মাত্রও হলে পারে। লোভ যে শত শত ভাব ধরে থাকে। দুরাত্মা, মুসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দিয়েও যদি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তা করতেও প্রস্তুত। কোন দিকেও মঙ্গল দেখি না।

ছদ্মবেশী বিক্রমসিংহ একজন সৈনিকের সঙ্গে প্রবিষ্ট।

সৈনি। মন্ত্রীবর! আপনকার আজ্ঞামতে দেশী কি বিদেশী কোন লোককে নগরে আসতে দিই নাই। এ ব্যক্তি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। এত বার বল্লেম রাজার বেটা রাজা এলেও মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, তবুও শোনে না, বলে, মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে রাজ্যের মঙ্গল হবে। বেটা হয় ভিকারী নয় পাগল। এর সঙ্গে আপনকার সাক্ষাতে আমাদের কি নশো পঞ্চাশ লাভ হবে? মন্ত্রী মহাশয়, ছাড়লে না বলে সঙ্গে করে এনেছি।

দেব। তুমি কোথা হতে আসছ?

বিক্র। আমি উদয়পুর হতে আসছি।

দেব। আমি কি এত সৌভাগ্যবান যে মহারাজ বিক্রম-সিংহের বাক্য আর কর্ণে শুনতে পাব? মহারাজ বিক্রমসিংহ কি আমার সম্মুখে উপস্থিত? কর্ণ কি আমার প্রতারিত হয়েছে? চক্ষুও যেন এইরূপ প্রতারিত হয়। (নিকট আসিয়া দৃষ্টি করিয়া মহারাজ, মহারাজ বিক্রমসিংহ! এও কি হতে পারে?

বিক্র। মন্ত্রীবর আমাকে ধর, আর দাঁড়াতে পারি না। (উপবেশন)

সৈন্য। (বিক্রমসিংহের চরণ ধরিয়া) মহারাজ! এ দাস অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে, মার্জ্জনার যোগ্য নয়, মহারাজ নিজগুণে এ জঘন্য অপরাধীকে মার্জ্জনা করুন।

বিক্র। তুমি আপনার কর্ত্তব্য করেছ। ভিখারী অপেক্ষা যার অবস্থা মন্দ সে কি রাজ-সম্মান প্রত্যাশা করতে পারে?

সৈন্য। ধন্য মহারাজের ক্ষমাগুণ। (করযোড় করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান)

দেব। শতদলপদ্ম কর্দ্দমাক্ত, এ দেখা যায় না। মহারাজ, বেশ পরিবর্ত্তন করুন।

বিক্র। (বেশ পরিবর্ত্তন করা) এ বেশ পরিবর্ত্তন করতে ইচ্ছা হয় না, ইহাই আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

দেব। (সৈনিকের প্রতি) যাও৹ নিজ কাজে যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

[নেপথ্যে] মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়।

বিক্র। মন্ত্রী, সৈনিককে ডাক। এ সংবাদ এত শীঘ্র প্রচার হওয়া উচিত নয়।

দেব। সৈনিক! সৈনিক! সে চলে গেছে।

[নেপথ্যে দুই তিন জন একত্রে] মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়!

বিক্র। এত শীঘ্র প্রকাশ হওয়া ভাল হয় নি। মন্ত্রি, তুমি আপনি গিয়ে বলে দাও যে দ্বারবান কাউকে যেন এখানে আসতে না দেয়। রাত্রি অনেক হয়েছে, কল্য প্রাতঃকালে সকল প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

[নেপথ্যে দুই তিন দিকে] মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়।

বিক্র। দেখ এ সংবাদ বায়ুর মত বিস্তার হয়ে পড়ছে।

দেব। তাপিত পৃথিবী বৃষ্টিধারা পেয়েছে। এ সংবাদে চিতোর আনন্দে নৃত্য করবে।

[নেপথ্যে চারিদিকে] মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়!

দেব। আজ জয়নাদে গগণ বিদীর্ণ হল।

[নেপথ্যে] মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়! (গোলমাল) আমাদের প্রভুকে দেখব না? দুয়োর খোল। দ্বারবান, মহারাজকে দেখব, দুয়োর খোল, না খুললে ভেঙ্গে ফেলব। আমাদের প্রভু, আমাদের বাপ মা, মহারাজকে দেখব না?

বিক্র। মন্ত্রিবর, তুমি স্বয়ং গিয়ে প্রজাবর্গকে বল কল্য তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আজকে সাক্ষাৎ করলে পরে আমি আর বাঁচব না। (দেবদাসের প্রস্থান) (স্বগত) আমার প্রতি ইহাদের এত অনুরাগ কিন্তু আমি বিদেশীয়গণকে বিশ্বাস করে ইহাদিগকে তেজসিংহের হস্তে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম।

[নেপথ্যে] মন্ত্রিবর কি বলছেন? মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়!

[নেপথ্যে] আর গোলমাল করও না, মহারাজের অসুখ হয়েছে, কেউ গোলমাল করও না হে, চুপ কর, মহারাজের এইরূপ ইচ্ছা।

[নেপথ্যে] কাল দেখা পাবে।

[নেপথ্যে] ভাল ভাল ভাল কাল রাত না পোহাতে আসব।

তারাদেবী, হেমলতা ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

তারা। কৈ মহারাজ? কৈ মহারাজ? এই যে! (ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ) সত্যই কি মহারাজকে দেখছি?

বিক্র। সত্যই বিক্রমসিংহ তোমার সম্মুখে। দেবি, ভগবানের কৃপায় ভীষণ কারাগার হতে মুক্ত হয়েছি। হেমলতা! হেমলতা!

হেম। বাবা।

বিক্র। তোমার মধুর বাক্য পুনর্ব্বার শুনতে পেলেম। তোমার বাক্য কখনও এত মধুর বোধ হয় নি।

তারা। মহারাজ, আমাদের যে দশা হয়েছিল, তাকি মুখে বর্ণনা করা যায়? আমার হেমলতাকেও ভুলে গিয়েছিলাম। এ রাজপুরী যেন শোকপুরী হয়েছিল। বাড়ী ঘর দ্বার পর্য্যন্ত শোকে আচ্ছন্ন হয়েছিল। মহারাজ এসেছেন, আজ দাসী মৃত্যু শয্যা হতে উঠল। আজ যে আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। মহারাজ যদি আজ ছেলে মানুষ থাকতেন ত কোলে করে নিয়ে নাচতেম। সাগরের তলে হারান ধন ফিরে পেয়েছি।

তারা। লক্ষ্মি, এত আনন্দের দিন আর হবে না। (রোদন) মা হেমলতা কোলে এস। মা, কাঁদছ। (শিরশ্চুম্বন) (উভয়ে রোদন)

বিক্র। মা হেমলতা, হেমলতা!

তারা। মহারাজ ডাকছেন উত্তর দেও।

দেবদাস প্রবিষ্ট হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।

বিক্র। (হেমলতার চক্ষুর জল মুছিয়া) মা, তোমার মুখ এত মলিন কেন?

তারা। আমার কচি মৃণালটী শুকিয়ে গেছে।

বিক্র। মা, তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী, না মা? আমার প্রতি এখনও কি রুষ্ট আছ? মা, কথা কও না যে?

বিক্র। আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী?

হেম। আপনি পরম গুরু, ও কথা বলবেন না।

বিক্র। তোমার হৃদয়ে আমি বড় আঘাত দিয়েছি। এখন সে আঘাত দশগুণ হয়ে আমার আপন হৃদয়ে লাগছে। তোমার কথা বিশ্বাস না করাতেই এত প্রমাদ হল। মা, তোমার কথায় বিশ্বাস করলে নির্দ্দোষী ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হত না। হা সত্যসখা, আমায় বাঁচালে, আর আমি ভাল প্রত্যুপকার করেছি।

হেম। (অন্যমনস্কভাবে) নির্ব্বাসিত—(দীর্ঘ নিশ্বাস)।

বিক্র। তোমাকে বিশ্বাস করলে কালসর্প কি বুকে স্থান পেত? কি দুর্ম্মতি দুরাচার! আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে ফেলেছিল। আমি তারই চখে দেখতেম। যার ঋণ পরিশোধ করা যায় না আমাকে দিয়ে তারই সর্ব্বনাশ করালে, যার মমে কষ্ট দিলে ভগবান নিজে ব্যথা পান, আমায় দিয়ে তার হৃদয় বিদীর্ণ করালে। হেমলতা কাঁদছ?

হেম। বাবা! মিছে আক্ষেপ করে—(রোদন)

বিক্র। মা তোমার কোমল হৃদয়ের ব্যথা দূর না করতে পারলে আমার আর শান্তি নাই। তুমি আমার রাজ্য অপেক্ষা স্নেহের সামগ্রী। সত্যসখাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এনে তাকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া যাবে। যদিও সে আমার

সিংহাসন প্রার্থনা করে তাহাও তাকে অকাতরে দান করব। মা, তা হলে ত সন্তুষ্ট হবে?

(হেমলতা অবনতমস্তক ও নিরুত্তর)

দেব। মহারাজ, অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। রাজশরীরে ভিখারীর কষ্ট সহ্য করেছেন, এখন নিজ রাজ্যে, রাজপ্রাসাদে, পরিবার মধ্যে এসেছেন, বিশ্রাম করুন।

বিক্র। দেবদাস, বাস্তবিক তোমাদিগকে দেখেই সমুদায় ক্লেশ ভুলে গিয়েছি।

তারা। মহারাজ অন্তঃপুরে আসুন।

বিক্র। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি আর পা নাড়তে পারিনে।

তারা। আমি ধরে নে যাচ্ছি।

লক্ষ্মী। বুড় না হতেম ত কোলে করে নে যেতেম।

বিক্র। আমি আপনিই আস্তে আস্তে যাচ্ছি ধরতে হবে না। মন্ত্রি, দুঃখের কথা কাল সমুদয় বলব। আমার মনে আর কোন দুঃখ নাই, যা দুঃখ শুদ্ধ সত্যসখার জন্য।

লক্ষ্মী। দয়াবতী কি আর জীয়ন্ত আছে? কিন্তু তার চাইতে হেমলতার জেয়াদা বেজেছে। হেমলতা আর সত্যসখা পূর্ব্বজন্মে ভাই বোন ছিল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর—কমলার গৃহ।

কমলা ও সত্যসখা উপস্থিত।

কম। বাছা সত্যসখা, চললে? না গেলে কি হয় না?

সত্য। মা আপনাকে ত বলেছি। চিতোরে অনেক বীর

আছে কিন্তু আমি না গিয়ে থাকতে পারিনে। এতক্ষণে হয় ত চিতোরবাসীরা মুসলমানদিগের ধূমকেতু সদৃশ পতাকা উড়তে দেখছে,—আর বিলম্ব করা যায় না। বিক্রমসিংহের অন্ন এই শরীরে রক্ত মাংস হয়েছে, সেই বিক্রমসিংহের জন্য প্রাণ দিতে পারি ত জীবন সার্থক হয়। জন্মদাতা ও অন্নদাতা উভয়ে সমান, ইহাদের কাছে জীবন ঋণ পাই। জীবন পর্য্যন্ত না দিলে তা শোধ যায় না।

কম। এ অতি মহৎ অন্তঃকরণের কথা, তোমার মুখে শুনে বড় আনন্দ হল।

সত্য। মহারাজ বিক্রমসিংহের হিতের জন্য আমি যবন-দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করব। দুরাচার ম্লেচ্ছগণ সগর্ব্বে ভারতের বক্ষের উপর পদার্পণ করেছে—আমি কি পঙ্গু অতুরের ন্যায় তাহাদের দৌরাত্মের কথা শুনব আর হয় ত কণা মাত্র ক্রোধ মনে জ্বলে উঠেই নির্ব্বাণ হবে? মা, আমি তা পারি না।

কম। ধন্য ক্ষত্রিয়সন্তান! তুমি আমারই সন্তান হতে। হা! সে অজ্ঞানিত পুরীতে গিয়েছে।

সত্য। দুরাত্মা যবনদিগের অভিপ্রায় ভারতবর্ষ ছারখার করে, শৃগাল শকুনীর যেমন ইচ্ছা সমুদায় মানুষ মরে যায়। হিন্দু ধর্ম্ম ইহাদের চক্ষুশূল, ইহার মস্তক চূর্ণ করা ইহাদের লক্ষ্য। মা, কেমন করে হিন্দু হয়ে, ভীরুর ন্যায় দূরে অবস্থিতি করি? মা, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ বলছেন শীঘ্র যাও বিলম্ব করও না। এই স্বর্গতুল্য ভারতভুমিকে যবনেরা অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করবে, তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভুমি পরা-ধীন হবার পুর্ব্বে প্রত্যেক ভারত সন্তান প্রাণত্যাগ করুক। যে ইহার জন্য প্রস্তুত নয় ত্রিভুবনে যেন তার স্থান না হয়। আমি

আপনাকে মা বলে ডাকবার অনুপযুক্ত যদি ভারতভূমির জন্য প্রাণ দিতে না পারি।

কুম। ক্ষত্রিয়ের মনে অন্যরূপ ভাব উদয় হওয়া উচিত নয়। সে কি পুত্রবতী যে বীর পুত্র প্রসব করে নি? সত্যসখা! তুমি চললে, কিন্তু তুমি চিতোর হতে নির্ব্বাসিত। যারা গাছ তুলে ফেলেছে তারা কি পুনর্ব্বার তা যত্ন করে পুতবে? এ ত বিষ বৃক্ষ নয়, অমৃত বৃক্ষ, তারা কি তা বুঝবে? সেখানে যাওয়া উচিত নয় যেখানে মিত্র শত্রু হয়।

সত্য। মা, আপনকার আশীর্ব্বাদে আমি চিতোরে প্রবেশ করতে পারব ও সৈনিকের পদ পাব।

কম। নিশ্চয়ই যাবে বাছা? একটু দাঁড়াও আমি ঐ ঘর হতে আসছি।

[কমলা নিষ্ক্রান্ত।

সত্য। (স্বগত) পুনর্ব্বার চিতোরে যাচ্ছি। কিন্তু চিতোর আমায় চিনতে পারবে না। পৃথিবীর মধ্যে চিতোর শ্রেষ্ঠ, কেননা সে হেমলতার বাসভূমি। হেমলতা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন-খনির মধ্যে তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। এ হৃদয় কি তোমায় ধারণ করতে পারবে? যে চিতোরে তুমি বাস কর সেই চিতোরে সত্যসখা চল্‌ল। যবনেরা পরাস্ত হলে তোমার যে আনন্দ হবে তার তিলাংশের কারণ হবার মানসে সত্যসখা চিতোরে চল্‌ল। তুমি তা জানতে পারবে না বটে কিন্তু তা এই জ্বলন্ত হৃদয়ে শান্তি দেবে। যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যু সময়ে এই আমার মনের সান্ত্বনা হবে যে, তোমারই আনন্দজনক কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমার প্রাণ গেল।

কমলার পুনঃপ্রবেশ।

কম। বাছা, এই নেও। এ দুঃখিনী আর কোথায় কি পাবে? ইহা পথে ব্যয় করও। আর এই তরোবার খান নেও—মানুষ কোথায় গেছে তার চিহ্ন পড়ে রয়েছে। যাঁর এই তরো-বার তাঁর মত তোমার যশ বিস্তৃত হক।

সত্য। এ মহারাজ প্রতাপসিংহের তরোবার?

কম। বাছা, তাঁরই। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

সত্য। এই অযোগ্য ব্যক্তির হাতে সেই বীরশ্রেষ্ঠের তরো-বার যেন অপমানিত না হয়।

কম। তুমি ইহার যোগ্য বীরপুরুষ। মহারাজ জীবিত থাকলে যাকে নিশ্চয়ই ভাল বাসতেন আমি তাকেই ইহা দিচ্ছি। বাছা, তোমার হাতে তরোবার কি অপুর্ব্ব শোভা ধরেছে!

সত্য। ইহা আমার সঙ্গের সঙ্গী হবে, বিপদে সহায় হবে, রণক্ষেত্রে বল হবে। মা, এখন সন্তানকে বিদায় দিন।

কম। ও কথা শুনলে যে মন কেঁদে উঠে। বাছা, ফিরে আসবে ত?

সত্য। যদি জীবিত থাকি পুনরায় শ্রীচরণ দর্শন করব।

কম। নিজ দেশে যাচ্চ, যেন কাঙ্গালিনী মায়ে ভুলে থেকনা।

সত্য। আপনাকে কি ভুলে থাকতে পারি?

কম। পরের মাকে মনে রেখ।

সত্য। আপনি পরের মা মন, আমার মা। স্মরণ শক্তি থাকতে ভুলতে পারি যে ভুলব?

কম। বাছা, তোমার কথায় আপাদমস্তক জুড়িয়ে গেল। বাছা, চললে? কেমন করে তোমায় ছেড়ে প্রাণ ধরে থাকব। একটু থাক, ঐ চাঁদমুখে দুবার মা বলে ডাক; প্রাণ ভরে শুনি।

বাছা, তুমি আমারই সন্তান, তা নইলে বিদায় দিতে মন এমন করে কেন?

সত্য। মা, অত কাতর হন কেন?

কম। বাছা, কাতর কি ইচ্ছে করে হই? আবার কি তোমাকে দেখতে পাব? ভাঙ্গা কপালে সোণা মুটো ধরলে ছাই মুটো হয়। বিধাতা কৃপা করে তোমায় এনে দিলেন, মনের সাধ পুরে ও চাঁদমুখ দেখিনি, আবার কেড়ে নেন। তাই, বাছা, ভয় হয় পাছে আর তোমায় দেখতে না পাই। বাছা একটু দাঁড়াও, মুখখানি ভাল করে দেখে নি। কাঙ্গালিনীর পড়ে পাওয়া ধন, চললে? (ক্রন্দন সম্বরণ করতে নিষ্ফল চেষ্টা)

সত্য। (প্রণাম করিয়া) এ চরণে যেন দৃঢ় ভক্তি থাকে।

কম। বাছা, চিরজীবী হও। দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ যদি ফলে, তুমি রাজরাজেশ্বর হবে। (অস্ফুট ক্রন্দন)

সত্য। মা, তোমার আশীর্ব্বাদে অনলে ঝাঁপ দিলে পুড়ব না, জলে ঝাঁপ দিলে ডুবব না, সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি হতে উদ্ধার হব। মা, চললেম।

কম। বাছা, এসগে। (ক্রন্দন সম্বরণ করিতে নিষ্ফল চেষ্টা (সত্যসখা নিষ্ক্রান্ত) (ক্রন্দন করিতে করিতে) পথ আরও দীর্ঘ হত, তা হলে বাছাকে এতক্ষণ দেখতে পেতেম। (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) বিধাতা, তুমি কাঙ্গালিনীর বাছাকে রক্ষা করও। ভিখারীর রত্নলাভ, তাও কি থাকে? পুনর্ব্বার গৃহ শূন্য হল, সংসার শূন্য হল। জন্মাবচ্ছিন্ন দগ্ধে দগ্ধে মলেম। পরের সন্তান নিয়ে এত কেন হল? একশ বার মনে নেয় ও আমার সন্তান। বিধাতা যখন পরের ছেলেকে আপন করে দিয়েছ আর কেড়ে নিও না।

এখন শূন্য মনে শূন্য গৃহে প্রবেশ করি। পা আর যেতে চায় না। চিরকাল দুঃখে গেল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর রাজভবন। হেমলতার গৃহ, সুখাসিনী ও প্রমদা আসীন। লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। তোরা শুনেছিস লো?

সুহা। না।

লক্ষ্মী। সিন্ধু দেশের দূত এসেছে।

সুহা। তার পর?

লক্ষ্মী। তার পর হেমলতার বিয়ে হবে।

প্রম। কার সঙ্গে?

লক্ষ্মী। বুঝলি নে? সিন্ধু দেশের সঙ্গে।

প্রম। বলিস কি লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। মাইরি সিন্ধু দেশের সঙ্গে।

প্রম। মর! সিন্ধু দেশের সঙ্গে কি লো?

লক্ষ্মী। সিন্ধুরাজের দূত এসেছে কি মগধরাজের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে? সিন্ধুরাজের পুতের সঙ্গে।

প্রম। তুই বলছিলি সিন্ধু দেশের সঙ্গে।

লক্ষ্মী। আমি কি খেপেছি যে অমন কথা বলব? তুই কাণে কালা হয়েছিস। বল ভাই সুহাস, আমার বলতে ভুল না প্রমদার শুনতে ভুল।

সুহা। বলতে ভুল হক আর না হক বুঝতে ভুল হওয়া অন্যায়।

লক্ষ্মী। দেখলি, বুঝো মানুষের কেমন কথা। তোর বুদ্ধি

নেই তাই বুঝতে ভুল হয়েছে। দৈবজ্ঞি ত গণেছে, তা কি না হতে পারে? রাজার ছেলে, বড় সুন্দর, বেশ খেটেছে ত। সুহাস, সাতসাতে কদিন হয়, সেই কয় দিনের মধ্যে বিয়ে হবে।

সুহা। তুমি কার মুখে শুনেছ।

লক্ষ্মী। আমি দূতের নিজ মুখে শুনেছি। আমি আরও জিজ্ঞাসলেম, পাত্রটী বেঁটে না ঢেঙ্গা? বললে 'ঢেঙ্গা' তবে আমার হেমলতার সঙ্গে বেশ সাজবে। আরও জিজ্ঞাসলেম শ্যামবর্ণ না গোরো? বললে রং ফেটে বেরুচ্চে। সুহাস, বিয়ের দিন এল। আমি ভাই কুসুমী রঙ্গের শাড়ী পরে কুলো মাথায় করে জল সইতে যাব, তোরাও যাবি, পাড়ার মেয়েদেরও ডেকে নে যাব।

প্রম। আমি তাদের জেগে থাকতে বলে আসিগে।

লক্ষ্মী। আজ কেন?

প্রম। তোকে ত সেই রকম ব্যস্ত দেখছি যে।

লক্ষ্মী। ব্যস্ত আছি আমি আছি। হেমলতার বিয়ে, আমি ব্যস্ত হব না? আমার সাতপুরুষ ব্যস্ত হবে। তোরা এখানে থাক, আমি পাড়ায় পাড়ায় সংবাদ দিয়ে আসিগে, সকলকে না বলে আমার সোয়াস্তি নাই।

প্রম। এক কাজ কর্, বুড়োকে বল্ একটা ঢোল নিয়ে বেরুতে, সে ঢোল বাজাবে আর তুই হেঁকে হেঁকে বলবি—হেম-লতার বিয়ে হবে সিন্ধু দেশের সঙ্গে।

লক্ষ্মী। তোরা বস বোন্ আমি যাই।

[প্রস্থান।

সুহা। প্রমদা, লক্ষ্মীর কথা শুনে তুমি আমোদ করলে কিন্তু ভাই আমি বসে গিয়েছি।

হেমলতা অন্তরালে প্রবিষ্ট।

প্রম। কেন ?

সুহা। হেমলতার জন্য। হেমলতা সত্যসখা ছাড়া আর কাউকেও বিয়ে করবে না। এ কথা শুনলে তাতে কি আর তাকে পাওয়া যাবে ? সত্যসখা ফিরে আসবে সেই আশায় সে বেঁচে আছে।

প্রম। যে সব দূত তার অন্বেষণে চারিদিকে গিয়েছিল তারা সব ফিরে এসেছে, এই শুনে এলেম।

সুহা। সত্যসখার সংবাদ পেয়েছে কি ?

প্রম। না।

সুহা। তবে না জানি কি ঘটে ? হেমলতা একথা শুনে যে খুন হবে। প্রমদা, তোমার ত কোন কথা পেটে থাকে না, সাবধান একথা কখনও হেমলতাকে বলও না।

হেম। (স্বগত) জীবিত নাই ! আমি এ প্রাণ রাখব না।

[প্রস্থান।

প্রম। সুহাস, তুমি এত ভাবিত হয়েছ কেন ? আর কি উপায় নাই ?

সুহা। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুজে ত উপায় দেখিনে।

প্রম। এত বুদ্ধি ধর তবু উপায় পেলে না ? এক কাজ করলে হয় না ? সিন্ধুরাজপুত্রের গুণ বাড়িয়ে হেমলতার কাছে বল, বল সত্যসখার চাইতে রাজপুত্র দেখতে শুনতে ভাল, বীরত্বে তার তুল্য আর একটী নাই, আর যত প্রকারে বাড়াতে পার। এতেও কি হেমলতার মন ফিরবে না ?

সুহা। তুমি আজও হেমলতাকে চেন নি, হেমলতা সামান্য মেয়েমানুষ নয়। হেমলতার মন ভিন্ন ছাঁচে গড়ান, ভিন্ন বস্তুতে

গড়ান। ভাগীরথীর স্রোত ফিরিয়ে হিমালয়ে নে যেতে পার, কিন্তু হেমলতার প্রেম-স্রোত ফিরাবার নয়।

প্রম। তুমি চেষ্টা করে দেখেছ কি ?

সুহা। এমনই দেখা যায়, চেষ্টা করার আবশ্যক নাই। হেমলতার প্রেম সত্যসখাতে এমন করে বসেছে যে উঠাতে গেলে হেমলতার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। সত্যসখাকে এনে দেও হেমলতাকে পাবে, নচেৎ যে কি ঘটবে ভাবতে গেলে গা কাঁপে। আজ প্রাতঃকালে কার মুখ দেখেছি যে একেবারে দুই কুসংবাদ পেলেম। প্রমদা, তোমার সংবাদ মিথ্যা কি সত্য আমি জেনে আসি। কুসংবাদ মিছে হয় না, সুসংবাদ সত্য হয় না, আমাদের ইচ্ছা আর ঘটনা এত বিপরীত।

[প্রস্থান।

প্রম। (স্বগত) সুহাসের কেমন ধারা কথা ? কিন্তু ও যে বুদ্ধিমান, ওর কথা সন্দেহ করতে সাহস হয় না। হেমলতার কপালে কি এই ছিল ? ভাল গাছ যেটী সেইটী আগে ভাঙ্গে। হেমলতার বিরহিণীর দশা হয়েছে।

গীত। রাগিণী সিন্ধু—তাল পোস্তা।

বিরহেরি অনল,
জিনি দাবানল রে, দহে অবলায় রে।
শিখা নাহি অনলেরি রে,
ধূ ধূ করে কভু তা জ্বলেনারে হায়, দহে গোপনে রে।
যে দহে তো সেই দহে রে,
অন্যের দহা দূরে থাক, কেউ দেখেনারে।
(ফিরে কেউ দেখে না রে, হায় !)

হেমলতা যে এখনও আসে না ? এখন যেখানে মানুষ থাকে সে-

খানে যায় না। আমাদের কাছেও থাকে না। ছাতের উপর নয় বাগানে, নয় আপন ঘরের মধ্যে একাকী কি ভাবে? ডাক্‌লেও অনেক সময় কথা কয় না। ঠিক "দহে গোপনে রে।" প্রেমিক জনের এইরূপ দশাই ঘটে থাকে।

গীত। রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

প্রেমিক যে, দেখে না নয়নে রে, শ্রবণ ত করে না শ্রবণে।
প্রেমিক দেখে শুনে মনে, প্রেমিকের ক্ষুধা তৃষা মনে।

হেমলতার এই দশা ধরেছে। এখনও আসে না, যাই তার অন্বেষণে যাই। আমি আর সুহাস তার বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দিয়েছি।

প্রমদার প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া হেমলতার প্রবেশ।

হেম। (বিষপাত্র হস্তে স্বগত) আর না, আর না—পৃথিবীতে কি আছে যার জন্য পৃথিবীতে থাকি, এখান হতে আমার সুখ চলে গেছে, আশা চলে গেছে, জীবন চলে গেছে। আমি আর কি নিয়ে সংসারে থাকি? চারি দিক শূন্য অন্ধকারময়! প্রাণনাথ, তুমি পৃথিবী ছেড়ে গেলে হতাশ হয়ে, হতাশ করে গেলে! তুমি এখন এমন স্থানে গেছ যেখানে নির্ব্বাসন নাই। কোথায় গেলে, কোথায় গেলে, তোমার কি ইচ্ছা হচ্ছে না আমি তোমার কাছে যাই? আমার জন্য কি অধীর হও নি? আমাকে কি উচ্চৈঃস্বরে ডাকছ না? ডাকছ, শুনতে পেয়েছি পেয়েছি—যাই যাই যাই। (বিষপাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এখন তুমি আমার একমাত্র সখী, আমার হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যাও, আমি পথ চিনিনে, হাত ধরে নিয়ে যাও। সখি সুহাস প্রমদা, তোমাদের সাহায্যে আর প্রয়োজন নাই। তোমরা আমার অনেক করেছ, আমার দুঃখের ভাগ অর্দ্ধেক নিয়েছ।

তোমরা আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। সখি সুহাস তোমার মধুমাখা বাক্য আর শুনতে পাব না। প্রমদা, তোমার মধুর সঙ্গীতে আর প্রাণ জুড়াবে না।

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী গৌরসারং—তাল তেতালা।

আর কেন ব্যাকুল, প্রাণনাথ?
যাই যাই যাই তব পাশে এখনই।
তব আকর্ষণে আজি, প্রাণনাথ, সব বন্ধন ছেদন হল।

হেম। পৃথিবী, তুমি অভাগিনীকে ধারণ করে ভারগ্রস্ত হয়েছিলে, বিদায় দেও। (বিষপাত্র তুলিয়া) সুধাময় বিষ! শীঘ্র আমাকে প্রাণনাথের কাছে নিয়ে যাও। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) মা! তোমার দশা কি হবে? ও—হ মা! মা! মা! (বিষপাত্র ভুতলে সংস্থাপন) কি করি? কি হল? যাব না। মা! মা! যাব না, তোমাকে শোকার্ণবে ভাসাব না, তুমি বাঁচবে না। ওই যে তোমায় কাঁদতে দেখছি, ছিন্নমূল তরুর মত মাটিতে পড়লে যে, বুকে করাঘাত করছ, রক্ত পড়ল আর দেখতে পারিনে। ও—হ! আকাশ ভেঙ্গে আমার মাথায় পড়ুক, আর ত সইতে পারিনে, জ্বলে মলেম, রক্ত আগুণ হল, জ্বলে উঠুক, পুড়ে মরি। ও—হ! তা যে হয় না। ও—হ কি হল? প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! যাই যাই যাই, অত কাতর স্বরে ডেক না। যাই, আর থাকতে পারিনে, আর কাতর স্বরে ডেক না, ডাক যে আমার বুকে বেঁধে। শুনতে পেয়েছি পেয়েছি, যাই যাই যাই। (গাত্রোত্থান করিয়া বিষ পান করিতে উদ্যত।

[নেপথ্যে রণবাদ্য এবং দুই তিন বার এই শব্দ "দীন দীন আল্লা আল্লা।" হেমলতার হস্ত হইতে হঠাৎ বিষপাত্রের পতন।]

হেম। সব আশা ফুরুল। (শূন্য পাত্র লেহন করিয়া) হারে পোড়া বিধাতা, আমার হাত থেকে সব নিলি? বিষ পর্য্যন্তও কেড়ে নিলি? থাকতে হল, হা কপাল! (কপালে করাঘাত)

[নেপথ্যে] হেমলতা, দুয়োর খোল। মা, দুয়োর খোল। মা, উত্তর দাও না, দুয়োর খোল না? হেমলতা, দুয়োর খোল, দুয়োর খোল, আমি খুনোখুনী হয়ে মরব না কি? (দ্বারে সজোরে আঘাত। দুয়োর খোল, আরে আমার কি হল? দুয়োর খোল। (দ্বার ভাঙ্গিয়া তারাদেবী, সুহাসিনী ও প্রমদার প্রবেশ)

তারা। আ! আমার কি হল? হেমলতা, একা ঘরে দুয়োর দিয়ে কি করছিলে মা? মুখে কথাটি নাই যে। তোমার কি জ্বালা হয়েছে যে তুমি একা ঘরে দুয়োর দিয়ে বসে কাঁদছ? আমার জীবনে তোমায় একটী উচ্চ কথা বলিনি, কোন রকমে ক্লেশ দেয় নি। গায়ে মাছিটী বসলে সকলে উহুহু করে উঠে। তুমি অতি যতনের ধন, তোমার কিসের কষ্ট মা? কেন দুয়োর দিয়ে ছিলে বল? কেউ কি কোন কথা বলেছে?—কোন জিনিষ চেয়েছ পাওনি?—কেউ কোন রূপ অযত্ন দেখিয়েছে?—কোন কথারই উত্তর নাই। উত্তর দেও না কেন মা? রাগ করেছ? দুঃখিত হয়েছ? আমার পোড়া কপালে আবার কি ঘটল? মা ডাকতেই যে মা বলে উত্তর দেয় সে আজ নীরব, একশ ডাকে উত্তর নাই। মায়ের কি হয়েছে? (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে আমার কি হলরে? ওরে সুহাস, প্রমদা, তোরা কি কিছু জানিস? খুলে বল, লুকুতে চেষ্টা করিস ত তোদের বড় দিব্যি।

সুহা। মা, আর গোপন রেখে কি হবে? রাখি বা কেমন

করে? বারে বারে প্রাণসখীর দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। মনের কথা যে আপনিই বেরিয়ে পড়ে, না জিজ্ঞাসিলেও বলে ফেলতেম।

তারা। বল, শীঘ্র বল্।

সুহা। সত্যসখার প্রতি হেমলতার অনুরাগ জন্মেছে।

তারা। বলিস কি? অ্যাঁ এই হল? শারিকার কাকের প্রতি অনুরাগ? একি হতে পারে? হওয়া সম্ভব? আগে বলিসনি কেন এর প্রতীকার করতেম?

সুহা। সত্যসখা ফিরে এলে বলতেম মনে করেছিলেম। আহা ফিরে এলনা বলে মনের কথা মনেই বদ্ধ ছিল।

হেম। আর কি ফিরে আসবেন? সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। আমার যাওয়া হল না, হা কপাল!

তারা। কোথায়? মা কোথায়? যেখানে গেলে তোমার সোয়াস্তি হয় তোমাকে সেখানে নে যাব। আর কথা নাই। মা, আমার প্রতি বাম হয়েছ? তুমি বাম হলে যে জগৎ বাম। মা হলে জানতে যে মায়ের কত পোড়ে। এ কি? সুহাস, প্রমদা, দেখসে রে, এ বাটীতে কি? আমার কপালে বুঝি বাজ পড়েছে। মা কি খেয়ে এমন হয়েছে। তোরাই যত নষ্টের মূল, তোরাই সব জানিশ। কি বিষ এনে দিলি আমার হেম-লতায়? তোরাই এনেছিস। এই জন্যে কি হেমলতায় তোদের হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলাম? তোদের কি শত্রু পুষেছি? কেন বাদ সাধলি রে? ওরে তোরাও কি তেজসিংহের চর? বল সর্ব্বনাশীরা। কি বিষ এনে দিয়েছিস? হেমলতা তোদের গলায় গলায় ভাল বাসে, তাইতে তার গলায় ছুরি দিলি রে? বল সব খুলে, নইলে খেঙ্গরা মেরে দূর করব।

হেম। মা, সখীদের দোষ নাই, সখীরা জানেও না।

তারা। তবু একবার কথা কইলে। বিষ ত খাওনি?

হেম। এও আমার কপালে নাই।

তারা। মা! এমন নিষ্ঠুর কথা বললে কেমন করে?

হেম। আমার কপাল!

তারা। মা, সত্যসখা একজন সামান্য সৈনিক তার জন্যে এমন হলে কেন?

হেম। কপাল!

তারা। রাজপুত্র, সর্ব্বগুণে গুণাকর সুপুরুষ তোমার স্বামী হবে।

হেম। ও—হ! আর দেখতে পাব না।

তারা। মা! সিন্ধুদেশের রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে। অমন সৎপাত্র খুঁজে পাওয়া ভার।

হেম। আর দেখতে পাব না। আমি কেন তোমার সঙ্গে নির্ব্বাসিত হলেম না। ও—হ সত্যসখা, সত্যসখা, সত্যসখা!

(অচেতন হইয়া ভূতলে পতন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, দুর্গ।

অনুগামী দেবদাসের সহিত পীড়িতাবস্থায়
বিক্রমসিংহের প্রবেশ।

দেব। মহারাজ, কি করা যায়? যে উপায়টী ধরতে যাই সেইটীই বায়ু হয়ে যায়। বীরেন্দ্রসিংহ আর সৈন্যদলের উৎসাহ

বর্দ্ধন করতে আসবেন না, মহারাজ পীড়িত। উপায় কি? এদিকে যবন সেনাপতি দূতের উপর দূত পাঠাচ্ছে, চিতোর রাজ্য গ্রাস করতে পারলে হয়। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করা অথবা পরাজয় স্বীকার করা, এ দুয়ের এক না হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। ২৫ লক্ষ মুদ্রা দিতে সম্মত হয়েছেন, এতেও মন উঠে না।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ বিক্রমসিংহ! আমাদের মহামান্য বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মহাশয় আপনাকে সেলাম দিয়েছেন আর বলে পাঠিয়েছেন, আপনি আমাদের স্বর্গীয় মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করতে সম্মত, না কর দিতে সম্মত? আমার বিলম্ব করবার আজ্ঞা নাই, বিলম্ব করলে আমার শির যাবে।

বিক্র। দূত! আমি তোমায় বিলম্ব করতে বলছি না। যাও যবন সেনাপতিকে গিয়ে বল বিক্রমসিংহ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, সে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মে পদাঘাত করে, ঠিক এই কথাগুলি বলও। বিক্রমসিংহ ক্ষত্রিয় সুতরাং ভীরু নয়, পরাস্ত মেনে কর দিতে পারবে না।

দূত। মহারাজ, বিদায় হই। এখন মহারাজ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন। তার কপালে মৃত্যু লিখেছে যে আমাদের সেনাপতির বাক্য অগ্রাহ্য করে।

[প্রস্থান।

বিক্র। ম্লেচ্ছদিগের বাহুবল অপেক্ষা দম্ভ অধিক। ক্ষুদ্র হলেই আপনাকে বড় বলে বোধ হয়। ম্লেচ্ছের সর্ব্বাঙ্গেই ম্লেচ্ছতর?

দেব। মহারাজ, সহসা এ প্রকার উত্তর দেওয়া ভাল হয় নাই। এখনই পঙ্গপালের ন্যায় দুরাত্মারা নগর আক্রমণ করবে।

উহাদের সংখ্যা আমাদিগের দ্বিগুণ, মহারাজ পীড়িত—কি করা যায়?

বিক্র। দেবদাস শোন, সমুদায় পৃথিবীর বীরগণ একত্র হলেও চিতোরের ভয় নাই।

দেব। মহারাজ, বলেন কি?

বিক্র। শোন, শুনে তার পরে বল দেখি শরীর ভয়ে হিম হয় কি মন উৎসাহে জ্বলে উঠে। দেবদাস দৈব সহায় হলে আর কিছুতেই ভয় নাই।

দেব। তার সন্দেহ কি? ন চ দৈবাৎ পরং বলং।

বিক্র। শোন, গত রাত্রে রোগ আর দুর্ভাবনায় চক্ষে নিদ্রা আসে নি, অবশেষে একটু তন্দ্রাবেশ হল কিন্তু তখনই 'মা ভৈ মা ভৈ রবে' আমার চৈতন্য হল। দেখি ঘর জ্যোতির্ম্ময় হয়েছে, সেই জ্যোতির মধ্যে দেখি স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত। তেজে আমার চক্ষু ঝলসে গেল, দক্ষিণ হস্ত তুলে বললেন 'মা ভৈ মা ভৈ পুত্র, কল্য প্রাতে চিতোরের রক্ষাকারীকে তোমার নিকট প্রেরণ করব। সেই পরিচিত অপরিচিত, অপরিচিত পরিচিত ব্যক্তি যবনদিগকে দূরীভূত করবে।' এই বলেই দেবাদিদেব মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

দেব। ভগবান, তোমার করুণার শেষ নাই, তোমার প্রতি মতি থাকলে পার্থিব বিপদ কোন ছার আর জন্ম হয় না। মহারাজ আর ভয় নাই।

বিক্র। দেব, এ দাসের প্রতি তোমার যে কত কৃপা, বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। ঐ দেখ কে আসছে।

ছদ্মবেশী সত্যসখা একজন রক্ষকের সহিত প্রবিষ্ট।

তুমি কোথা হতে আসছ?

সত্য। উদয়পুর হতে।

বিক্র। দুরাত্মার রাজ্য হতে। যে বায়ু সেস্থান হতে বয়ে আসে তাহাও অপবিত্র।

সত্য। যা বলেছেন ইহাতে অযথার্থের অংশ মাত্র নাই।

বিক্র। তুমি কি ভাবে এখানে এসেছ, শত্রুভাবে না মিত্রভাবে?

সত্য। প্রভু, দাস-ভাবে।

বিক্র। উত্তরটী শুনতে মধুর। অনেক বস্তু আছে, প্রথমে মধুর, পরিণামে প্রাণনাশক। কি অভিপ্রায়ে তুমি এখানে এসেছ?

সত্য। মহারাজের দাস হয়ে, যবনদিগের সঙ্গে যুদ্ধে চিতোরের জন্য প্রাণ দিবার মানসে, আমি এখানে এসেছি।

দেব। তুমি যে শত্রু নও তা কিসে প্রতীতি হতে পারে?

সত্য। প্রতীতির কারণ যদি না থাকত আমি এখানে আসতেম না। মহারাজ, স্মরণ হয় আপনি উদয়পুরের কারাগারের মধ্যে ছিলেন?

বিক্র। ছিলাম, সে কথা স্মরণপট হতে উঠে গেলেই বাঁচি।

সত্য। সেখানে একজন উন্মাদের সঙ্গে মহারাজের পরিচয় হয়?

বিক্র। হয়। সেরূপ উন্মাদ পৃথিবীর এক একটী দয়াধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ।

সত্য। সে মহারাজকে কারাগার হতে উদ্ধার করেছিল?

বিক্র। আমাকে রৈরব হতে উদ্ধার করেছিল।

সত্য। মহারাজ, সেই দাস আপনকার সম্মুখে। মহারাজ এতেও যদি সন্দেহ থাকে বলুন। মনে আছে কি সেই পাগল

মহারাজকে কি শিখিয়ে দিয়েছিল। এই না "আকাশে বাড়ী রাজা বেটারও নাই মন্ত্রী বেটারও নাই" ?

বিক্র। আর নিদর্শনের প্রয়োজন করে না। তুমি যে আমাকে উদ্ধার করেছিলে সে আকাশে বাড়ী নির্ম্মাণ অপেক্ষা অদ্ভুত।

দেব। তুমি উদয়পুরের কারাগার মধ্যে মহারাজকে যে ছিন্ন বস্ত্র দিয়ে ছিলে তাহাতে কোন চিহ্ন আঁকান ছিল ?

সত্য। ছিল। ত্রিশূল, লাল রঙ্গের।

দেব। সেই বস্ত্রের কোন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে কিছু লেখা ছিল ?

সত্য। ছিল। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

দেব। কি লেখা ছিল ?

সত্য। দুঃখী হলেম, দুঃখী করলেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

দেব। আর নিদর্শনের প্রয়োজন নাই।

বিক্র। তুমিই সেই মহদুপকারী ব্যক্তি যাকে আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্মরণ করি, তুমিই সেই অপরিচিত পরিচিত মহাত্মা। আশ্চর্য্য দেব-অনুগ্রহ, আমার মত হীন জনের প্রতি। তোমার নাম কি ?

সত্য। আমায় অপরিচিত বলেই জানুন। আমার নাম জানবার প্রয়োজন নাই। মহারাজের শ্রীচরণে আমার একটী প্রার্থনা, মহারাজের অজেয় সৈন্যের মধ্যে আমাকে একটী অতি সামান্য সৈনিকের পদ দিয়ে চিতোরের জন্য আমার মরবার সম্ভাবনা করে দিন।

দেব। কি জন্য তুমি চিতোরের প্রতি এত অনুরাগী ? চিতোরে কি তোমার স্নেহের পাত্র কেহ আছে ?

সত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস) মহারাজ এবং মহারাজ যাকে আপ-নার জ্ঞান করেন?

দেব। এত স্নেহ জন্মাবার কারণ কি?

সত্য। আপনি, বোধ করি, মহারাজের মন্ত্রী?

দেব। হাঁ।

সত্য। মন্ত্রীবর, আর অধিক জানতে চেষ্টা করবেন না। আমি এসেছি অপরিচিত, যদি বেঁচে থাকি, যাবও অপরিচিত। (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিক্র। হে অপরিচিত পরমোপকারক, তোমায় আমি নীচ পদে নিযুক্ত করতে পারি নে, মৃত বীরেন্দ্র সিংহের পদ তোমায় দেব।

সত্য। বীরেন্দ্র সিংহ প্রাণত্যাগ করেছেন? আহা! চিতো-রের দক্ষিণ বাহু ছেদন হয়েছে।

দেব। তুমি কি বীরেন্দ্র সিংহকে জানতে?

সত্য। যার যশ সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করে সে কি কারও নিকট অপরিচিত থাকতে পারে? মহারাজ! বাসুকীর ভার সামান্য জনকে দেবেন না।

বিক্র। হে পরিচিত অপরিচিত বীরবর! আমি কোন ছার, দেব-দেব মহাদেব স্বয়ং তোমাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে-ছেন।

সত্য। মহারাজ, উপহাস করছেন না?

বিক্র। যাঁর নাম মনুষ্যের ত্রিতাপ নষ্ট করে, দেবগণ যাঁকে ধ্যান করে পায় না, তাঁর নাম নিয়ে কে উপহাস করতে পারে? তুমিই সেনাপতি হও, তুমি ব্যতীত আর কারও সাধ্য নাই চিতোর রক্ষা করে। তুমি দেবগণের প্রিয় পাত্র। দেবদাস,

সৈন্যগণকে সম্মুখের রণ-প্রাঙ্গণে আসতে বল। তারা দেবতা-প্রেরিত সেনাপতিকে গ্রহণ করুক।

[দেবদাসের প্রস্থান।

সত্য। মহারাজ, এই গুরুভার মস্তকে নিতে হৃদ্‌কম্প হচ্ছে।

বিক্র। ভয় কি? স্বয়ং মহাদেবই তোমাকে বল দেবেন।

সত্য। যদি ভগবানের এরূপ ইচ্ছা হয় আমার তুল্য হীন ব্যক্তির দ্বারা চিতোর রক্ষা করা, তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হক। তিনিই সমুদায় করছেন, আমরা কেবল যন্ত্র মাত্র।

দেবদাস ও একজন প্রধান সৈনিকের প্রবেশ।

দেব। মহারাজ সম্মুখে চিতোরের বীরত্ব, বল, গৌরব উপস্থিত।

বিক্র। (সত্যসখার প্রতি) বীরবর, সম্মুখে আমার সেনাগণ উপস্থিত। বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের উদ্যম উৎসাহ চলে গেছে। প্রথমে ইহাদের নিদ্রিত বীরত্বকে উদ্দীপিত কর। সেনাগণ, আমার পুত্র নাই, তোমরাই আমার পুত্র।

[নেপথ্যে] আহা! কেমন স্নেহের সম্বোধন!

বিক্র। আমি পীড়িত, এই সময় বিপদপাৎ হয়েছে। এই-ক্ষণ ভগবান মহাদেব কৃপা করে এই বীরবরকে আনিয়ে দিয়েছেন——

[নেপথ্যে] কে এ ব্যক্তি?

বিক্র। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে ইনি তোমাদের সেনাপতি হলেন, ইঁহার সহযোদ্ধা হয়ে যবন সৈন্যকে দেশ হতে বহিষ্কৃত কর।

[নেপথ্যে] এই ব্যক্তি আমাদের সেনাপতি হবে! একি আর একজন জয়রাম সিংহ?

বিক্র। সৈনিকগণ কোন সন্দেহ করও না। ইনিই আমাকে উদয়পুরের কারাগার হতে মুক্ত করেছেন।

[নেপথ্যে] বটে। বটে। ইনি কি যুদ্ধ কৌশল ভাল জানেন?

সত্য। হে চিতোরের জগৎবিখ্যাত যোদ্ধাগণ! আমি মহারাজ বিক্রম সিংহের আজ্ঞায় তোমাদিগের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হলেম। তোমাদিগকে আমি আত্মতুল্য জ্ঞান করব। আমি সেনাপতি নই, সেনাদাস।

[নেপথ্যে] ইহার বিনয় চমৎকার। বিনয়ের তুল্য যুদ্ধ নৈপুণ্য হয়।

সত্য। তোমাদের পৌরুষে আমার পৌরুষ, তোমাদের জয়ে আমার জয়। আজ তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা হল, আমরা সকলে এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হলেম। শরীরের অঙ্গের মধ্যে যেরূপ ঐক্য আছে, আমাদের মধ্যে সেইরূপ ঐক্য হক। শত জন মনুষ্য এক জনের ন্যায় যুদ্ধ করলে তাহাদের সহস্র লোকের বল হয়।

[নেপথ্যে] কথাগুলী বেশ।

সত্য। যবনেরা চিতোর রাজ্য আক্রমণ করেছে, ছার খার করতে বাকি আছে। যবনেরা মনে করে যে হিন্দুরা অতি অপদার্থ, বীর্য্যহীন, ভীরু, সুতরাং তাহাদিগকে সহজে জয় করা যায়।

[নেপথ্যে] তাদের ভয়ানক ভুল।

সত্য। আমিও বলি এ তাদের ভয়ানক ভুল। দম্ভই এই ভুলের কারণ, চল আমরা তাদের দম্ভ চূর্ণ করি, চল তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হতে দগ্ধ করি।

[নেপথ্যে] কিন্তু আমাদের আপনাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি-পাত করা উচিত।

সত্য। তবে যবনেরা যে আমাদিগকে-কাপুরুষ বলে তা সত্য। এখন বুঝলেম চিতোর বীরশূন্য হয়েছে, ক্ষত্রিয় বীর্য্য শূন্য হয়েছে।

[নেপথ্যে] না, না, না।

সত্য। তবে চল যুদ্ধে প্রবেশ করি। প্রস্তুত আছ? নিরুত্তর কেন? দেখ, নিষ্ঠুর ধর্ম্মকর্ম্মরহিত ম্লেচ্ছগণ তোমাদের দেশে প্রবেশ করেছে, তোমাদের দেশ নষ্ট করবে, তোমাদের ধন সম্পত্তি সমুদয় বলপূর্ব্বক নেবে। তোমাদের গৃহে প্রবেশ করবে, শিশু সন্তানদিগকে বিনষ্ট করবে, স্ত্রী কন্যাদিগকে—সে কথা মুখে আসে না—এ সমুদয় কি সহ্য করতে পারবে?

[নেপথ্যে] মানুষের কথা দূরে থাকুক পশুতেও পারে না।

সত্য। এবং চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়গণ পশু অপেক্ষা হীন নয়। মনুষ্যের মধ্যে আর্য্যবংশীয়েরা মহত্তম, এবং আর্য্যবংশীয়দের মধ্যে রাজপুতগণ মহত্তম। তারা এত অপমান কি কখন সহ্য করতে পারে? তোমরাই বলছ পশুতেও পারে না। আরও দেখ, দুরাচার পাপ-জীবন ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশের বক্ষের উপর সগর্ব্বে পদার্পণ করেছে। ইহার শ্রী, অর্থ, সুখ কণামাত্র থাকতে ইহাকে পরিত্যাগ করবে না। মনুষ্য জাতির শিরো-ভূষণ, মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক অধিকার যে স্বাধীনতা, তাহা আমাদিগের হাত হতে কেড়ে নেবে।

[নেপথ্যে] আমরা কি মানুষ নই? ছেলে মানুষের খেলানা কেড়ে নিতে গেলেও সে দেয় না।

সত্য। তোমরা আমারই মনের কথা বলেছ। আর্য্য-

বংশীয়রা কে কবে পরাধীন হয়েছে, কে কবে কাপুরুষের ন্যায় পরাধীন হয়েছে? যে আর্য্যসুতগণ অনায়াসে অন্যের অধীনতা স্বীকার করতে পারে তারা ছাগ মেষের মধ্যে গণ্য, তারা ভারতের কুসন্তান, তারা স্বজাতির কলঙ্ক, পৃথিবীর ভার মাত্র, যত শীঘ্র নিপাত হয় ততই মঙ্গল। আর্য্যসুতগণ এরূপ করবার পূর্ব্বে যেন ভারতভূমি এককালীন রসাতল যান। চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়তিলক আর্য্যসন্তানেরা এত হীন জঘন্য হয় নাই। আরও দেখ, মনুষ্যের ও দেবতাদিগের শত্রু ম্লেচ্ছগণ তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করবে। যে ধর্ম্মের জন্য ধন মান আত্মীয় স্বজন সুখ স্বচ্ছন্দতা জীবন পর্য্যন্ত দেওয়া যায় তারা তোমাদের সেই ধর্ম্ম নষ্ট করবে।

[নেপথ্যে] আমরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেব।

সত্য। যদি পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমরা প্রত্যেকে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেব। স্বাধীনতার কাছে জীবন কি? ধর্ম্মের কাছে জীবন কি? যদি তোমরা স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে স্নেহ কর, যদি তোমাদের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বাধীনতাকে তৃণ জ্ঞান না কর, যদি হিন্দুধর্ম্মে তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা থাকে, সকলে চল ম্লেচ্ছদিগকে দূরীভুত করি।

[নেপথ্যে] ম্লেচ্ছদিগকে দূর করবই করব, আমরা বালক নই, স্ত্রীলোক নই, কাপুরুষ নই।

সত্য। চল চল চল। তোমাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার তোমাদিগকে যুদ্ধ করতে বলছে। পুণ্যভূমি, আর্য্যভূমি, বীরভূমি, দেবভূমি ভারতবর্ষ তোমাদিগকে যুদ্ধ করতে বলছেন। বলছেন 'ম্লেচ্ছের অপমান আর সয় না, ম্লেচ্ছের পদাঘাত আর সয় না, তোমরা দেখছ কি? ম্লেচ্ছেরা আমার বক্ষের উপর বসে আমার

বক্ষের রক্ত পান করতে উদ্যত, আমাকে দুরাচারদিগের হস্তে অর্পণ করও না করও না। তা করলে তোমরা সুখী হবে না। তোমরা কি ম্লেচ্ছদিগের তরবারিকে ভয় কর? ম্লেচ্ছদিগের বীরত্বকে ভয় কর? ম্লেচ্ছদিগের সংখ্যাকে ভয় কর? যদি তোমরা আমার কুসন্তান না হও আমাকে ম্লেচ্ছ হস্ত হতে উদ্ধার কর, দুরাচারদিগকে দূর কর দূর কর দূর কর।' সৈনিকগণ, দেবগণ তোমাদিগকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করতে বলছেন। স্বাধীনতা তোমাদের বল, স্বদেশানুরাগ তোমাদের বল, হিন্দুধর্ম্ম আমাদের বল, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের বল। নিশ্চয় আমাদেরই জয় হবে। ভয় কি? ভয় কি? চল যুদ্ধে, জয় কিম্বা পতন।

[নেপথ্যে] ধন্য বীরবর, ধন্য বীরবর! চলুন আপনার সঙ্গে আজ রণক্ষেত্রে যাই, আজ ম্লেচ্ছ রক্তে পৃথিবীকে প্লাবিত করব। জয় কিম্বা পতন! হর হর মহাদেব!

সত্য। মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়!

[নেপথ্যে] মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়!

সত্য। চিতোর রাজ্যের জয়!

[নেপথ্যে চিতোর রাজ্যের জয়!

সত্য। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জয়!

[নেপথ্যে] পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জয়!

সত্য। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়!

[নেপথ্যে] সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়!

সত্য। হর হর মহাদেব!

[নেপথ্যে] হর হর মহাদেব!

[যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর রাজ ভবন।

বিক্রমসিংহ শায়িত, দেবদাস আসীন।

বিক্র। না জানি আমার সেনাগণ কি রূপ যুদ্ধ করছে। যবনেরা অতি দুর্দ্দান্ত, তাতে আবার তাদের সংখ্যা অধিক। প্রায় দুই প্রহর কাল যুদ্ধ হচ্ছে, বিরাম নাই, এখনও পর্য্যন্ত শেষ হল না। দূতের মুখে সংবাদ পেয়ে তৃপ্তি হয় না। এমন সময়েও রোগ হয়, যুদ্ধ দেখতেও পেলেম না। মন্ত্রি, আমাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নে যাও, আমি দূর হতে যুদ্ধ দর্শন করব।

দেব। মহারাজ দাসকে এ প্রকার আজ্ঞা করবেন না, মহারাজের দুর্গে যাওয়াতে রোগ এত বৃদ্ধি হয়েছে, আর স্থানান্তরে যাবার বাসনা করবেন না। স্বয়ং মহাদেব মহারাজের যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করছেন, কোন আশঙ্কা নাই।

[নেপথ্যে] হর হর মহাদেব! মহারাজ বিক্রমসিংহের জয়! (রণবাদ্য)

দেব। মহারাজ শুনুন, আমাদিগের সৈন্যগণ ফিরে এসেছে। বোধ হয় আমাদিগেরই জয় হয়েছে। কি উৎসাহের সহিত সেনাগণ জয়নাদ করছে! এ আনন্দের জয়নাদ।

[নেপথ্যে] পুণ্যভুমি ভারতবর্ষের জয়!

দেব। মহারাজ, জয়নাদ স্বর্গে দেবতাদিগের কর্ণগোচর হচ্ছে। আজ ভারতবাসীদিগের আনন্দ, যবনদিগের দর্প চূর্ণ হয়েছে।

যবনদিগের শোণিতাক্ত পতাকা হস্তে লইয়া সত্যসখা
ও কএকজন সৈনিকের প্রবেশ।

সত্য। যবনগণ পরাস্ত হয়েছে। ধন্য দেব মহেশ্বর!

বিক্র, দেব! ধন্য দেব! তোমার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

সত্য। ধন্য চিতোরবাসীগণ! মনুষ্য কি এত বীরত্ব দেখাতে পারে? অসুরের পরাক্রমের সহিত যবনগণ চিতোর সৈন্য আক্রমণ করলে, কিন্তু সুমেরুর ন্যায় তাহারা অচল হয়ে রইল। একবার, দুবার, তিনবার এইরূপ আক্রমণ করলে, তিন বার সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় ফিরে গেল। তার পর আমরা অগ্রসর হলেম এবং আমাদের তরবারের মুখে যবন সৈন্য টলমল করতে লাগল। এমন সময় দেখি নূতন একদল আরব সৈন্য পুর্ব্বদিক হতে মার মার করে এসে পড়ল। ইহাদের সর্ব্বাগ্রে যবন-সেনাপতি, নিজেই এক দল সৈন্য বললে হয়।

বিক্র। তোমরা কি করলে?

সত্য। আমাদের যোদ্ধাগণ দেখে স্তম্ভিত হল। তখনই সকলে বলে উঠল "আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের বল" এই বলেই প্রত্যেকে এক একটী সুদর্শন চক্রের ন্যায় শত্রুদলের মধ্যে গিয়ে পড়ল আর যবনদিগকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে আরম্ভ করলে। দুই দণ্ডের মধ্যে যবনগণ যেন উড়ে পালাল।

বিক্র। ভারতভুমির শত্রুদিগের যেন চিরকালই এই দশা ঘটে।

সত্য। এখন মহারাজ, একটী জীবিত যবন দ্বাদশ ক্রোশের

মধ্যে নাই। প্রভো, এই যবনদিগের পতাকা। এখন ইহা নিয়ে চিতোরের বালকগণ খেলা করুক।

বিক্র। দেবদাস, আমি এখন নীরোগ হলেম। আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। যবনগণ পরাস্ত হল। এই পতাকা যবনদের কতই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী। রক্তপাত যেন যবনদের সুধাপান। বিধাতা এখন তাদের উচিত দণ্ড দিলেন। এস, বীরবর! তোমার রক্তমাখা শরীরকে একবার আলিঙ্গন করি। (দাঁড়াইবার চেষ্টা।

দেব। মহারাজ! দাঁড়াবেন না।

বিক্র। অগ্রসর হও। (আলিঙ্গন করিয়া) তুমি ক্ষত্রিয়-কুলের মধ্যে ধন্য। ভারতভুমি তোমায় জন্ম দিয়ে ধন্য হয়েছেন। তোমার গায়ে যে রক্তচিহ্ন ইহা মণিমাণিক্য অপেক্ষা মূল্যবান, আর তোমার হস্তে যা দেখছি ইহা পৃথিবীর সাম্রাজ্য অপেক্ষা অধিক।

দেব। তিনি অতি ভাগ্যবতী রমণী যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। বীরেন্দ্র, তোমার জয়ের জন্য আজ দেবগণ স্বর্গে আনন্দোৎসব করছেন সন্দেহ নাই।

বিক্র। নগরে ঘোষণা দেও যে কল্য অপরাহ্নে দুর্গের সম্মুখে বীরবরকে যথোচিত সম্মানিত করা যাবে। নগরবাসী সকলে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। দেব-প্রসাদে, তোমার বাহুবলে. চিতোর রক্ষা পেলে, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হল। তোমার ঋণ কিছুতেই শোধ হয় না। আমার রাজ্য আর আমি তোমার নিকট কেনা হয়ে রইলেম।

সত্য। মহারাজ, ওরূপ বলবেন না, চিতোর যে ভয়শূন্য হল এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

বিক্র। বীরবর, যার কার্য্য ভাল তার কথাও ভাল। তোমার যে কোন্ গুণের আগে প্রশংসা করব ঠিক করা ভার। আজ আমি তোমারই গুণে সহজে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেম।

সত্য। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আমি কি তা কখনও পারব? জয়লাভ, যশোলাভ, সম্পদলাভে কি হবে?

দেব। এখন মহারাজ, আরোগ্য লাভ করে রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্যে মনোযোগ দিন।

বিক্র। এখন আমার সে অবকাশ হল।

সত্য। (স্বগত) ভাগ্যে জয়লাভ হল। কিন্তু একবার দেখতে পেলেম না, তার কথা শুনতেও পেলেম না। যে আশায় এসেছিলাম সে আশা বুঝি নিষ্ফল হয়।

দেব। মহারাজ, সিন্ধুদেশের দূতকে ফেরত পাঠান, মহারাজের ও বিবাহে তো মত আছে, শীঘ্র সমাধা করুন। সিন্ধুরাজপুত্র হেমলতার উপযুক্ত পাত্র, কারণ বীরত্ব ও সৌন্দর্য্য এ উভয়ই রাজকুমারের আছে।

বিক্র। এই সম্বন্ধই স্থির করা যাক। সিন্ধুদেশের দূতকে ফেরত পাঠাও, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও একজন দূত পাঠান আবশ্যক। (সত্যসখা অচেতন হইয়া পতিত) দেবদাস, ধর ধর বীরবর অজ্ঞান হয়ে ভূতলে পড়লেন।

দেব। বোধ হয় বীরবর কোন রোগগ্রস্ত।

বিক্র। অথবা যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্ত হওয়াতে এরূপ হয়েছে।

সত্য। (চৈতন্য পাইয়া ও গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজ, বিদায় দিন।

বিক্র। বীরবর বলছ কি? ঐ স্থানে উপবেশন কর। বিদায়

কি ? তুমি আমার সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত থাকবে, তোমার বীরত্বের যথোচিত পুরস্কার দিতে হবে।

সত্য। মহারাজ, বিদায় দিন, আমার সেনাপতিত্বে প্রয়োজন নাই, পুরস্কারে প্রয়োজন নাই, সম্মানে প্রয়োজন নাই। মহারাজ সুখে রাজ্য করুন সেই আমার পুরস্কার হবে! আমার কর্ত্তব্য সাধন হয়েছে, আর আমার মানব সমাজে প্রয়োজন নাই, এখন সেইখানে যাব যেখানে নির্ব্বিঘ্নে পরমেশ্বরের ধ্যান করতে পারব। পরমেশ্বর আমায় মানব সমাজে স্থান দিলেন না। (বেগে প্রস্থান)

বিক্র ও দেব। দাঁড়াও, দাঁড়াও, যেওনা, যেওনা।

[নেপথ্যে] আমাকে ফিরাবার চেষ্টা করবেন না, পৃথিবীর আর আমায় ফিরাবার ক্ষমতা নাই।

বিক্র। চলে গেল। দেবদাস, যাও বীরবরকে ফিরিয়ে আন। (দেবদাসের প্রস্থান)

[নেপথ্যে দেব।] দাঁড়াও বীরবর। দাঁড়াও, এরূপ করে চলে গেলে আমরা বড় মনকষ্ট পাব।

[নেপথ্যে সত্য।] আমার জন্য যেন আর কাহারও সুখ দুঃখ না হয়।

বিক্র। দেবদাস যাও। বীরবরকে যেমন করে পার ফিরিয়ে আন। আমার উত্থানশক্তি রহিত, নচেৎ আমি নিজেই যেতেম।—

দেব। যে আজ্ঞা আমি এখনই চললেম।

[দেবদাসের নিষ্ক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

সত্যসখা যোগীর বেশে বটবৃক্ষ তলে আসীন।

সত্য। (স্বগত) মনের সঙ্গে যা মিশে যায় তা কি মন হতে কেউ দূর করতে পারে? যোগীর বেশ পরিধান করেছি, যোগাসনে বসেছি, কিন্তু মনের যোগ কোথায়? ঈশ্বরকে স্মরণ করব মনে করি, হেমলতাই সুদ্ধ মনে উদয় হয়। বৃথা সংসার ত্যাগ করা, বৃথা শ্মশানবাসী হওয়া। হা মনুষ্যের জ্ঞান! তোমার দম্ভই সার, হৃদয়কে তুমি পরাস্ত করতেঁ পার না। খুঁড়ে ফেললেও স্মৃতিপট হতে হেমলতার ছবি উঠিয়ে ফেলা যায় না। আমার হৃদয়ে হেমলতা ক্রমেই বেড়েছে, এখন সেখানে হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হেমলতাই বিরাজমান, হেমলতাই আমার হৃদয়। যোগ হল না, হল না। মর্ত্ত্যে অন্ধকার, স্বর্গের আলো প্রত্যাশা করেছিলাম তা আমার কপালে নাই। স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করি, মর্ত্ত্যের আলো বিদ্যুতের ন্যায় চোককে ঝলসে ফেলে। এক মুহূর্ত্তে স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয়ই অন্ধকারময়, এমন অন্ধকার বোধ করি নরকেও নাই। এর একমাত্র ঔষধ আছে—প্রাণত্যাগ—না যা ফেলে দেবার যোগ্য তাই ফেলে দেওয়া। দেখি মৃত্যুর যদি এমন ক্ষমতা থাকে যাতে আমার দুঃখ শেষ হয়। আমি মলে হেমলতা আমার জন্যে চকের জল ফেলবে আর বলবে "সত্যসখা আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছে"। তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার মনোময়ীর ধ্যান করে এই নদীতে প্রাণত্যাগ করি।

অন্য এক পার্শ্বে হেমলতার যোগিনী বেশে প্রবেশ।

হেম। (স্বগত) এই তো শ্মশান, রাত্রি ঘোর অন্ধকারময়। আমার হৃদয়ে শ্মশান, আমার ভয় কি? (চমকিত হইয়া) ঐ শিয়ালে শব টানা টানি কর্‌ছে। এই খানে দুঃখ আমার মরা হৃদয় নিয়ে টানাটানি করছে। আমিও এই শব গুলির সঙ্গের সঙ্গী হতেম। এই ত সেই বট গাছ, উহার তলায় ত জন মানব দেখা যায় না। লক্ষ্মী বলেছিল সত্যসখা ঐ গাছতলায় আছেন। হা, বুঝি এখানে না। পদে পদে সর্ব্বনাশ, বাড়ী আর ফিরব না। প্রাণনাথ, তুমি যদি এখানে না থাক, ঐ জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করব। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) হা! কে ওখানে বসে, অন্য কেউ হতে পারে। আর ভয় করলে কি হবে? আমি আরও নিকটে যাই। (অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার পশ্চাৎ-গমন) আর ভয় কেন? (পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া) কে—(পুনর্ব্বার পশ্চাৎগমন) আর পেছব না (পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া সভয়ে) কে—কে—তুমি? (সাহস পুর্ব্বক) কে তুমি? উত্তর নাই। আমি কি কোন যোগীর ধ্যানভঙ্গ করতে যাচ্ছি?

সত্য। কে আমার যোগভঙ্গ করলে?

হেম। তবে যেন তোমার ক্রোধানলে আমি ভস্ম হই।

সত্য। কে আমায় ডাকলে? মানুষে এ সময় এখানে আসতে পারে না। তুমি নিশাচরী, আমার দুঃখে আমোদ করতে এসেছ, অথবা কোন দেবী অভাগাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছ? নিশাচরী হও ত এ স্থান হতে দূর হও, নিশাচরী হলেও আমার দুঃখে কেঁদে যেতে হবে। দেবী হও ত এখানে থাকবার প্রয়োজন নাই, তোমার সান্ত্বনায় এ হৃদয় শীতল হবে না। আমি হেমলতার ধ্যানে পুনর্ব্বার মগ্ন হই, এ স্থান হতে প্রস্থান কর।

হেম। ও সত্যসখা, সত্যসখা! আমি অবশেষে তোমাকে পেয়েছি।

সত্য। তুই নিশ্চয়ই নিশাচরী, আমার দুঃখ নিয়ে খেলা করতে এসেছিস, এ স্থান হতে দূর হ।

হেম। আমি নিশাচরী নই, দেবীও নই, আমি তোমারই হেমলতা।

সত্য। হেমলতা এখানে আসতে পারে না।

হেম। আমি তোমারই হেমলতা।

সত্য। সত্যই হেমলতা? না আমার মনের কল্পনা?

হেম। তোমারই হেমলতা।

সত্য। তুমি কেমন করে এখানে এলে?

হেম। তোমার আকর্ষণে।

সত্য। যদি সুখী হতে চাও পুনর্ব্বার গৃহে ফিরে যাও। সিন্ধুরাজপুত্রের প্রণয়িণী হয়ে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর গিয়ে।

হেম। তুমিই আমার গৃহ, তুমিই আমার সুখ।

সত্য। হেমলতা গৃহে ফিরে যাও, আমি তোমাকে সঙ্গে করে রেখে আসি।

হেম। আমাকে চিরদিনের নিমিত্ত সঙ্গী করে রাখ।

সত্য। না হেমলতা, তোমাকে দুঃখিনী করতে পারিনে। যাও গৃহে ফিরে যাও।

হেম। যদি পদাঘাত কর তবুও তোমার সঙ্গ ছাড়ব না।

সত্য। আমি শ্মশানবাসী হব।

হেম। তোমার সঙ্গে শ্মশান আমার কাছে স্বর্গতুল্য হবে।

সত্য। আমি বনে যাব।

হেম। তোমার সঙ্গে বন রাজ-ভবন অপেক্ষা মনোরম হবে।

সত্য। আমি এই নদীতে প্রাণত্যাগ করব।

হেম। আমি তোমারই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করব। আমি আর তোমাকে ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

সত্য। তুমি আমারই, আমারই হেমলতা, আমার হৃদয়ের হেমলতা, আমার হৃদয়ের অমৃতপুতলী হেমলতা। (গাত্রোত্থান) আমি এতক্ষণ হৃদয়শূন্য হয়েছিলাম, এই আমার হৃদয় পেলেম। (হেমলতাকে আলিঙ্গন) হেমলতা, হেমলতা, হেমলতা। (কিয়ৎ-ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) এখন কি করি, কোথায় যাই?

হেম। তুমি যা করতে বলবে তাই করব, যেখানে যেতে বলবে সেই খানেই যাব, আর এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমায় ছেড়ে থাকব না।

লক্ষ্মী। (নেপথ্যে) এই যে দুজনকেই পেয়েছি।

লক্ষ্মী ও দুইজন রক্ষকের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। (হেমলতাকে ক্রোড়ে করিয়া) আর যাবে কোথা? আমার হারা ধন পেয়েছি। হেমলতা! কেন আমি তোমায় সত্যসখার সংবাদ দিয়েছিলেম? সকলকে ফেলে এত রেতে কেমন করে এখানে এলে? পিরিতের সাত খেল কেমন করে রাতারাতি শিখ্‌লে?

রক্ষ। ধর এই সত্যসখা, ছেড় না, ছেড় না।

সত্য। (তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া) যদি প্রাণে মমতা থাকে আমাকে স্পর্শ করিস নে।

রক্ষ। (উভয়ে) আমরা ক্ষত্রিয়, বিক্রমসিংহের দাস, মৃত্যুকে ভয় করি না।

সত্য। বিক্রমসিংহের দাস সত্যসখা তোমাদের একটী চুলও নষ্ট করতে পারে না। লক্ষ্মি! তুমি লক্ষ্মী নও? হেমলতাকে

যত্ন করে গৃহে নে যাও। আমি এই নদীতে প্রাণত্যাগ করি। (যাইতে উদ্যত)

হেম। দাঁড়াও আমি সঙ্গে যাই। লক্ষ্মী ছেড়ে দেও।

লক্ষ্মী। কখনই ছেড়ে দেব না। দাঁড়াও চিতোর বাসী সকলকে ডেকে আনি। আগে আমরা মরি তার পর যা হয় করও। সত্যসখায় ছাড়িস নে।

রক্ষ। (উভয়ে) আমরা কখনই ছাড়ব না। বিক্রম-সিংহের আজ্ঞা তোমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে।

সত্য। বিক্রমসিংহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমাকে ছেড়ে দেও, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

লক্ষ্মী। হেমলতা, তোমার এত প্রেম-যাতনা হয়েছে আমায় বল নি? সত্যসখায় তোমার কাছে নে যেতেম, মহা-রাজের হাতে পায়ে ধরে এর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিতেম। বোন, ঘরে চল। ও যে রাজরাণী এখনও বেঁচে আছে কি না বলতে পারি নে। মহারাজ যদি কোন দিকে ছুটে ফুটে না বেরিয়ে থাকেন ত বাঁচি। ও যে চিতোর রাজ্য হাহাকার করছে। সত্যসখা, সোনামণি, তুমিও চল, একবার না হয় দেখে এস দয়াবতী মাগী বেঁচে আছে কি মরেছে। হেমলতা! চল, চল, আমার মাথা খাও চল, চল বোন, তোমার পায়ে ধরি চল।

হেম। না আমি যাব না।

লক্ষ্মী। চল, যেতে হবে।

হেম। না। কপালে এত ছিল!

লক্ষ্মী। চল, লক্ষ্মীটি! তারাদেবী মাথা কুটে মল।

হেম। গিয়ে কি হবে? (লক্ষ্মীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া)

লক্ষ্মী। চলতে পারছ না? সত্যসখাকে ধরে নে যেতে বলব?

হেম। না।

লক্ষ্মী। তবে আমার কাঁধে মাথা দিয়ে চল।

হেম। আর যে কপালে কি আছে?

লক্ষ্মী। সত্যসখার সঙ্গে তোমার বিয়ে কপালে আছে। আগে যদি বলতে সবই হত, এত ঢলাঢলি হত না। আবার কি? চল।

হেম। আমি যাব না।

লক্ষ্মী। সত্যসখা, হেমলতার হাত ধরে নে চল।

হেম। না যাচ্ছি।

লক্ষ্মী। পিরিতের কত খেল বুঝে ওঠা ভার,
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর, রাজভবন।

বিক্রমসিংহ ও দেবদাস আসীন।

দেব। ঐ তারা আসছে, হেমলতা আর সত্যসখাকে সঙ্গে করে আনছে।

হেমলতা, লক্ষ্মী, সত্যসখা ও দুইজন রক্ষকের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। এই নিন, মহারাজ, আপনকার হেমলতা। পেলেম গিয়ে শ্মশানে বটগাছ তলায়—যা মনে নিয়েছিল। শ্মশানে! হায় হায় সত্যসখার ঠিকানা বলে দিয়ে এমন সর্ব্বনাশও করেছিলাম।

বিক্র। হেমলতা কেমন করে এত রাত্রিতে শ্মশানে গেল?

লক্ষ্মী। তখন রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে, এমন ত অন্ধকার দেখিনি, আপন হাত পা চেনা যায় না, এমন সময় হেমলতা সেখানে গেল। মহারাজ, আমার মনে নিচ্ছে হেমলতাকে সেখানে কোন উপদেবতায় নিয়ে গিয়েছিল।

বিক্র। আমার ভাগ্যে এত হল! যে দিকে চন্দ্রোদয় হবে মনে করেছিলাম সেই দিকে রাহু উদয় হল। হেমলতা! তুমি আমার কন্যা? (দীর্ঘ নিশ্বাস) না। তা হলে এমন নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিতে না, তা হলে বিক্রমসিংহের মস্তক এমন করে ছেদন করতে না। আমি আর সে বিক্রমসিংহ নাই। হেমলতা, তুমি আমাকে পর্ব্বতশিখর হতে চির অন্ধকারময় গহ্বরে ফেলে দিয়েছ, সেই খানেই আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকতে হবে, তেজসিংহের কারাগার অপেক্ষাও তা ভয়ঙ্কর। হেমলতা, তুমি আমার কপালে কলঙ্ক মুদ্রিত করে দিলে, জগৎ সুদ্ধ লোকে তা দেখবে আর আমাকে ধিক্কার দেবে। হেমলতা, পালাবার পূর্ব্বে আমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে যেতে পারনি? ধিক্ হেমলতা! মান লজ্জা ভয় কিছুই তোমাকে ফিরাতে পারলে না। তুমি একজন সামান্য সৈন্যের অনুগামিনী হলে। হেমলতা, কাঁদ কেন? বড় মনে করেছিলাম বৃদ্ধ কালে আমাকে তুমি সুখী করবে, বড় সুখীই করলে! ওহ! আমার একমাত্র কন্যা আমাকে অরণ্যে ফেলে গেল। আর আমার কেউ নাই ত্রিসংসারে। দেবদাস তুমি অতি চতুর, আমার মরবার সহজ উপায় বলে দিতে পার? (রোদন)

দেব। মহারাজ, হেমলতা এখনও আপনকার কন্যা। দেখুন কেমন করে কাঁদছেন।

বিক্র। হা দেবদাস! আমার কুললক্ষ্মী কুলনাশিনী হয়েছেন।

দেব। ও কথা বলবেন না, হেমলতা বড় বেদনা পেয়েছেন। মা, কেঁদ না। যে স্নেহেতে মহারাজ তোমায় না দেখে অস্থির হয়েছিলেন, সেই স্নেহেতে এখন ভৎর্সনা করছেন।

বিক্র। হেমলতা! তুমি কি আমার চিতে জ্বালতে শ্মশানে গিয়েছিলে?

সুহাস, প্রমদা ও তারাদেবীর প্রবেশ।

তারা। হেমলতা, কোথায় গিয়েছিলে মা? (আলিঙ্গন) কেমন করে অভাগিনী মায়ে ছেড়ে গেলে? যাবার সময় কি অভাগিনী মায়ে একবার মনে হল না? তুমি যে আমাকে বড় ভাল বাসতে, মা। (রোদন)

হেম। মা—(রোদন)

সুহা। (অঞ্চল দিয়া হেমলতার অশ্রুজল মোচন করিবার চেষ্টা) প্রাণের হেমলতা, আর কেঁদ না। (রোদন)

প্রম। মরি, সখীর চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল।

তারা। মা, আর কেঁদ না। (রোদন)

বিক্র। দেবি, আমাদের মত হতভাগ্য আর কি কেউ আছে? যত্নে যে মনোরম পুষ্প হৃদয়ে রেখেছিলাম তা এখন জলন্ত অঙ্গার হল। আমাদের যা নিয়ে গৌরব তাই নিয়ে কলঙ্ক। উজ্জ্বল চিতোর রাজবংশ, তার আজ এত কলঙ্ক। সত্যসখা, তুমি কি সেই বিশ্বাসঘাতকের হাত হতে আমাকে রক্ষা করেছিলে এইরূপ দগ্ধে মারবার জন্য? এত উপকারী আর অপকারী ব্যক্তি বিধাতার নূতন সৃষ্টি বলে বোধ হয়।

সত্য। মহারাজের দাস সত্যসখা কখনও মহারাজের মন্দ ভাবিনি।

বিক্র। তুমি পুনরায় এ রাজ্যে এসেছ, এখন তোমার ঋণ শোধ করব না তোমাকে পরম শত্রু বোধ হচ্ছে।

সত্য। কিন্তু মহারাজ, আপনি আমার নিকট পরম মিত্র।

বিক্র। যার এরূপ ধারণা সে কি এরূপ শত্রুর কার্য্য করতে পারে? কেমন করে হেমলতাকে শ্মশানে নেগেলে? একি মনুষ্যের কার্য্য?

হেম। বাবা! বীরবরের কোন দোষ নাই, সব দোষ আপনার অভাগিনী হেমলতার।

তারা। মহারাজ! আপনকার নিকট একটী প্রার্থনা করি, দাসীর প্রার্থনাটী কি পূর্ণ করবেন? হেমলতার সঙ্গে সত্যসখার বিবাহ দিন। সত্যসখা বীরপুরুষ, মহারাজের প্রাণদাতা, হেমলতার অনুরাগভাজন, বিবাহ দিলে সকল দিক বজায় থাকে।

লক্ষ্মী। রাণী মা আমার মনের কথা বলেছেন।

বিক্র। তোমরা স্ত্রীলোক, জান না কি কথা বলছ? আমার ঠিক ঐরূপ ইচ্ছা হলেও এ কাজ করতে পারিনে। দেবি, বংশের মান নষ্ট করার কাহারও অধিকার নাই, ইহা আমার নিজস্ব ধন নয়। যত রাজা এই সিংহাসনে বসেছেন আর যাঁহারা বসবেন, এ তাঁহাদের সকলেরই সম্পত্তি। দেবি, তুমি কি শোন নি, বংশের মানের জন্য কত কত রাজকন্যা প্রাণ দিয়েছে। হেমলতা যদি তাদের মত আমাকে ছেড়ে যেত তা হলে এত দুঃখ হত না। (দীর্ঘনিশ্বাস)

তারা। মহারাজ, কেমন করে এ নিদারুণ কথা মুখে আনলেন?

বিক্র। হেমলতা এমন বংশে কলঙ্ক আনলে! হেমলতাকে

হারালে শুদ্ধ আমারই ক্ষতি হত। এখন হেমলতার দ্বারা শত সহস্র রাজার অনিষ্ট হল।

দেব। (সত্যসখার প্রতি) যোগীর বেশ, অথচ অস্ত্র সঙ্গে, একি আশ্চর্য্য! সত্যসখা, তুমি এ তরবার কোথায় পেলে?

সত্য। ইহা আমার সঙ্গের সাথি।

দেব। তবে তুমি শুদ্ধ নির্ব্বাসিত সত্যসখা নও। মহারাজ! এই তরবার চিন্‌তে পারেন?

বিক্র। চিনি চিনি। সত্যসখা! তুমি কি সেই অপরিচিত পরিচিত চিতোরের ত্রাণকর্ত্তা?

সত্য। আমি, মহারাজের সেই পরিচিত অপরিচিত দাস।

বিক্র। তবে তুমি আমাকে দুবার বাঁচালে, চিতোর রক্ষা করলে। অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তি। তুমি তেজসিংহের ধূর্ত্ততা বিফল ও দুরাত্মা যবনের দর্প চূর্ণ করলে। তোমার নিকট আমি ঋণী, চিতোর ঋণী, ভারতবর্ষ ঋণী।

তারা। এমন জনের প্রতি আমার হেমলতা অনুরাগিণী তায় দুঃখ কি?

বিক্র। সত্যসখার কীর্ত্তি দেখে কেনা তাকে ধন্য ধন্য করবে? সত্যসখা বীরকুল চূড়ামণি, কিন্তু দেবি, সত্যসখা চিতোর রাজকন্যার পাণিগ্রহণের যোগ্য নন। এমন বংশের কলঙ্ক—আমার নিজ কন্যা দ্বারা! এ কলঙ্ক বহন করা যায় না। দেবি, এখন যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হলে আমার মঙ্গল।

নরহরির প্রবেশ।

নর। মহারাজের জয় হক।

দেব। মন্ত্রীবর, আসুন।

নর। (জনান্তিকে দেবদাসে প্রতি) ইনি কি সত্যসখা?

দেব। হাঁ, ইনিই সত্যসখা। (বিক্রমসিংহের প্রতি) মহারাজ, আপনকার নিকট অধীনের একটী নিবেদন আছে।

বিক্র। কি বলবে বল?

নর। মহারাজ, দুরাত্মা তেজসিংহের আপন দাসের হস্তে প্রাণ গিয়েছে, কারণ এখনও প্রকাশ হয়নি।

বিক্র। এত শীঘ্র উদয়পুরের রোগ দূর হল!

নর। এইক্ষণ উদয়পুরের সিংহাসন শূন্য রয়েছে, যিনি তাহাতে অধিরোহণ করবেন তাঁরই অন্বেষণে মহারাজের রাজ্যে এসেছি।

বিক্র। তাঁর অন্বেষণে কেন আমার রাজ্যে এসেছ?

নর। এ অতি আশ্চর্য্য বিষয় বটে কিন্তু শুনুন, মহারাজ প্রতাপসিংহের লোকান্তর গমনের পরে তেজসিংহ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করে। দুরাত্মা রাজ্যলাভে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রতাপসিংহের শিশু সন্তানকে মাতৃক্রোড় হতে কেড়ে নিয়ে এক পাষাণহৃদয় নরাধমের হাতে অর্পণ করলে, কি জন্য তা মুখে আনা যায় না। এই সেই পাপাত্মা। আগন্তুক মনোহরকে লক্ষ্য করিয়া।

মনোহরকে সঙ্গে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ।

মনো। লাখ টাকা রে লাখ টাকা।

প্রহ। মহারাজ, এই নেমকহারাম পাগল হয়ে চিতোরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি ধরে এনেছি। চিতোরের লোকে একে পেয়ে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। (প্রহার)

মনো। তেজসিংহ তুমি আমার সব নিলে, লাখ টাকা রে লাখ টাকা। আমি বিক্রমসিংহকে ছেড়ে দিই নি। হাঁ, আমি

আর তুমি ছাড়া কেউ কারাগারের চাবি চাইলে পায় না, দোহাই তেজসিংহের, আমি টাকা খেয়ে বিক্রমসিংহকে ছাড়ি নি। আমি টাকা খাই একবার, সত্য বলছি, খাই নরহরি মন্ত্রির কাছে, লাখ টাকা খেয়ে প্রতাপসিংহের ছেলেকে দি।

নর। মহারাজ, এ ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে এত দিনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করলে। সত্য আমি লক্ষ মুদ্রা দিয়ে প্রতাপসিংহের পুত্রকে বাঁচাই।

বিক্র। পিশাচ মনোহর, তুই এখন আমার হস্তে পড়েছিস আর তোর নিস্তার নাই।

মনো। লাখ টাকা রে লাখ টাকা। দুরাত্মার মন যোগাতে গিয়ে ধনে প্রাণে মলেম।

দেব। এ প্রকৃত উন্মাদ বোধ হয়, নচেৎ কেন চিতোরের নিকট আসবে?

বিক্র। প্রহরি, এখন একে বন্ধ করে রাখগে। পশ্চাৎ যা উচিত হয় করা যাবে।

প্রহ। চল্‌রে চল। (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

মনো। আর মার কেন তেজসিংহ? যা ছিল সব নিয়েছ, লাখ টাকারে লাখ টাকা। দুরাত্মার মন যোগাতে গিয়ে ধনে প্রাণে মলেম। আমি ত বিক্রমসিংহকে ছেড়ে দি নি, যে আমায় নামে লিখেছে সে মিথ্যাবাদী। তেজসিংহ, তুমি আমার সব নিলে, লাখ টাকা রে লাখ টাকা।

[মনোহর ও রক্ষকের প্রস্থান।

নর। আমি লাখ টাকা দিয়ে রাজপুত্রকে বাঁচাই। তার পরে চিতোরে এসে আমার জ্ঞাপিত একজন বিধবা স্ত্রীর হস্তে

তাঁকে অর্পণ করলাম। মহারাজের আশ্রয়ে থেকে রাজকুমার মানুষ হয়েছেন।

বিক্র। এইখানে থেকে রাজকুমার মানুষ হয়েছেন!

নর। আমি আপনাকে একথা পশ্চাৎ জানাব মনে করে ছিলাম কিন্তু বিধাতা আমাকে সে কথা জানাতে দেন নাই, কারণ রাজকুমারকে এস্থানে রেখে উদয়পুরে যেতেই কারারুদ্ধ হলেম। অদ্য তিন দিবস মুক্ত হয়েছি। মুক্ত হয়েই রাজমহিষী কমলাদেবীকে সঙ্গে করে এখানে রাজকুমারের অন্বেষণে এসেছি।

বিক্র। মহারাজ প্রতাপসিংহের পাটেশ্বরী কমলাদেবী কোথায়?

নর। তিনি বাহিরে শিবিকায় আছেন।

বিক্র। দেবদাস, শীঘ্র রাজমহিষীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করে এখানে আন।

[দেবদাস ও নরহরির প্রস্থান।

বিক্র। (স্বগত) কমলাদেবী এসেছেন, আমার কলঙ্কের কথা এখনই শুনে যাবেন। ভাগ্যে এতই ছিল!

নরহরি ও দেবদাসের সহিত কমলাদেবীর প্রবেশ।

কম। সত্যসখা, আমার আপনার বাছা সত্যসখা, (রোদন) বাছা, (আরও রোদন) বাছা— (অজ্ঞান হইয়া পতন।)

বিক্র। দেবীকে ধর, ধর, ধর। দেবীকে বাতাস দেও।

নর। দেবি, আপন সন্তানকে দেখে এমন হলেন কেন? উঠুন। আপনকার সম্মুখে আপনকার পুত্র উদয়পুরের হিন্দু-সূর্য্য বিরাজমান।

কম। (চৈতন্য পাইয়া) কোথায় সত্যসখা? (উচ্চৈঃস্বরে) আমার সত্যসখায় কোথায় নেগেল রে?

নর। দেবি, আপনার স্নেহের রত্ন সত্যসখা যে আপনকার সম্মুখে।

কম। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) বাবা সত্যসখা, সত্যসখা, কাঙ্গালিনীর ধন সত্যসখা! বাবা তোমায় দুবার হারিয়েছি, আর ছাড়ব না। (ক্রোড়ে করিয়া) বাবা, মা বলে ডাক।

সত্য। মা! (রোদন)

কম। মা বলে ডাকলে আর চারিদিক উল্লাসিত হল। বাবা, তুমি মা বলে ডাক আর সব সংসার নিস্তব্ধ হক। তোমার মুখের মা বুলি অবিশ্রান্ত শুনি। মহারাজ বিক্রমসিংহ এই আমার সত্যসখা। তারাদেবি, এই আমার সত্যসখা। নরহরি, এই আমার সত্যসখা। ধন্য পরমেশ্বর! ধন্য তোমার দয়া! এতকাল দগ্ধে মলেম, এখন তুমি অমৃত-সাগরে ডুবালে।

বিক্র। দেবি, আসনে উপবেশন করুন।

কম। মহারাজ বিক্রমসিংহ, আপনি আমার সত্যসখাকে মানুষ করেছেন, আপনকার ধার কখনও শুধতে পারব না।

বিক্র। রাজকুমার, ক্ষত্রিয় কুলতিলক, হিন্দু-সূর্য্য সত্যসখা এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। (সত্যসখাকে আলিঙ্গন) দেবি, সত্যসখা আপনকার সন্তান তাই তাঁর এত অদ্ভুত কীর্ত্তি। রাজকুমার, আমি পদে পদে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছি।

সত্য। সে কি মহারাজ? আপনকার অন্নে আমি জীবন ধারণ করেছি, আপনি আমার পরমোপকারী।

বিক্র। আমি তোমাকে অকারণ নির্ব্বাসিত করেছিলেম, অকারণ কতই তিরস্কার করেছি।

সত্য। ধর্ম্মের এবং বংশের মানের অনুরোধে এরূপ করেছিলেন, এতে দোষ কি?

বিক্র। যে বিক্রমে অদ্বিতীয় তার মহত্বও অদ্বিতীয়। তোমার মহত্ব ও বীরত্ব জগৎ শুদ্ধ লোকে প্রশংসা করবে।

সত্য। মহারাজ, আমি যে আপনকার দাস এই আমার পরম গৌরব।

লক্ষ্মী। মহারাজ, এখন হেমলতার সঙ্গে সত্যসখার বিয়ে দিন।

বিক্র। লক্ষ্মি, এখন আমি আপন ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারব। মা হেমলতা! তুমি স্বয়ং কমলা, নারায়ণকে তুমি চিনতে পেরেছিলে। আমি নরাধম, চিনতে পারব কেন? (কমলা দেবীর প্রতি) দেবি, আমার বাসনা যে হেমলতার সঙ্গে সত্যসখার বিবাহ দিয়ে তাঁকে সিংহাসনাধিরূঢ় করে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই।

কম। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি।

বিক্র। তবে শুভ দিন দেখে শুভ কর্ম্ম সমাধা করা যাক। ধন্য দেব মহেশ্বর, তোমার প্রসাদে আজ চারিদিক সুপ্রসন্ন হল; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন আজ আনন্দময় হল।

লক্ষ্মী। কে না আজ সত্যসখাকে পেয়ে আহ্লাদে ভাসছে? আমার হেমলতা আজ চাঁদ হাতে পেলে। সত্যসখায় পেয়ে আজ হেমলতা সুখী আর হেমলতায় সুখী দেখে জগৎ শুদ্ধ লোক সুখী। হেমলতা, তুমি সীতের মত সতী হও, শচীর মত সুখী হও। এই কথাটী মনে গেঁথে রেখ, পতির বাড়া আর গুরু নাই।

[যবনিকা পতন।]